# খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.)

মুহা. জোহরুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাইতো আজও তাঁকে নিয়ে গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই, বিশ্লেষণের অভাব নেই, তাঁর আদেশ-নির্দেশ, উপদেশ, তাঁর আদর্শ, জীবনপ্রণালী সবকিছু নিয়েই চলেছে- চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ, গবেষণা ও ব্যবচ্ছেদ।

এই গবেষক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে যাঁরা বিপুল যশ-খ্যাতি লাভে ধন্য হয়েছেন কিংবা যাঁরা কালোত্তীর্ণ সাধক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক এবং মহান শিক্ষাবিদ পণ্ডিত শুধুমাত্র মহানবী (সা.) সম্পর্কে তাঁদেরই মন্তব্যসমূহ অত্র গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তেমন কোন পৃথক বিশ্লেষণেই যাওয়া হয়নি বরং শুধু খ্যাতিমানদের মন্তব্যগুলোই বিন্যাসিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, যাঁরা রাসূল (সা.) কে ভালোবাসেন এ গ্রন্থ তাঁদের ভালোবাসাকে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করবে আর যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন না তাঁরাও নিসন্দেহে অভিভূত হবেন। মুসলিম-অমুসলিম সকল র্ধম-বর্ণের মানুষই অত্র গ্রন্থে চিন্তার খোরাক পাবেন, বিশেষ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহলের চিন্তা-চেতনায় নতুন দিগন্তের দ্বার উম্মোচিত হবে, গবেষকগণও পাবেন গবেষণার নতুন দুয়ার...।

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক, সুসাহিত্যিক মুহা. জোহরুল ইসলাম ১৯৭২ সালের ০১ জানুয়ারি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারিবারিকভাবেই ইসলামী ভাবধারায় বেড়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন লেখাপড়াও করেছেন মাদরাসায়। মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অর্নাসসহ এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

মুহা. জোহরুল ইসলামের লেখালেখি শুরু হয় ছাত্রাবস্থা থেকেই। কবিতায় অন্তঃমিল দিয়েই লেখাখেখি শুরু করেন তিনি। পরবর্তীতে কবিতার পাশাপাশি লিখতে থাকেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, গান ও নাটক। তিনি দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, মাসিক অগ্রপথিক, মাসিক মদীনা, মাসিক ইতিহাস অন্বেষা এবং চট্টগ্রামের মাসিক আততাওহিদসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিরামহীনভাবে লিখে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের প্রকাশিত ইসমলামিক জার্নাল হিসেবে স্বীকৃত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' পত্রিকায় তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগ থেকে হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (রহ.) এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের সূফী সাধক শীর্ষক দুইটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

# খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.)

মুহা. জোহরুল ইসলাম

গতিধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

www.nagorikpathagar.org

©
লেখক

**প্রথম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মাঘ ১৪২৩

**প্রকাশক**
সিকদার আবুল বাশার
**গতিধারা**
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৫১৫, ৪৭১১০০৯২, ০১৭১৬৬১৯০৭০
e-mail : gatidhara@gmail.com
website : www.gatidhara.com

**পরিবেশক**
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৫৬৩০, ০১৭১১০৫৩১৯৬

**প্রচ্ছদ**
সিকদার আবুল বাশার

কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩১১৭, ০১৫৫২৩৩৭২৮০

**মুদ্রণ**
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৩৩০২৮, ০১৭১১৬০২৪৪২

**মূল্য : ২৫০ টাকা**
ISBN : 978-984-8948-44-6

www.nagorikpathagar.org

## উৎসর্গ

সুখে-দুখে বিপদে-সম্পদে
যার সঙ্গে কেটে গেলো
সুদীর্ঘ আঠারটি বছর
তারেই সমর্পিণু
আমার এই গ্রন্থখানি ॥

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# অধ্যায় বিন্যাস


পৃষ্ঠা.

**প্রথম অধ্যায়**

মহানবী (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৩

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.) ৩৫

**তৃতীয় অধ্যায়**

মহানবী (সা) কর্তৃক নারী, শিশু এবং দাস-দাসীদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে খ্যাতিমানদের মন্তব্য ১৬০

**চতুর্থ অধ্যায়**

শেষ কথা : ১৭৭

পরিশিষ্ট : ক ১৮২

পরিশিষ্ট : খ ১৮৭

পরিশিষ্ট : গ ১৮৮


www.nagorikpathagar.org

## এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

১। যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যাশা প্রকাশনী, রাজশাহী-২০০৫

২। সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী-২০০৬

৩। হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (রহ.)-এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৮

৪। স্বর্ণালী দিনের বর্ণালী কথা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা- ২০১০

৫। ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিয়াম সাধনা, ইমপেক্ট পাবলিকেশান্স, ঢাকা-২০১২

৬। বরেন্দ্র অঞ্চলের সূফী সাধক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০১৬

৭। খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.), গতিধারা, ঢাকা-২০১৭

## প্রকাশের পথে

৮। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নয় বরং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আগমন

৯। বৃহত্তর নোয়াখালীর ইসলাম প্রচারক হযরত মিরান শাহ (রহ.)

www.nagorikpathagar.org

# লেখকের আরজ

মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে শেষাবধি "খ্যাতিমানদের চোখে মহানবী (সা.)" গ্রন্থটি সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক আলোচিত, প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠত্বের সনদপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠতম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গতিধারার মাধ্যমে আলোর মুখ দেখতে পেলো। এজন্য সর্বপ্রথম সেজদাবনত হয়ে মহান রব্বুল আলামীনের পবিত্রতম শাহী দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জানাই এবং তাঁর প্রিয়তম হাবীব, নবীকূল শিরোমনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি জানাই ভক্তিপূর্ণ লক্ষ-কোটি দরূদ ও তাসলিমাত।

চৌদ্দ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, সর্বকালের, সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে গবেষণকদের গবেষণার অন্ত নেই। পক্ষে-বিপক্ষে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বিপক্ষে লিখতে গিয়েও অনেক কট্টরপন্থি গবেষক শেষাবধি মনের অজান্তেই সত্যপক্ষে বলতে বাধ্য হয়েছেন। এই ধরনের লেখক, গবেষক ও কালজয়ী যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের চুলচেরা (মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিশ্লেষণের সার নির্যাসটুকু বিভিন্ন বইপত্র ও সাময়িকী থেকে সংগ্রহ পূর্বক একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য যে অত্র গ্রন্থে একশত ছিয়াশি জন মনীষীর মন্তব্য সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রয়োজনের খাতিরে এবং ইতিহাসের নিরীখে কালোত্তীর্ণ অসংখ্য মুসলিম মনীষীদের মধ্যে থেকে মাত্র উনিশজন মনীষীর অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সংকলন করা হয়েছে।

আমাদের জানা মতে, এমন প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থ অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। অনেক গ্রন্থে মহানবী (সা) সম্পর্কে কিছু মনীষীর মন্তব্য থাকলেও তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অপ্রামাণ্য।

আবার কিছু গ্রন্থ আছে সেখানে মহানবী (সা.) সম্পর্কে কিছু মন্তব্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যকে ঘিরে বিশাল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শুধুমাত্র গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির অপচেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত "যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)" নামে আমার লেখা একটি মাঝারি কলেবর গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন



www.nagorikpathagar.org

রাজশাহী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ফজলুল হক। এবার সেই গ্রন্থের পরিবর্ধন পরিমার্জন এবং বৃহদাকার প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই স্বভাবতই আমরা বলতে পারি রাসুল্লাহ (সা) সম্পর্কে খ্যাতিমান মনীষীদের মন্তব্য সমূহের সর্ববৃহৎ ও প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থ এটি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধারাবাহিক কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়, তবে তাঁর জীবনাদর্শ সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক পথ নির্দেশনা পাওয়ার পথে দর্পণের কাজ করবে নিঃসন্দেহে। পৃথিবীতে আজও অনেক মুসলিম নামধারী অধম মানুষ রয়েছেন যারা মহাজ্ঞানী সেজে বিদ্যার বহর দেখানোর মানসে যা ইচ্ছে তাই-ই মন্তব্য করতে থাকেন।

আর এই মন্তব্যের এক পর্যায়ে গিয়ে না জেনে, না বুঝে, না পড়ে নির্বোধের মতো ইসলাম, মুসলিম এমনকি সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কেও আজে-বাজে, অসংলগ্ন এবং ক্ষমাহীন মারাত্মক উক্তি করে বসে।

এ সকল নির্বোধদের বোধদয়ের জন্য তথা তাঁরা যে সকল অসার ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করে থাকেন। তাঁদের সেসব মন্তব্যের দাঁতভাঙ্গা চমৎকার জবাব দিয়েছেন প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষীবৃন্দ। আমাদের বিশ্বাস এ সকল উক্তি থেকে রাসুল প্রেমিকগণ যেমন আনন্দিত হবেন-অনুপ্রাণিত হবেন অনুরূপভাবে রাসুল বিদ্বেষীরাও সঠিক তথ্য জেনে নিজেদের শুধরে নেয়ার সুযোগ লাভ করবেন। মহৎ এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে এবং রাসুল (সা.) সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণাত্মক জীবনীগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। একদিন দুই দিন নয় বরং সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় সাধনার ফসল এই সংকলন গ্রন্থ। একে সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সুসামঞ্জস্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। এরপরেও ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয় তাই বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর নিকট আবেদন এই গ্রন্থের ভুলত্রুটিগুলো জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই সংশোধন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রইল ইনশায়াল্লাহ।

এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে যাঁদের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁদের সবাইকে আল্লাহ যেন জাযায়ে খায়ের দান করেন। এখানে একজনের নাম উল্লেখ না করলে ভূমিকা অপূর্ণ থেকে যাবে, তিনি হলেন গতিধারা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক, শেকড় সন্ধানী গবেষক সিকদার আবুল বাশার যিনি আমার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন আমরাতো ধর্মীয় বই তেমন একটা প্রকাশ



www.nagorikpathagar.org

করি না। আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি গল্প, উপন্যাস, কবিতা কিংবা ইতিহাসের বই। তাঁকে বললাম, আমি জানি, তারপরও কেন জানি আপনার গতিধারা থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা জেগেছে। এবার তিনি কিছুক্ষণ থামলেন হয়ত কিছু ভাবলেন।

আমার ধারনা তাঁর বংশগত এবং পারিবারিক শিক্ষা ও ঐতিহ্যের আলোকে ধর্মীয় মূল্যবোধ আর রাসুল প্রেমের প্রগাঢ় আবেগ তাঁর ব্যবসায়িক চিন্তাকে আচ্ছন্ন ও গৌণ করে ফেলেছিল। যার ফলে তিনি ক্ষণিক পরেই অত্র গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে হাসিমূখে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মহান আল্লাহ যেন তাঁর এই খাঁটি রাসুল প্রেমকে কবুল করে ইহকালীন প্রভূত কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

পরিশেষে বিদগ্ধ পাঠকজনের নিকট আবেদন, অত্র গ্রন্থের যা কিছু সঠিক ও সুন্দর তার সবকিছুই আমার প্রিয়তম প্রভু মহান আল্লাহর একান্ত রহমত। আর যা কিছু ভুলত্রুটি রইল সে সব আমার অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে তাই এর সকল দায়ভার একান্তই আমার। অত্রগ্রন্থ আরও সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য বিজ্ঞ পাঠক মহলের নিকট থেকে পরামর্শ কামনা করছি।

সবশেষে মহান রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে আমার বাবার নাজাতের ফায়সালা এবং মায়ের সুস্থ ও কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন দান করেন। সেই সাথে গোটা মুসলিম বিশ্ব নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক- হয়ে উঠুক তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের বাহক। আমীন।

মুহা. জোহরুল ইসলাম
উপাধ্যাক্ষ
বিড়ালদহ এস. কে. এ. ডি. এস ফাজিল (ডিগ্রি)
মাদ্‌রাসা
পুঠিয়া, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭১৫-৮৪৪১১



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

## প্রথম অধ্যায়

# মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশ্ব যখন মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অনৈতিকতার অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যখন মানবতা ও মনুষত্বের কোনো বালাই ছিল না, সাম্য- ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির কথা কল্পনা করা যেত না, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার কথা ভাবাই যেতনা নোংরামী, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছিল নিত্য সঙ্গী, মদ, জুয়া ও নারীর প্রতি সীমাহীন আসক্তি ছিল কৌলিণ্যের সোপান। মদ ও জুয়া পরিহারকারীগণ সে সমাজে মর্যাদাহীন, কৃপণ ও অসামাজিক হিসেবে পরিগণিত হতো। জোর যার মুল্লুক তার এই ছিল যখন ধ্যান ধারণা আর অসহায় দুর্বলরা সর্বদাই হতো নির্যাতনের শিকার। সেই অসহায়, মজলুম মানুষের গগণবিদারী করুণ আর্তনাদেও বিগলিত হতোনা প্রতাপশালীদের পাষাণ হৃদয়...!!

কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে অকল্পনীয় অজ্ঞতাই তাদেরকে গোত্র প্রথার মতো ক্ষুদ্রতম গণ্ডিতে আবদ্ধ করেছিল, হৃদয়ে এনে দিয়েছিল অবর্ণনীয় সংকীর্ণতা। যার ফলে কারণে-অকারণে যুদ্ধ বেঁধে গেলে তা বন্ধ হতে চাইত না কখনও। বিত্তহীন মানুষদের কিংবা যুদ্ধে পরাজিত অসহায় লোকদেরকে ক্রয়- বিক্রয় করা হতো দাস-দাসী হিসেবে এবং তাদের জীবন মৃত্যু, হাসি-কান্না ও সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণই নির্ভর করত একমাত্র মালিকের মর্জির উপর!

নারীরা ছিল অকল্পনীয় নির্যাতনের শিকার তাদের সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না, অধিকার ছিল না, এমন কি সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগও ছিল না। তারা সর্বদাই ভোগের সামগ্রী হিসেবে পুরুষের নিকট গণ্য ছিল, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রথিত করা হতো। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত আছে :

কোনো গর্ভবতী নারীর যখন সন্তান প্রসবের সময় আসতো তখন তাকে যেখানে শুইয়ে দেয়া হতো, তার পার্শ্বেই একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হতো এবং গর্ভবতীর পাশে একটা কাঁথা রাখা হতো। সন্তান পুত্র হলে ঐ কাঁথায় জড়িয়ে সানন্দে বুকে তুলে নেয়া হতো আর সন্তানটি কন্যা হলে ঐ কাঁথাতেই জড়িয়ে উক্ত গর্তে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করতো।[১]



www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত কবি হালি বলেছেন :
"উহ গুদ নফরত সে কারতী থী খালী
জিনে সাঁপ জেয়সে কোঈ জিননেওয়ালী।"

অর্থাৎ মা তার কোলটি এমন ঘৃণাভরে খালি করে দিতো যেন সে সর্প প্রসব করেছে।[২]

সামাজিক এমন অবক্ষয়ের যুগে যখন আরবদের ধর্মীয় চিন্তা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা হারিয়ে ফেলেছিল, হাতে তৈরী মূর্তির পূজা শুরু করেছিল, যখন শ্রেষ্ঠতম ইবাদত হজ্জের নামে উলঙ্গাবস্থায় পবিত্র কাবা গৃহ তাওয়াফ করতো, যখন লাত, ওজ্জা, মানাৎ ও হোবলসহ ৩৬০ টি মূর্তি দিয়ে আল্লাহর পবিত্রতম গৃহ কাবা শরীফকে মূর্তি-পূজার প্রাঙ্গণে পরিণত করা হয়েছিল, যখন মানুষ ছিল মানবীয় গুণবর্জিত ঠিক তখনই আবির্ভূত হলেন মানবতার মুক্তিদূত সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যীন, মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সেই দিনটি ছিল ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার মোতাবেক ২৯ আগষ্ট ৫৭০ খ্রি.। অবশ্য সোমবার নিয়ে কারো দ্বিমত না থাকলেও তারিখ ও সনের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য বিদ্যমান, তবে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ মত এটিই।[৩]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম গ্রহণের পর স্বীয় জননী মা আমিনার দুগ্ধপান করেন এবং কয়েকদিন পর আবু লাহাবের বাঁদী ছাওবিয়ার দুগ্ধপান করেছিলেন। এরপর আল্লাহ প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠ দৌলত হালিমা সাদিয়ার নসীব হয়।[৪]

মহান কৌশলী আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বীয় রহমতের কোলে লালনের জন্য মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত, মহান নেতা সাইয়েদুল কাওনাইন, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা হন এবং মাত্র ছ'বছর বয়সে চিরকল্যাণকামী জননীকেও হারান।[৫] এবার তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব বর্তায় বৃদ্ধ পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের উপর। ৫৭৯ খ্রি. আব্দুল মুত্তালিবও পরলোক গমন করেন।[৬] এবং আব্দুল্লাহর এতিম শিশুটির দায়িত্ব অর্পিত হয় পিতৃব্য আবু তালিবের উপর। পিতৃব্য আবু তালিবের গৃহেই মুহাম্মদ (সা.) এর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। শান্ত ও মধুর ব্যবহার এবং মানুষের দুঃখে কাতর হওয়ার জন্য তিনি তাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে অতীব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

আবু তালিবের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় বাল্যকালে মুহাম্মদ (সা.) কে পরিবারের অন্যান্য বালকদের সাথে কঠোর পরিশ্রম ও পালাক্রমে পার্শ্ববর্তী



www.nagorikpathagar.org

পর্বত ও উপত্যকায় মেষ ও উট চরাতে হতো। কিন্তু বালক মুহাম্মদ (সা.) এই মেষ ও উট চরাতে চরাতেই প্রাকৃতিক বৈচিত্রের পরম পাঠ গৃহেই শিক্ষার প্রথম সবক গ্রহণ করেন। তাঁর বিনম্র স্বভাব, বিশুদ্ধ চরিত্র, অটল বিশ্বাস, গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও অনুপম বিশ্বস্ততার জন্য এই অল্প বয়সেই অধঃপতিত আরববাসীদের নিকট হতে আল-আমীন বা বিশ্বাসী উপাধি লাভ করেন। ৫৮২ খ্রি. ১২ বছর বয়সে[৭] হযরত মুহাম্মদ (সা.) পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমণ করেন। সেখানে বসরা নগরের বহিরা বা 'বাহিরা' নামক এক খৃষ্টান সাধু যিনি নেষ্টারীয় খৃষ্টান[৮] ছিলেন। এই নেষ্টারীয় খৃষ্টানগণ কোনোদিন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেননি এমন কি ক্রশ চিহ্নকেও তাঁরা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলে বর্জন করতেন। যীশু খৃষ্টের প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাঁদের ধর্ম জীবনের প্রধান লক্ষ্য। উল্লিখিত এই সাধুপুরুষ মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী বলে চিনতে পেরেছিলেন বলেই পিতৃব্য আবু তালিবকে তাঁর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন।

গরীব, দুর্বল, অসহায় এবং মজলুম জনগণকে জালিম ও শোষক শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি নামক 'হিলফুল ফুজুল' সংঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য ছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)। প্রসিদ্ধ মতানুসারে এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৫৯৫ খ্রি.[৯]।

## বিবি খাদিজা (রা.) এর সাথে মহানবী (সা.) এর বিবাহ

ততদিনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র মাধুর্যের মহিমা আরবের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এই সীমাহীন পূতঃ পবিত্র, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, মাহাত্ম্য ও সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তাঁকে স্বীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ এবং পরবর্তীতে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে স্বামীত্বেবরণ করে ধন্য হন। এই সময় খাদিজাতুত তাহিরার বয়স হয়েছিল চল্লিশ আর হযরত (সা.) এর বয়স ছিল পঁচিশ[১০] বছর মাত্র।

## হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর[১১], তখন কুরাইশরা বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ শেষে 'হাজরে আসওয়াদ' সংস্থাপন নিয়ে ব্যাপক দ্বন্দ্ব শুরু করলো এবং প্রত্যেকেই হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) সংস্থাপন করার



www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলো। এ নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও খুনোখুনি হওয়ার উপক্রম হলো অবশ্য তাদের ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত তারা মিলনাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে পারায় সে যাত্রা রক্ষা পায়। সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছতে সক্ষম হবে তার দেয়া সিদ্ধান্ত আমরা নতশিরে মেনে নেব। পরদিন দেখা গেল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকলের পূর্বে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছেছেন। কুরাইশরা দেখে বললো-ইনি মুহাম্মদ (সা.) ইনি আল-আমীন। অতঃপর বিশ্বনবী (সা.) হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের জন্য একটা বড় চাদর আনতে বললেন এবং ঐ চাদরের মধ্যখানে হাজরে আসওয়াদকে রেখে সকল গোত্রের লোকজন উক্ত চাদর ধরে খানায়ে কাবা পর্যন্ত আনার পর হুজুর (সা.) স্বহস্তে নির্দিষ্ট স্থানে তা স্থাপন করলেন।[১২] এভাবেই সংঘাতপূর্ণ বিরোধকে সমগ্রবিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শান্তিকামী মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে তুলনাহীন প্রতিভা ও যোগ্যতম নেতৃত্বের পরিচয় দেন।

## নবুওয়াত লাভ

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে এক,দুই, তিন করে পুরো চল্লিশটি বছর আপন কুদরতে গড়ে তুলছিলেন তারই পূর্ণতা ঘটে মহানবীর নবুওয়াত লাভের মাধ্যমে। ৬১০ খ্রি. পবিত্র রমযানের লাইলাতুল কদর রাতে (২১,২৩,২৫, ২৭ বা ২৯ রমযানের দিবাগত রাত্রী)[১৩] চল্লিশ বছর বয়সে মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত তথা নবুওয়াত লাভে ধন্য হন।

## ইসলাম প্রচার ও নির্যাতন ভোগ

নবুওয়াত লাভের পর শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্ম ইসলামকে সর্ব প্রচার এবং সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মহানবী (সা.) কে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সইতে হয়েছে। মক্কার অবিশ্বাসীরা তাঁকে পাগল, যাদুকর ও কাহিন (গণক) বলে উপহাস করেছে, শারীরিকভাবে সীমাহীন নির্যাতন চালিয়েছে, কাফির সর্দার আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল তাঁর পবিত্র চেহারায় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপের সাথে সাথে তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখে কষ্ট দিত। নামাযে সিজদারত অবস্থায় আবু জেহেল পিঠের উপর উটের পঁচা নাঁড়ি-ভূঁড়ি চাপিয়ে কল্পনাতীত কষ্ট দিত...!!



www.nagorikpathagar.org

এদিকে উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এবং পিতৃব্য আবু তালিবের ইন্তেকালের পর রাসুল (সা.) যেন সত্যি সত্যিই নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়লেন। তখন কুরাইশদের অত্যাচার আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাওয়াই নিরুপায় হয়ে তায়েফের পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু হায়! সেখানেও তিনি পূর্বাপেক্ষা জুলুম ও নির্যাতনের স্বীকারে পরিণত হলেন। এমন কি তিনি যখন তায়েফবাসীকে সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলামের পথে আহবান জানালেন, তখন তারা সে ডাকে সাড়াতো দিলোই না বরং মারাত্মক কটুক্তি শুরু করলো শুধু তাই নয়, স্থানীয় বখাটে ছেলেদের লেলিয়ে দিল মহানবী (সা.) কে নির্যাতনের জন্য! এই বখাটে পাষণ্ডের দল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানবটির উপর চতুর্দিক থেকে অবিরাম প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাঁর সমস্ত নূরানী দেহ মোবারক রক্তপ্লাবনে ভাসিয়ে দিল!! এখানেই শেষ নয় বরং অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত ও প্রস্তরাঘাতে রক্তাপ্লুত কাতর মানুষটি চলৎশক্তি হারিয়ে বারংবার পড়ে গেলেও শিষ্টাচার বিবর্জিত নিষ্ঠুরের দল তাঁর বাহু ধরে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিত যাতে তাদের প্রস্তর নিক্ষেপে সুবিধা হয় এবং মহানবী (সা.) এর জ্যোতির্ময় চেহারায় কষ্টের চিহ্ন দেখে আনন্দ লাভ করা যায়! নারাধম এই ঘৃণিত পশুর দল প্রস্তর বর্ষণ করে মহানবী (সা.) এর শরীর রক্তস্নাত করে পিশাচের হাসি হেসেছিল এবং সীমাহীন আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিল...!!!

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয়ের ভয়াবহতম দৃশ্য অবলোকন করে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! ওহুদের দিন অপেক্ষা দুর্যোগপূর্ণ দিন আপনার জীবনে কি কখনও অতিক্রান্ত হয়েছে? তিনি বললেন, হে আয়েশা, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যা কষ্ট দিয়েছে-এছাড়া আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্যোগময় দিন হলো যেদিন আমি আবদে ইয়ালীলের পুত্রদের (তায়েফের কাফের সর্দার তিন ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে) সামনে ইসলামের নীতিমালা পেশ করেছিলাম এবং তারা তা রোষভারে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতঃপর বিষাদভরা চিত্তে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করি এবং যন্ত্রণা কাতর শরীর নিয়ে কারণে- 'ছাআলিব' নামক স্থানে এসে কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পাই।[১৪]

ভয়-ভীতি, নির্যাতন ও প্রলোভনে কোনো কাজ না হওয়াই শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফেররা তাদের পরামর্শ গৃহে (দারুন্নাদওয়ায়) সমবেত হলো। এই পরামর্শ সভায় কেউ হযরতকে বন্দী করার পরামর্শ দিল কেউ নির্বাসনের পক্ষে মত প্রকাশ করলো একমাত্র আবু জেহেলই রাসুল (সা.) কে হত্যার পরামর্শ দিল এবং বলল এ হত্যাকাণ্ডে প্রত্যেক গোত্রের একজন করে যুবক অংশ গ্রহণ



www.nagorikpathagar.org

করবে, যাতে 'বনী আবদে মানাফ' একাই প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়। সকলেই আনন্দচিত্তে এই পরামর্শ গ্রহণ করল এবং প্রত্যেক গোত্রের এক একজন যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করল। তারা হত্যাকাণ্ডের দিনক্ষণও অতি সংগোপনে ঠিক করে দিল যে, অমুক রাতে একাজ করতে হবে।[১৫]

## ইসরা ও মিরাজ

চতুর্মূখী যন্ত্রনা যখন রাসুল (সা.) এর সমগ্র হৃদয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, যখন শ্রেষ্ঠতম দিশারী নিজেই পথের দিশা নিয়ে মহাচিন্তিত ঠিক তখনই মহাপরিকল্পনাকারী মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর প্রিয়তম হাবীব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) কে সরাসরি তাঁর খাস দরবারে আযীমে (আরশে আযীম), বিশেষ যানবাহনে সঙ্গে পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠালেন হযরত জিব্রাইল (আ:) কে। আকাশে ওঠার পর সংবর্ধিত হলেন অসংখ্য ফেরেস্তা ও হযরত আদম (আ:) থেকে হযরত ঈসা (আ:) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ
هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থাৎ- "পরম পবিত্র ও মহিমান্বিত সেই (আল্লাহতায়ালা) যিনি তার (এক) বান্দাহকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (পূর্বেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছি- যেন আমি তাকে (অদৃশ্য জগতের) আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, (মূলত:) সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা তো স্বয়ং তিনিই।[১৬]

সমস্ত নবী এবং রাসুলদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেই এই বিরল সম্মান ও মহাসৌভাগ্য দান করেছিলেন পবিত্র মিরাজের রাত্রীতে। কুরআনে পাকের পর ইসরা (মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে সফর) এবং মিরাজ (মাসজিদুল আকসা থেকে



www.nagorikpathagar.org

আরশে আযীম পর্যন্ত উর্ধাকাশে যে সফর) ছিল আল্লাহর প্রিয় হাবীরের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা।[১৭]

অধিকতর প্রসিদ্ধ মতে ৬২০ খ্রি. রজব মাসের ২৬ তারিখে [১৮] মহানবী (সা.) স্বশরীরে মহান প্রভুর দিদার লাভে ধন্য হন। এই সময় তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ নিয়ে আসেন। অমুসলিমগণ এবং যুক্তিবাদীরা (RATIONALIST) সপ্তাকাশে হযরতের এই সশরীরে আরোহণ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু মুসলমানগণ মুহাম্মদ (সা.) এর সশরীরে এই মিরাজ গমনকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। হাবীবে খোদার পক্ষে ইহা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

## হিজরত

আপন দেশ মাতৃকার মায়া-মমতা,আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজনদের প্রেম-ভালোবাসা এবং সান্নিধ্য ত্যাগ করে মহানবী (সা.) কে ৬২২ খ্রি. ২০ সেপ্টেম্বর ৮ রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার (খাওয়ারিযমীর মতে)[১৯] গভীর রজনীতে মাত্র একজন ঘনিষ্ঠতম অনুচরসহ মদীনার পথে পাড়ি জমানো খুব সহজ সাধ্য ও মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। তবে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মহানবী (সা.) এর এই হিজরত ছিল সফলতার শ্রেষ্ঠতম সিংহদুয়ার! ঠিক যেন পাতালপুরীর বিশালতম ফটকের দোদ্যুল্যমান সত্য তরবারি, যাকে অতিক্রম করলেই ঘুমন্ত রাজকন্যাসহ পাতালপুরীর সমস্ত রত্নভাণ্ডার প্রাপ্তির পথ উন্মোচিত হবে। রাসুল (সা.) এর মদীনা হিজরত অনুরূপ ঘটনাকেও হার মানায়। কারণ মক্কায় থাকাকালে যে মানুষটি একজন সাধারণ স্বাধীন মানুষ হিসেবে বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না, যে মানুষ তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার পাচ্ছিলেন না, যে মানুষ বেঁচে থাকার অধিকারটাও শেষ পর্যন্ত হারিয়েছিলেন (আপন সমাজে) সেই-সেই মানুষটিই মদীনায় এসে তাঁর স্বীয় সত্য মতামত তথা আল্লাহ মনোনীত একমাত্র চিরন্তন ধর্ম ইসলাম প্রচারের অবাধ সুযোগ লাভের সাথে সাথে রাজাধিরাজ হওয়ার সুযোগও পেয়ে গেলেন!!

যার ফলে সত্যিকার ইসলামী সাম্রাজ্য গঠনও সহজতর হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে ছেড়ে আসা মক্কা জয় করাও সম্ভব হয়েছিল। তাই সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়,হিজরতের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সম্ভাবনা ও সাফল্যের কাংখিত সোপান।



www.nagorikpathagar.org

## মদীনা সনদ প্রস্তুত

রাসুলে আকরাম (সা.) মদীনা আসার পর নবদিক্ষিত মুসলমানদেরকেই শুধু সংগঠিত করেননি বরং মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের বিরোধ মীমাংসার পাশাপাশি সকল ধরনের বিরোধের মূল্যোৎপাটনের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

তৎকালীন বিশ্বের মদ্যপ, বর্বর, দুর্দান্ত, দুর্দমনীয়, শতধা বিচ্ছিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মাত্র একটি সূতিকায় গ্রোথিত করে সুসংগঠিত জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্ববিদগ্ধজন বিদীত ও স্বীকৃত মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যে পদ্ধতির মাধ্যমে মহানবী (সা.) দুরাচার, চির কলহপ্রিয় রক্ত পিপাসু এবং দুর্ধর্ষ জাতির মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংঘবদ্ধ ও সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার নাম " মদীনা সনদ"।

এই "মদীনা সনদের" মাধ্যমে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দের যে দুর্লভ সাফল্য পরিলক্ষিত হয় তা শুধু মদীনা কিংবা ইসলামের ইতিহাসে নয় বরং বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। আধুনিক যুগের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য "মদীনা সনদ" থেকে অনেক কিছু সবক নেয়ার রয়েছে। কারণ মদীনা সনদ নিঃসন্দেহে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ তথা বিশ্বজনীন সনদ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনদরদী মহান নেতা, অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদই (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে সকল ধর্মের প্রতি উদার ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করে তৎকালীন বিশ্বকে হতোবাক করে দিয়েছিলেন। তাই তো স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন- "IT IS A MONUMENT OF ENLIGHTENER TOLERANCE."[২০] অর্থাৎ এ সনদ অসাধারণ পরধর্ম সহিষ্ণুতার কীর্তি স্তম্ভ স্বরূপ।"

তিনিই সেই রাজনীতিবিদ যিনি সর্বপ্রথম বলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে-

* "মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। কেউ কখনও কারো ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।"

ধর্ম নিরপেক্ষতার এমন দৃষ্টান্ত কেউ কখনও দেখাতে সক্ষম হয়েছেন কি? হননি। সত্যিকারার্থে ইসলামই একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম যে ধর্মে সাম্প্রদায়িকতার



www.nagorikpathagar.org

কোনো স্থান নেই, নেই সংকীর্ণতার স্থান । তাই তো মহানবী (সা.) বলতে সক্ষম হয়েছিলেন-

“এই সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি COMMON ডউঅখঞঐ বা সাধারণ জাতি গঠন করবে ।

তিনি আরও বলেছিলেন, “এই সনদের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন গোত্রের মোকাবিলায় সনদভুক্ত সম্প্রদায়গুলো একটি স্বতন্ত্র দল বা উম্মত বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ ইহুদী, নাসারাগণও মুসলমানদের সাথে এক উম্মত ।[২১] এ থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বর্তমান যুগের চিন্তা চেতনার চাইতে অগ্রগামী ছিলেন । তাইতো তিনি আজ থেকে চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বেই শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল ধর্মের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধান করে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । বিশ্বের ইতিহাসে “ মদীনা সনদ” একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সনদ । বস্তুত এ সনদকে মহাসনদ কিংবা ‘MAGNA CARTA’ বলাই যুক্তিযুক্ত বলে অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন। কারণ এর আবেদন সর্বযুগেই সমভাবে বিরাজমান । এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মুইর বলেন, “IT REVEALS THE MAN (THE PROPHET) IN HIS REAL GREATNESS- A MASTER MIND. NOT ONLY OF HIS OWN AGE, BUT OF ALL AGES.[২২]

মহান বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য না থাকলে দেশ ও জাতির কল্যাণ হতে পারে না । তাঁর এ চিন্তাধারা সুস্পষ্ট, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস সে দেশে পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী । ‘নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও’ এর উপর গুরুত্বারোপ করেই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহবান করে এক বৈঠকে (সম্মেলনে) বসেন এবং তাদের নিকট আন্তঃ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, সেই সাথে সকলের মতামতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই মদীনা সনদের ধারাসমূহ লিপিবদ্ধ করে তদনুযায়ী কার্যে রূপদানের মাধ্যমে এই সনদের যাবতীয় সাফল্যের বিকাশ সাধিত হয় ।

শান্তিকামী মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে একজন সুনিপুন, দক্ষ, চৌকস সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । তিনিই সেই রাজনীতিবিদ যিনি ঐক্যবদ্ধভাবে জনসাধারণের জান-মাল তথা দেশ রক্ষার গ্যারান্টি সর্বপ্রথম দান করেছেন । যেমন সনদে বলা হয়েছে-



www.nagorikpathagar.org

* "সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো দলকে বহিঃ শত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে তার মোকাবিলা করতে হবে এবং তা প্রতিহত কতে হবে।"

* "দুর্বল ও অসহায়কে সর্বোতভাবে সকল শক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।"

সাম্যের অনুপম দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে তিনি সনদে উল্লেখ করেছেন যে,

* "আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে পর্যায়ক্রমে বিশ্রাম করার সুযোগ দান করা হবে।"

* যে সকল দল আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে যাদের অশ্ব নাই তারাও পালাক্রমে অশ্বে আরোহণ করতে পারবে।[২৩]

সাম্যের এমন অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পরিলক্ষিত হয় না। সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদ এর তন্ত্র-মন্ত্র কতো অসার এবং ছলনায় ভরা তা মদীনা সনদ যেন অনেক পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে। কারণ আজ সুস্পষ্ট খোদ সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রীয় শাসন আমরা দেখেছি যেখানে সাম্যের নামে ধোঁকা দেয়া হয়েছে, গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়সম অসাম্যের প্রাচীর। সমাজতন্ত্রীদের এই মিথ্যে প্রহসন জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ায় সমাজতন্ত্র তার জন্মভুমিতেই বড় দুঃখ নিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। সত্যিকার সমাজতন্ত্র বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা মহানবীই (সা.) চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে গেছেন। তাই নতুনভাবে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবা অবান্তর।

এই সনদের মাধ্যমেই মহানবী (সা.) নিজেকে মদীনা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ যে, সকলের উপর ক্ষমতাবান তাও স্বীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন সনদে বলা হয়েছে-

* "সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে তা মুহাম্মদ (সা.) কে অবহিত করতে হবে এবং তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার মীমাংসা করবেন।[২৪]

* "যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

* "হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এই নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তাঁকে মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো : সনদের উপর্যুক্ত ধারাসমূহ থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, এই সনদের দ্বারা মদীনার গোত্রপতিদের হাত হতে হযরতের এবং তদূর্ধ্ব



www.nagorikpathagar.org

বিশ্বস্রষ্টার হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হলো। রাষ্ট্র ও ধর্মের পাশাপাশি সহ অবস্থানের ফলে ঐশীতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সনদের মাধ্যমেই ইসলামী গণতন্ত্রের বীজ বপনকরা হয় তাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আর ইতিহাসেও এই সনদের স্থান বহু উর্ধে। তাইতো পি.কে. হিট্টি বলেছেন :

OUT OF THE RELIGIOUS COMMUNITY OF AL-MEDINA THE LATER AND LARGER STATE OF ISLAM AROSE. [25]

অর্থাৎ মদীনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল প্রস্তুত করে।

মহানবী (সা.) কর্তৃক মদীনা সনদ তথা আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা প্রতিটি মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে ইহাই সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান, শাসনতন্ত্র[২৬] তথা ঐক্য সৌহাদ্য, সম্প্রীতি গড়ার প্রথম প্রয়াস।

মহানবী (সা.) আজ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পূর্বে সমাজে শান্তি, ঐক্য ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য যে বিধান রচনা করেছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদন আজও ফুরিয়ে যায়নি, হয়ত ফুরোবেনা কোনাদিনই। কারণ মানব জীবনের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য দিক নেই যার আলোচনা মদীনা সনদে অনুপস্থিত। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই সনদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই সনদের মাধ্যমেই প্রথমতঃ রাসুল (সা.) এর প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়েছে বিশ্বময়।

মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত কালোত্তীর্ণ মদীনা সনদে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলের মাঝে যে ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব পরিদৃষ্ট হয় তা বর্তমান আধুনিককালে শুধু কল্পনাতীতই নয় বরং তা আজও বিশ্ব ইতিহাসের মহাবিস্ময়!

## বদরের যুদ্ধ

শত্রু ভালো আছে সুস্থ আছে, সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করছে, ধনে-মানে, ঐশ্বর্যে তুলনাহীন হয়ে উঠছে একথা শ্রবণান্তে কোনো হিংসাপরায়ন মানুষের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে মক্কার কাফেরদের জানের দুশমন মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তরোত্তর অনুচর বৃদ্ধি এবং তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি দেখে কাফের-মুশরিকদের বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান হারানো দশা উপস্থিত হয়েছিল। তারা এটা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না, কারণ যে মুহাম্মদ (সা.) কে সব কিছু ফেলে রাতের অন্ধকারে চলে যেতে হয়েছিল, যে মুহাম্মদ (সা.) এর



www.nagorikpathagar.org

সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না, যাকে আমরা পাগল ও গণক বলে ঠাট্টা করেছি, যাকে আমরা আমাদের বখাটে ছেলেদের দিয়ে এবং নিজেরাও নানাভাবে কষ্ট দিয়েছি- নির্যাতন চালিয়েছি, যাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেও আমরা গ্রহণ করে নেইনি সেই - সেই মুহাম্মদ (সা.)ই আজ মদীনা রাষ্ট্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আসনে সমাসীন! এইও কি মেনে নেয়া সম্ভব!!! অবশ্যই নয়।

অতএব, আর দেরী নয় এখনই একটা ফায়সালা করে দেয়া প্রয়োজন। মুহাম্মদ (সা.) কে আর সম্মুখপানে অগ্রসর হতে দেয়া সঙ্গত হবে না, এই মুহূর্তেই তার গতিরোধ করতে হবে এবং সমূলে তার বিনাশসাধন করে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের দেব- দেবীদের মিথ্যা বলার কী নির্মম পরিণতি!! মূলতঃ এটাই ছিল বদর যুদ্ধের প্রধানতম কারণ আর সব গৌণ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক ও চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন : THE LONG STANDING ANXIETY OF THE QURAISH TO CRUSH THE GROWING POWER OF THE ISLAM WAS THE CAUSE OF THE BATTLE.[২৭]

যুগান্তকারী এই যুদ্ধ সংঘটিতহয় ৬২৪ খ্রি. ১৭ মার্চ।[২৮] প্রসিদ্ধ মতে এই যুদ্ধের জন্য কুরাইশ সর্দার আবু জেহেলের নেতৃত্বে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) সৈন্য যার মধ্যে ৭০০ উষ্ট্রারোহী, ১০০ অশ্বারোহী, এবং ২০০ পদাতিক বাহিনী।[২৯]

অপর পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাত্র ৩১৩ জন[৩০] কারো মতে ৩১৭ জন।[৩১] আর যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের মধ্যে তাঁদের ছিল দুটি আরবীয় ঘোড়া ও ৬০টি উট[৩২] এবং অতি সামান্য যুদ্ধোপকরণ ছিল।

এই অসম যুদ্ধে আল্লাহর অশেষ কৃপায় মুসলমানগণ অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ করলেন এবং কাফের সৈন্যরা পরাজিত হলো নির্মমভাবে।

এই বদর যুদ্ধে কাফের নেতা আবু জেহেলসহ ৭০ জন নিহত হলো এবং ৭০ জন বন্দী হলো। অপর পক্ষে মুসলমানদের মাত্র ১৪ মতান্তরে ১২ জন শাহাদাত লাভে ধন্য হন।[৩৩]

এই যুদ্ধের অবিশ্বাস্য বিজয় মুসলমানদের মনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমানের মজবুতি আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো, সেইসাথে সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী এটাও প্রমাণিত হলো ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ যদি কোনোভাবে পরাজিত হয়ে যেতেন তবে



www.nagorikpathagar.org

মুসলিম ইতিহাস কিভাবে রচিত হতো তা ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে। মোটকথা এই বিজয়টা মুসলমানদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

## ওহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে কাফের দলের নির্মম পরাজয়ই ওহুদ যুদ্ধের প্রধান কারণ। কেননা বদরের পরাজয়ে মক্কার কাফেরদের ঘরে ঘরে মাতমের রোল পড়ে গিয়েছিল। এই মর্মান্তিক পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনেকে অনেক ধরনের শপথ গ্রহণ করেছিল তারমধ্যে আবু সুফিয়ান শপথ নিল যে, এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ বর্জন করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।[৩৪] এদিকে আবু জেহেল ও উতবার মৃত্যুতে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নেতৃত্বে বরিত হয়। তারই নেতৃত্বে ৬২৫ খ্রি. ২৩ মার্চ[৩৫] মতান্তরে ২১ মার্চ[৩৬] তৃতীয় হিজরীতে ৩,০০০ সুসজ্জিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তার মধ্যে ৭০০ জন বর্মধারী ৩০০ জন উষ্ট্রারোহী ও ২০০ জন অশ্বারোহীসহ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণের জন্য মদীনার পথে অগ্রসর হয়ে ওহুদ উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলো।

অপর পক্ষে মাত্র ২ জন অশ্বারোহী প্রায় ১০০ জন বর্মধারী এবং প্রায় ৪০[৩৭]/৫০[৩৮] জন তীরন্দাজসহ সর্বমোট ১০০০ মুজাহিদের মধ্যে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চক্রান্তে ৩০০ জন সরে যাওয়াই মুসলিম সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭০০ জনে।

এই যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করলেও সামান্য ত্রুটির জন্য চরম বিপর্যয় নেমে আসে তাদের উপর। যার ফলে শত্রুর আঘাতে হযরতের (সা.) দেহ ক্ষত-বিক্ষত হলো এবং তাঁর সম্মুখ ভাগের দুটি দাঁত শহীদ হয়ে যায়। অবশ্য বিশ্বনবী গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় গোলাম মোস্তফা সম্মুখের চারটি দাঁত ভাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানেই শেষ নয় এই যুদ্ধে শহীদ সর্দার বীর কেশরী হযরত হামযা (রা:) সহ ৭৪[৩৯]/৭০[৪০] জন এবং ইবনে ইসহাকের মতে ৬৫ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদৎ লাভ করেন এবং কুরাইশদের মোট ২৩ মতান্তরে ২২ জন নিহত হয়েছিল।[৪১]

অবশ্য এই যুদ্ধে কাফের কুরাইশরা জয় লাভ করলেও কোনো মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করতে সক্ষম হয়নি এবং কোনোরূপ গানীমাতও তাদের লাভ হয়নি। এই সব কারণে তারা সত্যিকারের বিজয়োল্লাস করারও সুযোগ পেলো না।



www.nagorikpathagar.org

## খন্দকের যুদ্ধ

ওহুদ যুদ্ধের নিস্ফল বিজয় কাফের কুরাইশদের মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল ফলে মনের জ্বালা মেটনোর জন্য আর একটি বৃহৎ যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই যুদ্ধেরও সিপাহসালারে আযম ছিলেন আবু সুফিয়ান। তিনি মদীনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদী এবং মুনাফিকদের ব্যাপক সহযোগিতাসহ সমগ্র মক্কা মদীনার অধিকাংশ মুশরিকদের একত্রিতকরে ১০,০০০ (দশ হাজার) মতান্তরে ১২০০০ (বার হাজর) সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠনে সক্ষম হন। যা নিয়ে মুসলমান তথা মদীনা আক্রমণ করে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের নেশায় মত্ত হয়ে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন।

এদিকে সর্বসাকুল্যে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা দঁড়ালো ৩,০০০ (তিন হাজার) । এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মহানবী (সা.) পরিখা খনন করে মদীনা রক্ষার অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেন। অধ্যাপক কে. আলী লিখেছেন- "আধুনিক কালে যে কৌশলের প্রয়োগ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, সমরকুশলী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ১৪০০ বছর পূর্বেই তা প্রয়োগ করে গেছেন।[৪২] পঞ্চম হিজরীর যিলকাদ মাস [৪৩] মোতাবেক ৬২৭ খ্রি. মার্চ ও এপ্রিল মাসে খন্দকের যুদ্ধ বাধে।

সম্মিলিত বিশাল বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত করে মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য প্রস্তুতি নিল কিন্তু ফল হলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মদীনা চিরতরে শত্রুবিমুক্ত ও ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো আর বিধ্বস্ত কাফের দল দুর্বল, হতমান ও বিক্ষিপ্ত হয়ে, বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে কোনোমতে ফিরে গেল। এই যুদ্ধ বহন করে আনলো কাফেরদের জন্য গ্লানিকর মহাপরাজয়ের ঘোষণা আর মুসলমানদের জন্য মহাবিজয়ের বাণী।

এই অভিযানের পর হতে মদীনার চতুস্পার্শ্বে শত্রুদলের আনাগোনা থেমে গেল, মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক অভিযান বন্ধ হয়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হলো।

এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) নিজেই বলেছেন "আজকের পরে মুশরিকরা তোমাদের সাথে কখনও নিয়মিত ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবে না।[৪৪]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সোলায়মান সরদ (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন : খন্দক যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী মোকাবিলা করে প্রত্যাবর্তন করলে রাসুল (সা.) বললেন, এখন আমরা তাদের সাথে জিহাদ করব, ওরা আমাদের উপর চড়াও হতে পারবে না; বরং আমরাই তাদের দিকে যাব।[৪৫]



www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস স্বাক্ষী! তাই-ই ঘটেছিল। রাসুলে পাক (সা.) এর জীবনের বাকি জীবনসহ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পূর্ণ ইসলামে বিশ্বাসী খলিফাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত কাফের-মুশরিকরা নিজে থেকে অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করার সাহস পায়নি। আজও সেই ঈমানের অধিকারী আমরা হতে পারলে আমাদের হাতেও নিঃসন্দেহে এসে যাবে আল্লাহী রাজদণ্ড এবং আমরাও হব অপরাজেয় অপ্রতিরোধ্য।

## হুদায়বিয়া সন্ধি

ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ধির চাইতে উত্তম কোনো পন্থা আজও আবিস্কৃত হয়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ ও সিপাহসালার মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ১৪[৪৬] মতান্তরে ১৫শত[৪৭] নিরস্ত্র অনুচরদের নিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে ওমরাহ পালনের জন্য মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কায় ৯ মাইল দুরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপনে বাধ্য হন। কারণ, সংবাদ পাওয়া গেল মক্কার কাফেররা কোনোক্রমেই মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দিতে নারাজ। যুদ্ধ এড়িয়ে হযরত শান্তির পথ বেছে নিলেন এবং ইতিহাস পেল এক যুগান্তকারী অবিস্মরণীয় সন্ধি।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য এক মহান বিজয়। তাই তো মহান আল্লাহ স্বয়ং এই সন্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থাৎ- হে নবী! (এই সন্ধির মাধ্যমে) আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে এক (অভূতপূর্ব ও) সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[৪৮]

যদিও প্রথম দিকে মুসলমানগণ সঠিক বিষয় অনুধাবন করতে না পেরে হতবিহ্বল ও পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। সিংহপুরুষ হযরত ওমর (রা:) পর্যন্ত সীমাহীন বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নবী করিম (সা.) কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? আমরা কি সত্যপন্থী নই? আর আমাদের শত্রুরা বাতিল পন্থী নয় কি?

রাসুল (সা.) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেও তাঁর বিচলিত হৃদয়ে শান্তি না আসায় পুনরায় উক্ত প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রা:) এর নিকট, তিনিও রাসুল (সা.) এর অনুরূপ উত্তর দেন।[৪৯]



www.nagorikpathagar.org

এই সন্ধির পর পরই আমর বিন আল আস এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো শ্রেষ্ঠতম বীরদ্বয় ইসলাম কবুল করে সন্ধির প্রকাশ্য বিজয়ের বাস্তব নমুনা পেশ করেন। শুধু তাই নয় এই সন্ধির ফলে দেশের বাইরে ও ইসলমের বাণী প্রচারের প্রথম সুযোগ ঘটে এবং মক্কা বিজয়ের পথকে সুগম ও তরান্বিত করেছিল। তাই তো রাসুলের শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত আবুবকর (রা:) বলেছিলেন : "হুদায়বিয়া সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম সেই রূপ কখনও হই নাই।[৫০]

## মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয় ছিল মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম বিজয়। অথচ এই বিজয় হয়েছিল রক্তপাতহীন এক অবিশ্বাস্য বিজয়। পৃথিবীর ইতিহাসের কোনো বিজয়ের সাথে এর কোনো তুলনাই চলে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর রমজান মাস[৫১] মোতাবেক ৬৩০ খ্রি. জানুয়ারিতে।[৫২]

করুণার মূর্তপ্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিজিত শত্রুর প্রতি কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করেন নাই, অথচ এই মক্কাবাসী তাঁর উপর এবং তাঁর অনুচরগণের উপর কী অবর্ণনীয় নির্যাতনই না চালিয়েছিল একদিন! সবকিছু ভুলে তাদের ক্ষমা করে দিলেন যার নজির বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পরিদৃষ্ট হয়না।

মহানবী (সা.) এর এই বিজয় ছিল মিথ্যার উপর সত্যের, অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অন্ধকারের উপর আলোকের জয়; অত্যাচারের উপর ক্ষমা ও দয়ার মহান বিজয়। তাই কত সুন্দর, কত মহৎ এই বিজয়। চির মজলুম মুহাম্মদ (সা.) এখন মক্কার সর্বাধিনায়ক এবং একচ্ছত্র সম্রাট। প্রতিবাদ, উচ্চবাচ্য করা তো দূরের কথা সামান্য 'টু' শব্দ করারও মানুষ নেই এখন। তাঁর জীবনের সাধনা সফল হলো, বায়তুল্লাহ শরীফের ৩৬০ টি দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে আল্লাহর ঘরের সত্যিকার মর্যাদা ফিরে পাওয়ার মাধ্যমে। রাসুল (সা.) উচ্চস্বরে পাঠ করলেন :

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থাৎ- এবং (হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি) বলে দিন, সত্য সমাগত হয়েছে, অসত্য অবলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয়ই প্রত্যেক অসত্যই অবলুপ্ত হয়ে থাকে।[৫৩]



www.nagorikpathagar.org

মূর্তিশূন্য কাবা শরীফে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ এই প্রথম পরিতৃপ্তি সহকারে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হওয়াই আল্লাহর মহান দরবারে অজস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। যে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বেদুইন পৌত্তলিক ও মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন : THUS MOHAMMAD (S.M) ATTAINED THE SUMMIT OF HIS AMBITION.[৫৪] "অর্থাৎ উচ্চাশার চরম শিখরে আরোহণে সক্ষম হন।"

সকলের বিজয়ের ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মক্কা তৌহিদের উজ্জ্বলতম আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এবং এর আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর প্রতিটি অংশে, প্রতিটি জনপদে তথা সমগ্র বিশ্বে!

## বিদায় হজ্জ

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে দশম হিজরী শেষ হয়ে এল, এদিকে হজ্জের সময়ও ঘনিয়ে এল। মহানবী (সা.) তাঁর প্রায় দুই লক্ষ সহচর[৫৫] সঙ্গে নিয়ে জিলকদ মাসের ২৫ মতান্তরে ২৬ তারিখ (৬৩২ খ্রি. ২৩ ফেব্রুয়ারি) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন এবং হজ্জের প্রাথমিক কার্য সমাপনান্তে ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের বিশাল ময়দানে কোসওয়া বা কাসওয়া নাম্নী উটের পিঠে চড়ে তাঁর সুখ-দুঃখে প্রিয়তম সহচরদের (সাহাবী) সম্মুখে যে কালজয়ী বক্তব্য পেশ করেন তা ইতিহাসে মহানবী (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ হিসেবে পরিচিত।

এই ভাষণে তিনি তাঁর সহচরদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেন, সেই সাথে তাদের দাস-দাসী ও স্ত্রীদের অধিকার প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর অনুচরদের আল্লাহর হাতে সোর্পদ করে যান এবং এই দিনেই তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থায় সমস্যার উদয় হলে কি করতে হবে সে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি দৃঢ়তার সাথে তা অবলম্বন করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না-তাহলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর রাসুল (সা.) এর সুন্নাহ (জীবনাদর্শ)[৫৬]

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ব্যক্তি, যিনি স্বীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বীকৃতি তাঁর অধীনস্থ (অনুসারী) মানবকুল প্রদান করেছেন। যেমন তিনি সমবেত



www.nagorikpathagar.org

মানবমণ্ডলীকে প্রশ্ন করেছিলেন হে মানব মণ্ডলী! আমি কি আল্লাহর পয়গাম যথাযথ পৌঁছিয়েছি? আল্লাহ যখন তোমাদের এই প্রশ্ন করবে তখন কি উত্তর দিবে? অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "হ্যাঁ আপনি যথাযথভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[৫৭]

শুধু মানব গোষ্ঠীই নয়, মহান আল্লাহতায়ালাও মহানবী (সা.) এর যথাযথ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি তথা সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ- "(হে মুহাম্মদ (সা.) আজ আমি আপনার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং আপনার উপর নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই আপনার ধর্ম বলে মনোনীত করলাম।[৫৮]

এমন নজিরবিহীন শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো ভাগ্যে কোনোদিন জোটেনি এবং জোটার প্রশ্নও অবান্তর। কেন না আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ আসন দিয়ে নিজেই সম্মানিত করেছেন।

## পরম বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ

দায়িত্ব শেষে রাজদূত যেমন আপন রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন, হযরতের (সা.) অবস্থাও ঠিক তদ্রুপই হলো। বিদায় হজ্জের পর তাঁর প্রতিটি কাজ-কর্মে এবং কথা-বার্তায় পার্থিব জীবন থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় কাজ সমাধা করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন তার সাথে সাথেই পরকালীন কাজের প্রস্তুতিও নিতে থাকলেন।

জীবনের ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছেও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য তিনি সিরিয়ার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে সৈন্য প্রেরণ এবং সেনাপতি নির্বাচন করে দেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের কঠোরভাবে নিষেধ করে যান যেন তাঁর কবরকে এবাদত খানায় পরিণত করা না হয়। তিনি আরও বলেছেন-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, দাস-দাসীদের উপর যেন ভালো ব্যবহার করা হয়। মোটকথা মৃত্যুর পূর্বেও তিনি তাঁর সাহাবীদের সমস্যা ও কল্যাণের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অকল্যাণের পথ সম্পর্কে জানিয়েছেন এবং সতর্কও করে দিয়েছেন। সত্যিই কি অতুলনীয় কল্যাণকামী মহান নেতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) !!



www.nagorikpathagar.org

ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে অসুস্থতা সত্ত্বেও হযরত আলী ও ফজল ইবনে আব্বাসের (রা:) কাঁধে ভর করে যোহরের সময় মিম্বারে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন : লোক সকল! যদি আমার নিকট তোমাদের কারো কোনো প্রাপ্য থেকে থাকে তা উল্লেখ কর? আমি সন্তুষ্টি চিত্তে তা দিয়ে দেব। কারণ যাবতীয় দেনা-পাওনার দায় থেকে মুক্ত হয়েই আমি প্রিয় মালিকের দরবারে হাজির হতে চাই।[৫৯] সুবহানাল্লাহ!

রাসুল (সা.) এর অসুস্থতা বেড়েই চললো, এদিকে ১২ রবিউল আওয়ালের সোমবার (৮ জুন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ)[৬০] হাজির। নবীজী (সা.) নামাজের জামাতে উপস্থিত হতে পারলেন না! শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা:) নামাজ পড়ানোর জন্য প্রস্তুত হলেন। মহানবী (সা.) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:)কে মসজিদ সংলগ্ন দরজাটি খুলে দিতে বললেন। মহানবী (সা.) রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে নামাজের কাতারে দাঁড়ানো তাঁর প্রিয় উম্মতদেরকে দেখছেন। আহা! দীর্ঘ তেইশ বছরের সাধনার ধন! আল্লাহর বান্দারা তারই দরবারে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা চমৎকার দৃশ্যপট সৃষ্টি করার জন্যই তো তিনি কলিজার খুন শুকিয়েছেন, দান্দান শহীদ করেছেন, সুদূর তায়েফের মাটিকে পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত করেছেন, পেটে পাথর বেঁধে খন্দক খনন করেছেন, প্রিয় জন্মভূমির মায়া ছেড়ে দূরদেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন...!!!

হ্যাঁ আজ তাঁর সেই স্বপ্ন সেই সাধ এবং সেই কষ্ট সফল হয়েছে। আল্লাহর বান্দারা আজ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে শিখেছে, সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি জামাত যাঁরা তাঁর বাণী সমগ্র পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। এই দৃশ্য অবলোকন করে মহানবী (সা.) এর পবিত্র মুখে জান্নাতি এক হাসির আভা ফুটে উঠলো এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ হাসি!

এই দিনই অপরাহ্নে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশার (রা:) ঘরে তাঁর কোলে মাথা রেখে দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সমগ্র বিশ্বকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরম প্রভু মহান রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে পাড়ি জমালেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)! হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) এর ঘরেই তাঁর বিশ্রাম স্থান রচনা করা হলো।



www.nagorikpathagar.org

## প্রমাণপঞ্জী


১. আলহাজ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, তারীখুল ইসলাম, দারুল উলূম পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২য় সংস্ককরন, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৩

২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৪

৩. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (সা.), আহ্‌মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, উনবিংশতি মুদ্রণ, এপ্রিল-১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩৬৯-৩৭৭।

* স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ-ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ পৃষ্ঠা-৭১

* মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), সীরাতে রাসূলে আকরাম (সা.), অনু : মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, জুলাই-১৯৯৭ পৃষ্ঠা-১৮

৪. সীরাতে রসূলে আকরাম (সা.), পৃষ্ঠা-১৮

৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ জুন-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২২৭

৬. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিষ্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনু : হাবিব আহসান, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, আগষ্ট-১৯৯২ পৃষ্ঠা-৭

৭. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৩

৮. বিশ্বনবী, পৃষ্ঠা-৭০

৯. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৪৩

১০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড ) পৃষ্ঠা-২২৮

১১. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, অনু : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, অক্টোবর-১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৪২

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩

১৩. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৪৫

১৪. আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (রহ.), সীরাতে মুস্তফা (সা.), (১ম খণ্ড), অনু : হাফেজ ফজলুল হক শাহ্‌, সীরাত গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, জুন-২০০২, পৃষ্ঠা-২৩৮

১৫. সীরাতে রসূলে আকরাম (সা.), পৃষ্ঠা-৮৪




www.nagorikpathagar.org

১৬. আল কোরআন, সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং-০১
১৭. আহ্‌মদ বদরুদ্দিন খান, সীরাত এলবাম, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১
১৮. সীরাতে মুস্তফা (সা.) ১ম খণ্ড, ২৪৭ এবং হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫১
১৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড ) ২৩৬
২০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস ৮৩
২১. মাসিক আল ফুরকান, ডিসেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০
২২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস-৬৪
২৩. শেখ লুৎফর রহমান, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২০
২৪. অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮০
২৫. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৪
২৬. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১০ম সংস্করণ-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৬৫
২৭. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৭
২৮. প্রাগুক্ত ৬৬ পৃষ্ঠা, এবং অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৯
২৯. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৬৮
৩০. বিশ্বনবী (সা.), পৃষ্ঠা ২১৫. এবং কে, আলী
৩১. জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহ:), খাসায়েসুল কুবরা (১ম খণ্ড ), অনু : মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮ পৃষ্ঠা-৭৮
৩২. নাজিম উদ্দীন আহমদ, হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) আখেরী নবী, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, মে-১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৭১
৩৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড ), পৃষ্ঠা-২৩৯
৩৪. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪০
৩৫. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস-৭৩
৩৬. কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৭৯
৩৭.বিশ্বনবী (সা.), ২২৮
৩৮. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, ১৪২ অধ্যাপক কে, আলী ইসলামের ইতিহাস, ৭৯-৮১, হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, ৭২-৭৩



www.nagorikpathagar.org

৩৯. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭৪
৪০. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস ৮০
৪১. বিশ্বনবী (সা.)-২৩৫
৪২. অধ্যাপক কে, আলী ইসলামের ইতিহাস-৮৯
৪৩. আবদুল খালেক, সইয়েদুল মুরসালীন (২য় খণ্ড ), ৪র্থ সংস্করন জুন-১৯৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৩৬
৪৪. বায়হাকী শরীফ (হাদীস)
৪৫. খাসায়েসুল কুবরা (১ম খণ্ড ) পৃষ্ঠা ৪৩০
৪৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা ২৪৫
৪৭. বিশ্ব নবী (সা.), পৃষ্ঠা ২৮৫, সাইয়েদুল মুরসালীন (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা ১১৮
৪৮. আল-কোরআন, সুরা আল ফাতাহ্, আয়াত নং-১
৪৯. খাসায়েসুল কুবরা (১ম খণ্ড ) ৪৫৮-৪৫৯
৫০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৬
৫১. সাইয়েদুল মুরসালীন (২য় খণ্ড ), পৃষ্ঠা-২১৯
৫২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৬
৫৩. আল কোরআন, সুরা বণী ইসরাইল, আয়াত-৮১
৫৪. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস-২৯০
৫৫. বিশ্বনবী (সা.) পৃষ্ঠা ৩৪৯
৫৬. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফ
৫৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড ), ২৫৮
৫৮. আল কোরআন, সুরা আল মায়িদাহ্, আয়াত নং ৩
৫৯. সীরাত এলবাম, পৃষ্ঠা ৬৫
৬০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৯৪



www.nagorikpathagar.org

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে খ্যাতিমানদের উক্তিসমূহ

## জর্জ বার্নার্ড'শ

সর্বকালের' সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে চমৎকার মূল্যায়ন এবং যথার্থ উক্তি করেছেন প্রখ্যাত বৃটিশ চিন্তাবিদ দার্শনিক (GEORGE BURNARD SHAW) জর্জ বার্নার্ড'শ। তিনি বলেছেন : If all the world was united. Under one leader. Then Mohammad (Sm.) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and Ideas to peace and happiness.

"যদি সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় আদর্শ ও বিভিন্ন মতবাদের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অধিনায়কের শাসনে আনা হতো তাহলে একমাত্র মুহাম্মদই (সা.) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতা হিসেবে তাদের সুখ-সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন।[১]

নানাবিধ সংকট জর্জরিত বহু মতবাদের তরঙ্গে দিগভ্রান্ত শয়তানী ভ্রান্তি জালে জড়িত আদর্শহারা মানব সন্তানকে স্বীয় লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আজ মহানবী (সা.) এর আদর্শকে নতুন করে আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সকল কুসংস্কার দূর করে পৃথিবীকে সত্যের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে প্রেম পূণ্য, ন্যায় ও সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা একমাত্র একটি পথেই সম্ভব আর তাহলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শের পূর্ণ অনুকরণে। একথা বুঝতে পেরেই বিদগ্ধ পণ্ডিত জর্জ বানার্ড'শ বলেছেন :

A time surely will come. Sooner or later when the world will be. Forced to amit that the only means to end all its Troubles is to follow the perfect teachingg and examples of the holy prophet.

"ত্বরায় বা দেরিতে হলেও এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তাদের সমস্যাসমূহ সমাধানের একমাত্র উপায়



www.nagorikpathagar.org

হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্ণ শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করা ।[২]

অন্যত্র মনীষী বানার্ড'শ মন্তব্য করেছেন : "এক শতাব্দীর মধ্যে সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষত ইংল্যান্ড ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা হলো : "আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মকে সর্বদা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। তার কারণ, এই ধর্মের মধ্যে অত্যাশ্চর্য জীবনীশক্তি বিদ্যমান।...আমার বিশ্বাস, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মতো কোনো মানুষ যদি বর্তমান জগতের মানবমণ্ডলীকে পরিচালনা করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে এই জটিল সমস্যার সমাধান করে মানবমণ্ডলীকে সুখ-শান্তির পথের দিশা দিতে সক্ষম হতেন ।[৩]

তিনি আরও বলেন : মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্ম যাজকদেরকে তাহাদের অজ্ঞানতা কিংবা গোঁড়ামির কারণে মুসলমান ধর্মকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেছেন। বস্তুত : তাদেরকে মানুষ মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। তাদের কাছে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন দাজ্জাল (ANTICHRIST) আমি তাঁহাকে অধ্যয়ন করেছি, আশ্চর্য মানুষ তিনি এবং আমার বিশ্বাস তাঁকে দাজ্জাল না বলে বরং মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য ।[৪]

## রেমন্ডলার্জ

ঐতিহাসিক রেমন্ড লার্জ বলেছেন :

The founder of islam is in fact, the promoter of the first social and international revolution of which history gives mention.

অর্থাৎ "প্রকৃত পক্ষে সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূচনাকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের (হযরত মুহাম্মদ (সা.) নাম ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে ।[৫]

## জনজাকবিসক

"জামান দার্শনিক জনজাক্‌বিসক বলেছেন : "বিধর্মীরা যখন পয়গম্বরের মুখে কুরআন শুনতো তখন তারা অস্থির হয়ে সিজদায় পড়ে যেতো এবং ইসলাম কবুল করতো ।[৬]



www.nagorikpathagar.org

## গ্যেটে

জার্মান মহাকবি গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) বলেছেন : "যদি ইসলামের অর্থ ঈশ্বরে আত্ম নিবেদন হয়, তবে আমরা সকলেই ইসলামে বাঁচি এবং মরি।[৭]

জার্মান মহাকবি গ্যেটে- মহানবী (সা.) এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে কবিতা লিখেছেন তার অংশ বিশেষ বাংলায় অনূদিত হয়েছে এইভাবে -

"তোমরা সকলে দ্যাখো, দ্যাখো, মুহাম্মদ;
এমন শাসক তিনি, ন্যায়ের শাসক
সমগ্র জাতিকে
রাজকীয় স্রোতের ধাক্কায়
কেমন যাচ্ছেন নিয়ে সুউচ্চ সীমায়
তার সেই অগ্রযাত্রা, নাম নেয়
একটি স্বদেশ
নগরের জন্ম হয় তাঁর পদতলে।
অবাধ গতিতে চলে স্রোতধারা
দূরে বহুদূরে,
জীবনের আলো জ্বলে,
সুউচ্চ চূড়ার পরিসরে।"

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং আল্লাহর রাসুল। তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপায়নের মাধ্যমে। গোটাবিশ্বের মানবজাতি তথা শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তাঁর সত্য সুন্দর আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে কৃতার্থ হয়েছেন। এই ব্যাপারে আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কম অগ্রসর নন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বেশ কিছু অসাধারণ বাণী বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন নিম্নে সেগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো :

কবিগুরুর নিকট চাওয়া নবী দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সূর্যের মতো প্রচণ্ড আলোকের আধার বলে মন্তব্য করেন। অন্যত্র তিনি বলেন, "মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড-খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি (নবী) অন্তরের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বের পরম দেবতাকে



www.nagorikpathagar.org

একটি বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করে না রেখে তিনি সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ।[৮]

১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে 'মুম্বাই' শহরে একটি সমাবেশ হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন মির্জা আলী আকবর খাঁন । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভাতে ইসলামের আদর্শ-মহত্ত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে একটি অপূর্ব বাণী প্রেরণ করেছিলেন । সভায় তাঁর প্রদত্ত বাণী পড়ে শুনিয়েছিলেন প্রখ্যাত কবি 'সরোজিনী নাইডু' ।

বিশ্বকবি তাঁর বাণীতে লিখেছিলেন : "জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে , ইসলাম ধর্ম তাদের মধ্যে অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল। ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার ধর্ম বিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায় । আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝা পড়া শুধুতো জাতীয় স্বার্থের সাম্প্রতিক উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না। সত্য দ্রষ্টাদের নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপর ও তার নির্ভরতা । সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র এবং মানুষকেও চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন ।[৯]

১৯৩৪ সালে কলকাতা বেতার থেকে পবিত্র-ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাণী প্রচারিত হয় । স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে তিনি এই বাণীগুচ্ছ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে প্রেরণ করেন । বাণীতে লেখা ছিল :

ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি- এই কারণে তার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম । যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ভারতে যে সকল ধর্ম সমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাসিত করতে হয় তাহলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হবে না । আমাদের নির্ভর করতে হবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদের অমর জীবন থেকে চির উৎসারিত । আজকের পূণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সাথে একযোগে ইসলামের মহাঋষির (হযরত মুহাম্মদ (সা.) উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি ।[১০]



www.nagorikpathagar.org

হৃদয়ের অর্ঘ ও বিনয় শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক এর দু বছর পর ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান নয়া দিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার জন্য। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন :

যিনি বিশ্বের মহোত্তমদের মধ্যে অন্যতম সেই পবিত্র পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ পয়গম্বর। এনেছিলেন নিখাঁদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ। সর্বান্ত করণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করেছেন আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেন। তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন, যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার বাতাবরণটি অটুট থেকে যায়।[১১]

## ইন্দিরাগান্ধি

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ভারতের সফল ও শক্তিমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি ১৯৮০ সালে বিশ্বনবীর জন্মদিন উপলক্ষে বলেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন আদর্শ সারাবিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা।[১২]

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অন্যত্র বলেছেন : ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলাম প্রচারে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক নবতর ধারণার উন্মেষ ঘটেছে।[১৩]

## ভেঙ্কট রত্নম

প্রখ্যাত মনীষী প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম মহানবী (সা.) সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন : মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র ছিল পূর্ণাঙ্গ ও কলংকহীন এবং কতক ব্যাপারে যীশু খৃষ্টের চেয়ে উন্নততর। মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজেকে ভগবানের সমান মনে করেননি। তাঁর অনুসারীরা কখনও একবারের জন্যও বলে না যে তিনি শুধু একজন মানুষবেশী আর কিছু ছিলেন, তারা কখনও তাঁর উপর ঐশী সম্মান আরোপ করে না।



www.nagorikpathagar.org

নবী (সা.) সব সময়ই ভগবানেরই প্রেরিত পুরুষ মাত্র বলেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কতক দিক থেকে যীশু খৃষ্টের চেয়ে মুহাম্মদ (সা.) মানুষের কাছে উন্নততর দৃষ্টান্ত পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষনেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালোবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদী জীবন যাপন করে গেছেন। যীশু খৃষ্টের বৈপিরীত্যে তিনি কঠোর পরীক্ষায়ও কখনও অভিযোগ করেন নি। কখনও ভগবানে অবিশ্বাসের একটি শব্দও উচ্চারণ করে বলেননি- "হে প্রভু! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করছ! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সহচরগণকে শিখিয়েছিলেন, পুণ্যকে ভালোবাসতে এবং পাপকে ঘৃণা করতে।

খৃষ্টান জগত ভালো করবে যদি তারা স্মরণ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর ধর্মমত তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এমন এক উদ্দীপনা যা যীশুর নিকট অনুসারীদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিফল হবে। যীশু খৃষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়; তখন তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অরক্ষিত এবং মরণের মুখে অসহায় রেখে ফেলে যায়। এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা তাদের উৎপীড়িত নবীর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে। সুতরাং আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ার অধিকতর মঙ্গল করে গেছেন।[১৪]

অন্যত্র তিনি (প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম) বলেছন : "এটা ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, তারা মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। লোহার তলোয়ার নয়, বরং তাদের সাম্যও ভ্রাতৃত্বই অনেক হিন্দুকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে।"

## ইহুদী সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম

মদিনার বিশিষ্ট ইহুদী সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম মহানবীর পবিত্র চেহারা দেখেই বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর শপথ! এ চেহারা কোনো কপট মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।[১৫]

## আল্লামা জামী

বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা জামী বলেছেন :

"ইয়া সাহিবাল জামালি, ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার



www.nagorikpathagar.org

বি-ওয়াজহিকাল মনীরি লাকাদ নাওয়ারাল কামার
লা যুমকিনুহু ছানাউ কামা কানা হাক্কুহু -
বা'দ আয খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিসসা মুখতাসার।
অর্থ-

"হে মোর সুন্দরতম! হে নবরতন!
চাঁদেরে দিয়েছ জ্যোতি তোমারই আনন।
অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার
সংক্ষেপে খোদার নীচে তোমারি আসন।"[১৬]

## ENCYCLOPAEDIA OF BRITANICA

বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক মানবাধিকারের সফলনির্মাতা স্বার্থক সমাজ সংস্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দান করে "ENCYCLOPAEDIA OF BRITANICA" এ উল্লেখ করা হয়েছে :

"Of all the greatest religious persons of the world the prophet (Sm) was the most successful.

পৃথিবীর ধর্মনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)[১৭]

## জন অষ্টিন

'জনআষ্টিন' তাঁর বিখ্যাতগ্রন্থ "MOHAMMAD THE PROPHET OF ALLAH" এ বলেন : "এক বছরের কিছু বেশী সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় শাসন দণ্ড পরিচালনা করেছিলেন, যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল মহা আলোড়ন।"[১৮]

## ডাক্তার মিকিলিস

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডাক্তার মিকিলিস বলেছেন : "যাঁহার প্রতিভা পরবর্তী বংশ পরম্পরায় সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।"[১৯]

## ভবেশ রায়

বিখ্যাত জীবনীকার 'ভবেশ রায়' বিরচিত 'শত মণীষীর কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শুরুতেই লিখেছেন :



www.nagorikpathagar.org

সমগ্র আরব যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখনই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রহমত হিসেবে শান্তির বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীতে।'

ভবেশ রায় আরও বলেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন একজন মহামানব।... সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সংকল্পে দৃঢ়তাই তাঁর জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করেছে। তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, সদাশয় মানব, অসীম দয়ার আধার, আপন-পর শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান করুণা। প্রাণঘাতি শত্রুকেও তিনি হাতে পেয়ে ক্ষমা করেছেন। দারিদ্র ছিল তাঁর গৌরব এবং দরিদ্রের সেবাই তাঁর জীবনের ছিলো ব্রত। মানব জীবনে ধর্ম ও কর্মের এমন অদ্ভুত সমাবেশ জগতে বিরল।[২০]

## চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়া

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবে বিশ্ব সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মহাসড়ক সংস্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়ার একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে :

It was the prophet who laid the foundation stone of that vast edifice of englightment and civilizaton which has adorned the world since his time. The muslim's were commanded by the quran to say, O God increase my knowledge is the birth. Right of the fainthful, take wherever you find it, such were the seeds which grew into trees whose branches spread to Baghdad. Sicily, Egypt and spain, and whose fruits and enjoyed to this day by modern Europe.

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে সুবিশাল অট্টালিকার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তা তাঁর সময় থেকেই পৃথিবীকে অলংকৃত করে আসছে। কুরআন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এই মোনাজাত করতে; হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো, এবং তাদের উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী হচ্ছে : জ্ঞান হচ্ছে মুমিনের জন্মগত অধিকার, যেখানেই তোমরা তার সন্ধান পাও তা গ্রহণ করো। এমনটাই ছিল সেই জীবগুলো যা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় এবং যার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে বাগদাদ, সিসিলি, মিসর ও স্পেনে এবং আজকে যার ফলগুলো ভোগ করছে আধুনিক ইউরোপ। স্থূলভাবে নবম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অসভ্য ইউরোপের



www.nagorikpathagar.org

সুবিজ্ঞ শিক্ষাগুরু বলা যেতে পারে ।... প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতকুল হতে প্রাপ্ত দর্শন, ভৈষজ্য-শাস্ত্র, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ভূগোল, ইতিবৃত্ত, ব্যাকরণ, ব্যাকালংকার, সুললিত কবিত্বকলা বহু আরব্যগ্রন্থে প্রণীত হয়ে জগতে প্রচারিত হয় । যতদিন পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় শিক্ষানুরাগ থাকবে, ঐ সকল গ্রন্থরাজির অনেক গ্রন্থ বিরাজমান থেকে জ্ঞান বিস্তার করবে ।[২১]

## মাইকেল এইচ, হার্ট

বর্তমান বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি গ্রন্থের নাম 'দি হ্যান্ড্রেড' পুরো নাম "THE 100-A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY" লেখক মাইকেল এইচ,হার্ট ঐতিহাসিক, অংকবিদ ও জ্যোতিবিজ্ঞানী । বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনার পর তিনি তাঁদের মধ্য থেকে সর্বকালের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন সেরা ব্যক্তিত্ব বাছাই করে তার উপরোক্ত গ্রন্থে তাঁদের নাম সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মানব সভ্যতায় তাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছেন । বিশ্বের এই ১০০ জন সেরা ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষদেশে এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম উল্লেখ করেছেন, এই সম্পর্কে তাঁর (লেখকের) প্রজ্ঞাপূর্ণ যৌক্তিক অভিমত হলো :

My choice of Mohammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may by question E.D. By others, But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

"বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের তালিকায় আমি মুহাম্মদ (সা.) কে শীর্ষে স্থান দিয়েছি, যা অনেককে বিস্মিত এবং কাউকে কৌতূহলী করতে পারে । তবে তিনিই যে ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সাফল্যে সফল তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই ।

প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর অন্যতম মহান ধর্মের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা । তিনি মানব জীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে ফলপ্রসূ একজন রাজনৈতিক নেতা । আজ তাঁর মৃত্যুর তেরশত বৎসর পরও তাঁর প্রভাব সমানভাবে শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী ।

আরবের বেদুঈন উপজাতিদের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি আছে । কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি সামান্য, তারা ছিল অনৈক্য আর পরস্পর আত্মবিনাশী যুদ্ধে লিপ্ত । উত্তরাঞ্চলের স্থিতিশীল রাজ্যসমূহের ছিল বিরাট সৈন্যবাহিনী, সেই তুলনায় তাদের কিছুই ছিল না । ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুহাম্মদ (সা.)



www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর এই ক্ষুদ্র আরব বাহিনী মানবজাতির ইতিহাসে একের পর এক চরম বিস্ময়কর বিজয়ের আসনে নিজেদেরকে আসীন করে।... তাঁর (মুহাম্মদ (সা.)। পূর্বে এর এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা আর ঘটেনি। তাঁকে ছাড়া এই সকল বিজয় সংঘটিত হতে পারতো - এরূপ ভাবারও কোনো যুক্তি নেই।

তারপর আমরা দেখতে পাই যে, সপ্তম শতকে আরবদের এই বিজয় এখন মানব জাতির ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা এই উভয় ক্ষেত্রে তুলনাহীন সমম্বয়ের কারণেই আমি মুহাম্মদ (সা.) কে মানব ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করি।[২২]

## JOSEF J. NUMAN

"হযরত ছিলেন বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে দার্শনিক JOSEF J. NUMAN তাঁর ISLAM AND EUROPEAN CIVILIZATION গ্রন্থে বলেছেন : "তাঁরই (হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধর্মনীতি রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রে ও আমেরিকার গণতন্ত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে ইহা একটি বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সমর্থক।[২৩]

## জুলেস ম্যাসারম্যান

জুলেস ম্যাসারম্যান একজন ইহুদী, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইতিহাসের মহামানব নির্বাচনের জন্য তিনি তিনটি মূলনীতি তুলে ধরেন। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

নেতাকে অবশ্যই একটি সামাজিক অর্গেনাইজেশন গড়ে তুলতে হবে, যে অর্গেনাইজেশনের প্রত্যেক সদস্য তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তাবোধ করবে।

নেতাকে নেতৃত্বের সকল কল্যাণধর্মী গুণ অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

নেতাকে তার অনুসারীদের অন্তত একসেট বিশ্বাস উপহার দিতে হবে।

তিনি তাঁর উদ্ভাবিত এই তিনটি মূলনীতিকে ভিত্তি করে ইতিহাসে উল্লেখিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের আলোচনা করে বললেন : "ইতিহাসের সকল সময়ের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মহামানব হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। যিনি এই তিন মূলনীতির সবকটি দাবী পূরণে সফল হয়েছেন। মুসাও সফল তবে ততটুকু নন।[২৪]



www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি কোনো রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মতো এত দূরদর্শিতার সাথে এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি; তাই আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী প্রফেসর জুলস ম্যাসারম্যান বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "সম্ভবত : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)[২৫]

## মহাত্মাগান্ধী

ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মগান্ধী বলেন : "সমৃদ্ধির যুগেও ইসলাম ছিল পর ধর্মের প্রতি সহনশীল। ইহা একদিন সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছিল। পাশ্চাত্য যখন অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত তখন পূর্ব আকাশে এক ভাস্কর তারকা (মুহাম্মদ (সা.) উদিত হয়ে বেদনায় আর্ত পৃথিবীকে আলো, সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করেছিল। ইসলাম মিথ্যায় পরিপূর্ণ ধর্মমত নয়। হিন্দুরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করুক, তাহলে তারা আমারই মতো ইসলামকে ভালোবাসবে। পরের কথা না শুনে আমি স্বয়ং বিশ্বনবী বা আখেরী নবীর জীবনী পাঠ করি।[২৬]

অন্যত্র মহাত্মাগান্ধী বলেছেন : "অনুচরদের (সাহাবী)জীবনী থেকে আমি খোদ নবীর জীবনে উপনীত হলাম। যখন দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হলো, তখন দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে, সেই মহৎ জীবন সম্পর্কে আর কিছু পড়ার থাকলো না আমার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তরবারি নয় নবীর কঠোর সারল্য, সম্পূর্ণ অহংবিলোপ চুক্তির প্রতি সযত্ন সম্মান, বন্ধুজন ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এবং নির্ভীকতাই ইসলামের আসন অর্জন করেছে।[২৭]

মহাত্মাগান্ধী অন্যত্র বলেন : "পুরোহিত প্রথা আর নয়- নবী মুহাম্মদ (সা.) অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিলেন পুরোহিত প্রথার যাদু। আল্লাহ ও মানুষের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না ইসলামে। শুরু থেকেই তা ছিল এক গণতান্ত্রিক ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোনো প্রথা। কুরআন পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই প্রবেশ অধিকার ছিল। ঐশীবাণীতে যা ব্যাখ্যাতো হতো মুক্তভাবে, ধর্মসভার স্বেচ্ছা সীমিতকরণ ব্যতিরিকেই। এই দিক থেকে ইসলাম খৃষ্ট ধর্মের অনুরূপ কোনো সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেনি। বস্তুত : যে গণতান্ত্রিক ধারণা ইসলামে প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে খৃষ্ট ধর্মে তার সূচনা হলো মাত্র জাতীয়তাবাদ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে।[২৮]



www.nagorikpathagar.org

## কবি ও সাহাবী হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)

কবি ও সাহাবী হাস্‌সানবিন সাবিত বলেছেন :

"তোমার মতো সুন্দরতম
দৃষ্টি আমার হেরিনি কভু,
তোমার মতো সুশ্রী সন্তান
কোনো মা প্রসব করেনি আজও ।[২৯]

## জন মিল্টন

প্যারাডাইস লষ্টের বিখ্যাত কবি জন মিল্টন বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা এবং মিসরের অনেকাংশ থেকে। সর্বাংশেই যারা আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত প্রবক্তাদের মনের উপর মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম শক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাবে অতীতে যে অন্যান্য সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থায়ও সৃষ্টিকে স্রষ্টায় স্থাপন করার অভিজ্ঞতা লাভে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবুও তার অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে আনাকে ঠেকিয়েছে এবং কোনো দৃষ্টিগোচর মূর্তি দ্বারা উপাস্যের জ্ঞানালোকিত ভাব রূপকে কখনও কলংকিত না করেই তারা গোড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছে। আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ এবং আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ (সা.) এই হলো ইসলামীত্বের সহজ ও অপরিবর্তনীয় ঘোষণা ।'[৩০]

## বারট্রান্ড রাসেল

হেরা গুহায় যে উজ্জ্বল আলোক প্রভা বিকিরণ করেছিল বিশ্ব জাহানে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে করেছিল আলোর দিশারী তা জ্ঞানতাপস, সত্যাশ্রয়ী ও সাধকগণকে অভাবনীয় চুম্বকীয় আকর্ষণে স্বভাবতই টেনে নিয়ে গেছেন গভীর আত্মদর্শনে তাই তো 'HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY' গ্রন্থে বিখ্যাত পণ্ডিত 'বারট্রেন্ড রাসেল' বলেন : "পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলেই আমরা ৬৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে অন্ধকারের যুগ বলে থাকি। অথচ সেই সময়েই ভারত হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটে ।'[৩১]



www.nagorikpathagar.org

## ইবনে সামুরাহ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রখ্যাত সাহাবী (সহচর) জাবির ইবনে সামুরাহ (রা:) বলেন : "এক চাঁদনী রাতের কথা, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিরীক্ষা করছি। আমি কখনও তাঁর দিকে তাকাচ্ছি কখনও চাঁদের দিকে। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, তিনি (রাসুল (সা.) চাঁদের চাইতেও অধিকতর সুন্দর, সুশ্রী ও নূরময়।"[৩২]

## স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ খ্রি. আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। হিন্দু ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের উপর ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও সহিষ্ণু মনোভাব। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে তিনি জানান অভিনন্দন এবং এই আদর্শ নীতিকে অন্যান্য ধর্মের এমনকি হিন্দু ধর্মের চেয়েও উচ্চে স্থান দেন। আমেরিকায় দেয়া তাঁর ঐ বক্তৃতায় তা উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার রাজার নিকট হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয় আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তুলনা করিয়া দেখ।

আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনারী হঠাৎ কোনো গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিবে। আমাদের এতো উচ্চ দর্শন শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময় আচরণের সময় আমরা কিরূপ করিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মতো জাতি বা বর্ণবিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বর প্রেরিত অবতার (PROPHET) হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্ণ পরবর্তী তিনজন মহাপুরুষের মধ্যে মহানবী (সা.) কে উচ্চ মর্যাদার আসন দেন। এমন কি আমেরিকার 'স্যানফ্রান্সিস্কোতে' ১৯০০ খ্রি. ২৫ মার্চ তিনি (স্বামী বিবেককানন্দ) তার উপর



www.nagorikpathagar.org

একটি চমৎকার বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা উপস্থাপন করা হলো :

'বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মুহাম্মদ (সা.) এই তিনজনের প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রবর্তন করিয়া তাহা চূড়ান্ত ভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবু আমরা বলতে পারি, কৃষ্ণ পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন যদিও তাঁহার বাণীই প্রাচীনতম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রগতি তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আজ সায়াহ্নে আরবের মহাপুরুষের বিশেষ কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মুহাম্মদ (সা.) যৌবনে ধর্ম বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন বলিয়া মনে হয় না; অর্থোপর্জনেই তাঁহার ঝোক ছিল। তিনি সৎ স্বভাব ও অতিশয় প্রিয়দর্শন যুবক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এক ধনী বিধবা এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর যখন মুহাম্মদ (সা.) আধিপত্য লাভ করেন তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিলেন। পত্নীদিগের মধ্যে কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি প্রথমা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন; তিনিই আমাকে প্রথম বিশ্বাস করেন। মেয়েদের মন বিশ্বাসপ্রবণ। ...স্বাধীনতা লাভ কর, কিন্তু নারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি হারাইও না।"

পাপাচরণ পৌত্তলিকতা, উপাসনার নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, নরবলি প্রভৃতি দেখিয়া মুহাম্মদ (সা.) এর মন ব্যথিত হইল। খৃষ্টানদের দ্বারা ইহুদীরা অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা মুহাম্মদ (সা.) এর স্বদেশীগণ অপেক্ষা আরও অধঃপতিত হইয়াছিল।

আমরা সর্বদাই তড়াহুড়া করি। কিন্তু মহৎ কাজ করিতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। ...দিবা-রাত্রি প্রার্থনার পর মুহাম্মদ (সা.) স্বপ্নে অনেক কিছু দর্শন করিতে থাকেন। জিবরাইল (এঅইজওউখ) আবির্ভূত হইয়া মুহাম্মদ (সা.) কে বলেন যে, তিনি সত্যের বার্তাবহ। দেবদূত তাঁহাকে আরও বলেন যীশু মুসা ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের বাণী লুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি মুহাম্মদ (সা.) কে ধর্ম প্রচারের আদেশ করেন। খৃষ্টানেরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসিকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করিতেছিলেন দেখিয়া মুহাম্মদ (সা.) বলিলেন, "আমাদের ঈশ্বর এক। যাহা কিছু আছে, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাহারও তুলনা হয় না।"



www.nagorikpathagar.org

"ঈশ্বর ঈশ্বরই; এখানে কোনো দার্শনিকতা বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নাই। আমাদের আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সা.) ই তাঁহার রাসুল।" মক্কার রাস্তায়-রাস্তায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন।...মক্কার লোকেরা তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে, তখন তিনি মদিনা শহর চলিয়া গেলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সমগ্র আরব জাতি ঐক্যবদ্ধ হইল। আল্লাহর নামে মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম জগৎ প্লাবিত করিল কি প্রচণ্ড বিজয়ী শক্তি!...

আপনাদের ভাবসমূহ খুব কঠোর আর আপনারা খুবই কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশবর্তী! এই বার্তাবহগণ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসেন, নতুবা তাহারা কিভাবে এত মহান হইতে পারিয়াছিলেন? আপনারা প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আমাদের প্রত্যেকেরই দোষ ত্রুটি আছে। কাহার না আছে? ইহুদীদের অনেক দোষ আমি দেখাইয়া দিতে পারি। দুর্জনেরা সর্বদাই দোষ ত্রুটি খোঁজে।...মাছি ক্ষত অন্বেষণ করে আর মধু মক্ষিকা শুধু ফুলের মধুর জন্য আসে। মক্ষিকাবৃত্তি অনুসরণ করিবেন না, মধু মক্ষিকার পথ ধরুন।...

পরবর্তী জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনেক পত্নী গ্রহণ করেন। মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে দুইশত পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। আপনাদের মতো দৈত্যকে এক পত্নী গ্রহণ করিতেও আমি অনুমতি দিবনা। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত তাঁহাদের কার্যধারা দুর্জ্ঞেয়। তাহাদিগকে বিচার করিতে যাওয়া আমাদের অনুচিত। খৃষ্ট বিচার করিতে পারেন মুহাম্মদ (সা.) কে। আপনি আমি কে? শিশুমাত্র। এই সকল মহাপুরুষকে আমরা কি বুঝিব?

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম আর্বিভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে। ...তাঁহার প্রথম বাণী ছিল সাম্য। ...একমাত্র ধর্ম আছে তাহা প্রেম। জাতি, বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও! সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল।... সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরল; স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। শুন্য হইতে তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।...

মসজিদগুলো প্রোটেষ্ট্যান্ট গির্জার মতো...সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতিকৃতি এখানে নিষিদ্ধ। এক কোণে একটি বেদী। তাহার উপর কুরআন রক্ষিত হয়। সব লোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, কোনো পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নাই ...যে নামাজ পড়ে সেও শ্রোতামণ্ডলীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। এই ব্যবস্থার কতকাংশ



www.nagorikpathagar.org

সুন্দর। ...এই প্রাচীন মহাপুরুষেরা সকলেই ছিলেন ঈশ্বরের দূত। আমি নতজানু হইয়া তাঁহাদের পূজা করি, তাহাদের পদধুলি গ্রহণ করি।[৩৩]

স্বামী বিবেকানন্দ অন্যত্র বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পয়গাম্বর সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের; সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের।"[৩৪]

মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ অন্যত্র বলেন : " ইউরোপে সর্বপ্রধান মণীষীগণ- ইউরোপের ভল্টেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ক্লমারিয়ঁ, ভিক্টর হুগো বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত; অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক, দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার প্রত্যেকটিই ক্রীশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ক্রীশ্চানীর শক্তি থাকত তাহলে পাস্তের (PASTEUR) এবং ককে'র' (KOCH) ন্যায় সকলকে জীবন্ত পোড়াতো এবং ডারউইন কল্পদের শূলে দিত।... এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য শিক্ষকেরা ও (তাদের নিকট) সম্মানিত।[৩৫]

তিনি আরও বলেছেন : ..."তাহার পর আসেন সাম্যের দূত মুহাম্মদ। তুমি প্রশ্ন কর, তাহার ধর্ম কি ভালো আছে? যদি তাহাতে ভালো না থাকে, তবে কিরূপে সে বাঁচিয়া থাকে? কেবল ভালই বাঁচে, কেবল তাহাই টিকিয়া থাকে। এক অপবিত্র লোকের জীবন, এমনকি এই জীবনেও (ইহকালেও) পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘতর নয়? নিঃসন্দেহে কারণ পবিত্রতা শক্তি সৎভাব শক্তি। মুসলমান ধর্ম কিরূপে বাঁচিয়া রহিল? যদি তাহার শিক্ষায় কিছু ভালো না থাকে? তাহাতে অনেক ভালো আছে।[৩৬]

## "ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS

"ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS" এর "TOLARATION" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলেছেন : "প্রতিদ্বন্দ্বী



www.nagorikpathagar.org

ধর্মবিধিসমূহের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিয়া আদি হইতেই ইসলাম অমুসলমানদিগের প্রতি উদার ব্যবহারের জন্য এক শাস্ত্রীর ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।[৩৭]

## আর্নেষ্ট রেনন

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক EARNEST RENAN বলেন :

"অন্যান্য ধর্ম যেমন রহস্যাবৃত দোলনায় লালিত হয়েছিল, ইসলামের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোকে। ইসলামের শিকড়গুলো ভূপৃষ্ঠের দৃশ্যমান স্তরে গ্রোথিত এবং তার প্রবক্তা ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারকদের মতোই আমাদের কাছে সুপরিচিত।[৩৮]

## A.P.SCAT

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সংস্কারের জন্য মুসলমানরা তথা আরবরা জ্ঞানের নানা শাখায় উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এজন্য A.P.SCAT বলেছেন :

Modern science unquestionably ows every thing to Arab genious.

"সন্দেহাতীতভাবেই আরবীয় প্রতিভা আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শাখার উদ্ভাবক।[৩৯]

## নেপলিয়ন বোনাপার্ট

ফরাসীর শ্রেষ্ঠতম বীর সিপাহসালার এবং ফরাসী জাতির গর্বিত সম্রাট নেপলিয়ন বলেন :

Muhammad (Sm) Declared that there was none but one God, who had no father, no son and trainity imported the idea of Idolatry - I hope the time is not far off when I when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform religion based on the principles of the Quran, which alone are true an which alone can lead men to happiness.

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘোষণা করলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তার কোনো পুত্র নেই। ত্রিত্ববাদই পৌত্তলিকতার ধারণা আমদানী করেছে। আমি আশা করি, সেদিন বেশী দূরে



www.nagorikpathagar.org

নয় যেদিন আমি জগতের সকল দেশের সকল জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবো এবং সংস্থাপন করতে পারব কুরআনের নীতিমালার ভিত্তিতে একটি অবিচল সরকার। কুরআনের নীতিগুলোই কেবল সত্য এবং এই নীতিমালাই কেবল মানবজাতিকে সুখের পথে পরিচালিত করতে পারে।"[৪০]

অন্যত্র নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এমন এক রাজা, যিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাহার চতুস্পার্শ্বে সমবেত করেন। অল্প কয়েক বৎসবের মধ্যে তাঁহার অনুসারীগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করেন। উহারা ১৫ বৎসরে অধিকতর আত্মাকে মিথ্যা দেব-দেবী হইতে ছিনাইয়া আনেন অধিকতর দেব মূর্তিগুলি ধুলিস্মাৎ করে অধিকতর পৌত্তলিক মূর্তি ধ্বংস করে যাহা পনর শত বৎসরেও মুসা এবং যীশু খৃষ্টের অনুসরণকারিগণ করিত পারে নাই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে বস্তুত একজন ঈশ্বর বলা যাইতে পারিত যদি তিনি যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তুতি ঘটনাচক্র দ্বারা না ঘটিত। যখন তিনি আবির্ভূত হন তখন আরবগণ বহু বৎসর ধরিয়া ঘরোয়া যুদ্ধে জর্জরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অন্য জাতিরা যাহা কিছু বড় দেখিয়াছে তাহারা সেই সকল সংকট হইতে মুক্ত হইয়া তাহাই দেখিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পুনরায় নবীনত্ব লাভ করিয়াছিল।[৪১]

নেপোলিয়নের 'অটোবায়োগ্রাফীতে' উল্লেখ রয়েছে :

আমি প্রশংসা করি স্রষ্টার এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এক মহান ব্যক্তি।[৪২]

## টর আঁদ্রো

বিখ্যাত চিন্তাবিদ 'টর আঁদ্রো' 'MUHAMMAD' নামক গ্রন্থে বলেছেন : "আমরা যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি সুবিচার করি, তাহলে একথা আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, আমরা খৃষ্টানরা সজ্ঞানভাবে অথবা অচেতনভাবে স্বীকার করি, বাইবেলের স্বর্গীয় বাণীতে আমরা যে অদ্বিতীয় ও সুউচ্চ চরিত্রের দর্শন পাই, মুহাম্মদ (সা.) সেই ধরণের চরিত্র।[৪৩]



www.nagorikpathagar.org

## ঐতিহাসিক লেনপুল

মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচারের মহান মিশনে এত বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিলেন, তার কারণ আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিল দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও নির্ভরতা সেই সঙ্গে পূর্ণ তাকওয়া। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, মানবতাবাদী, ন্যায়পরায়ণ এক সম্পূর্ণ মানুষ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাই বলতেন এবং নিজেও তা বাস্তবায়িত করতেন। কথা ও কাজের গরমিল তাঁর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। এ কারণে বিশ্বনবী (সা.) বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করেছেন, নিজের জুতা সেলাই করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন কোনো কাজই নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় হলো : অসত্য, কুফরী, অজ্ঞতা, মোনাফেকী আর নীচতা। বিশ্বনবী হয়েও তিনি একজন আদর্শ মানুষ, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা এবং উম্মতের আদর্শ অভিভাবক ছিলেন।

তাই তো THE SPEECHES AND TABLE TALK OF MUHAMMAD গ্রন্থে STANELY LANE POOLE বিমুগ্ধ চিত্তে বলেছেন :

"He was the most faithful protector of those he protected. The sweetest and most agreeable in conversation. Those who saw him were suddenly filled with reverence; those came near him loved him. They who descrived him would say:

I have never seen him like either before or after, he was of great taciturnity but when he spoke it was with emphasis and deliberation and nobody could forget what he said.

তাঁর বিশ্বস্ত সাথীদের তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত রক্ষক, তাঁর কথা- বার্তা ছিল সুমিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক। তাঁকে যেই দেখতো, পরম শ্রদ্ধায় সে হতো আপ্লুত; তাঁর সান্নিধ্যে যে কেউ-ই আসতো সে-ই তাঁকে ভালোবাসতো, তাঁর রেওয়ায়েতকারীরা বলতেন; তাঁর মতো আর কাউকে কখনও দেখিনি। তিনি ছিলেন নিতান্তই অল্পভাষী কিন্তু যখন তিনি কথা বলতেন, গুরুত্ব ও বিচার বিবেচনা করে বলতেন। তিনি যে সকল কথা বলতেন, কেউ তা ভুলতে পারতো না।"

এমনি অসামান্য গুণাবলী ও অনুপম ঐশ্বর্যের আধার ছিলেন প্রিয়নবী (সা.), তাঁর সৎ, কল্যাণময় এবং করুণাসিক্ত মহান আদর্শের তুলনা বিরল। পতিত



www.nagorikpathagar.org

মানবতা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে সেই আদর্শের সুশীতল ছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছে।"[৪৪]

তিনি আরও বলেছেন :

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন যুদ্ধে কোনো সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকবে এবং বৃদ্ধদেরকে যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম, কিশোর (শিশু) অথবা নারীদেরকে হত্যা করবেনা। যুদ্ধ লব্ধ মালামাল আত্মসাৎ না করে তা সংরক্ষণ করবে। নিজেরা কলহে লিপ্ত হবে না, নিজেরা নিজেদের প্রতি সহনশীল হবে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসবে।[৪৫]

লেনপুল তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) বলতেন, আমি যখন ধর্ম বিষয়ে তোমাদেরকে কোনো উপদেশ দেই তখন আমি নবী হিসেবেই দেই এবং তোমরা তা গ্রহণ করো আর যখন পার্থিব বিষয়ে উপদেশ দেই, তখন আমি মানুষ ছাড়া কিছুই নই[৪৬]

অন্যত্র লেনপুল লিখেছেন : "পরম শত্রুর উপর মুহাম্মদ (সা.) এর সেই চূড়ান্ত বিজয়ের (মক্কা বিজয়) দিনটি ছিল আপন চিত্তের উপরও একটি সুমহান বিজয়ের দিবস। যে কুরাইশরা বছরের পর বছর তাঁকে অমানসিক অত্যাচার আর নির্দয় ভ্রুকুটিতে জর্জরিত করেছে; সেই কুরাইশদের তিনি অকাতরে ক্ষমা করেন এবং সমগ্র মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। জঘন্যতম শত্রুর শহর মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করার দিন কেবল চারজন অপরাধী প্রাণদণ্ডাজ্ঞার তালিকায় স্থান পেয়েছিল; কারণ ন্যায়ের চোখে তারা ছিল দণ্ডনীয়। তাঁর সৈন্যরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণ এবং দর্পহীন গাম্ভীর্যের সাথে শহরে প্রবেশ করে; কোনো ঘরবাড়ী লুট হয়নি। কেবলমাত্র একটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে গেল। কাবা শরীফে প্রবেশ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একে একে তিনশত ষাটটি মূর্তির সম্মুখে গিয়ে তাদের প্রতি লাঠি উঁচিয়ে বললেন, 'সত্য সমাগত এবং মিথ্যা তিরোহিত হয়েছ।" একথা বলার সাথে সাথে তাঁর সঙ্গীরা কুঠারাঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে সমস্ত বিগ্রহ এবং মক্কার সন্নিহিত এলাকার গৃহদেবতাদের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করা হয়। এভাবেই মুহাম্মদ (সা.) 'জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন। যদিও পৃথিবীতে যুদ্ধ বিজয়ের ইতিহাসে কোনো বিজয়ীর প্রবেশ এই ঘটনার সাথে তুলনীয় হতে পারে না।"[৪৭]

বিশ্বনবীর যাবতীয় কার্যাবলী এবং তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, আর চরিত্র মাধুর্য দর্শনে বিমুগ্ধ সত্যদর্শী, মণীষী লেনপুল বলেছেন : "তিনিই সেই



www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি যিনি বছরের পর বছর ধরে নিঃসঙ্গভাবে তাঁহার স্বজাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ সহ্য করেছেন, আবার তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি কর মর্দনের সময় অপরের হাত হতে নিজের হাতকে কখনও প্রথমে সরিয়ে নেননি। শিশুদের পরম প্রিয় সেই ব্যক্তিটি কখনও তাঁর মনোরম লোচনের মৃদুহাসি এবং তাঁর মধুর কণ্ঠের মধুরতর সম্বোধন ছাড়া শিশুদের পাশ দিয়ে যাননি। সেই মানুষটির অকপট বন্ধুপ্রীতি মহান ঔদার্য, অসম সাহসিকতা ও আশাবাদ ইত্যাদি গুণ সমালোচনাকে স্তুতিবাদে পরিণত করে।

তিনি সেই অর্থে একজন ভক্ত ছিলেন যখন ভক্তিই হয় পৃথিবীর সারবস্তু, যা মানব জীবনকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন জগতকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ভক্তির একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তিনি সেই সময়েই একজন ভক্তের বেশে আবির্ভূত হন; এবং তাঁর ভক্তি ছিল মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যে সামান্য কয়েকজন ভাগ্যবান মানুষ একটি বিরাট সত্যকে জীবনের মূল উৎস বিবেচনা করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দূত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আত্মবিস্মৃত হননি এবং তাঁর অস্তিত্বের নির্যাস স্বরূপ ছিল যে বাণী সেই বাণীকে তিনি বিসর্জন দেননি। তিনি নিজের দীনতাবোধ হতে উদ্বুদ্ধ মধুর নম্রতা ও বিরাট কর্তব্যানুভূতিসঞ্জাত মর্যাদাবোধের সাথে তাঁর জাতির নিকট আপন বার্তা বহন করে এনেছিলেন।[৪৮]

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক, STANLEY LANE POOLE অন্যত্র বলেছেন : "ধর্ম ও সাধুতার প্রচারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন।"[৪৯]

ঐতিহাসিক লেনপুল আরও বলেছেন : "এই পুরুষের (মুহাম্মদ (সা.) চরিত্রে এমন একটি রমণী সুলভ কোমলতাও বীরোচিত দৃঢ়তা জড়িত যে, যে তার চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করতে অগ্রসর হয়, তার বিচার শক্তি তাঁর চরিত্র মাধুর্যে অজ্ঞাতসারে ভক্তি এমন কি প্রেমে আপ্লুত হয়ে উঠে।[৫০]

স্টেনলি লেনপুল আরও বলেছেন : "তিনি (মুহাম্মদ (সা.) কল্পনার অদ্ভুত শক্তিতে, হৃদয়ের উচ্চতায়, অনুভূতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন বিশিষ্ট। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় পর্দার অন্তরালে কোনো কুমারীর চেয়েও অধিক শিষ্ট ছিলেন তিনি। অধস্তনদের কাছে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রশ্রয়দানকারী এবং তাঁর আনাড়ী ছোট্ট বালক ভৃত্যটি যাই করুক না কেন তার জন্য তাকে কখনো তিরস্কৃত হতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ভৃত্য হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন,



www.nagorikpathagar.org

'দশ বছর নবীজির কাছে আমি ছিলাম, এর মধ্যে আমার প্রতি কখনো 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি তিনি। নিজ পরিবারের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই স্নেহশীল। ছেলে-মেয়েদের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন তিনি। রাস্তায় তাদের দাঁড় করিয়ে তাদের ছোট মাথায় দিতেন হাত বুলিয়ে। জীবনে কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেননি (যুদ্ধের সময় ব্যতীত)। সবচেয়ে খারাপ বাক্য যা কথাবার্তায় কখনো ব্যবহার করেছেন তা ছিল 'তার কি হয়েছে? তার কপাল কাদায় আচ্ছন্ন হয় যেন।' (তিনি বলতেন) কোনো একজনকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত হয়েছি মানবজাতির কল্যাণকারীরূপে। অসুস্থদের তিনি দেখতে যেতেন, কোনো শবযানের সম্মুখীন হলে, তিনি অনুগমন করতেন তার গোলামেরও খানার দাওয়াত গ্রহণ করতেন তিনি, সেলাই করতেন তাঁর নিজের পোশাক, ছাগীর দুগ্ধ দোহন করতেন নিজের সেবা নিজেই করতেন, সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন হদিস। অন্য কারো হাত থেকে কখনো নিজের হাত আগে টেনে নেননি এবং অন্য লোকটির ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিজে ঘুরে দাঁড়াতেন না।'[৫১]

## দেল্যা মারটিন

ফরাসী ঐতিহাসিক প্রখ্যাত লেখক প্রফেসর আলফ্রেড দেল্যা মারটিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম প্রবর্তক, আইন প্রণেতা, সেনানায়ক, মতোবাদ বিজয়ী, যুক্তিসংগত ধর্ম মতের সংস্থাপক, মূর্তিবিহীন ধর্ম মতের প্রবর্তক কুড়িটি পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মুহাম্মদ (সা.)। মানুষের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করার জন্য যতগুলো মাপকাঠি রয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করি সেগুলো দিয়েও যাচাই করলে তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর আছে কি?[৫২]

অন্যত্র প্রফেসর দেল্যা মারটিন বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) বিনম্র, তবু নির্ভীক, শিষ্ট তবু সাহসী, ছেলে- মেয়েদের মহান প্রেমিক তবুও বিজ্ঞজন পরিবৃত। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞপুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, প্রতিকূল ঘটনায় বা সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা দারিদ্রে, শান্তিকালে বা যুদ্ধে অবিচলিত, দয়ার্দ্র, অতিথি পরায়ন এবং উদার, নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা



www.nagorikpathagar.org

শপথের বিরদ্ধে, ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনী, কুৎসা রটনাকারী, অপব্যয়ী ও অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এ জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে। ধৈর্যে বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায় পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা (নামাজ) অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্ম প্রচারক।" তথ্য : HISTORY OF THE TURKEY[৫৩]

দেল্যামাটিন আরও বলেছেন : যদি উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব উপায়-উপকরণের ক্ষুদ্রতা এবং বিস্ময়কর ফলাফল এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবীয় প্রতিভার বিচার করা হয় তবে আধুনিক ইতিহাসে মুহাম্মদের (সা.) সমতুল্য মহামানব আর কে আছেন? বেশির ভাগ বিখ্যাত ব্যক্তিরা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন কিংবা আইন প্রণয়ন করেন। তাঁরা যা কিছু প্রতিষ্ঠা করেন তা নিছক পার্থিব বৈ কিছু নয়, কিন্তু সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের চোখের সামনেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই লোকটি শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, বিধি-বিধান রচনা, রাজ্য প্রতিষ্ঠা-জাতি এবং শাসকগোষ্ঠীই তৈরী করেননি, উপরন্তু দুনিয়ার তখনকার এক -তৃতীয়াংশ বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপাস্য, উপাসনার স্থান, ধর্মবিশ্বাস চিন্তাচেতনা এবং তাদের সত্ত্বার পরিবর্তন সাধন করেছে। একটি মাত্র গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে যে গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণ আইনে পরিণত হয়েছে তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক জাতীয়তা সৃষ্টি করেছেন যা সকল বর্ণ ও ভাষার লোককে একই সূত্রের বন্ধনে অবদ্ধ করেছে। আল্লাহর একত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত আছে তথাকথিত দেবতার কল্পিত কাহিনীর বিলুপ্তি। এই ঘোষণা এমনই এক অলৌকিক ঘটনা যে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ এলাকার প্রাচীন মন্দির মূর্তি ধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়ে গেল।[৫৪]

ফরাসী ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত দেল্যা মার্টিন তাঁর THE GREAT RELIGIOUS TEACHER OF THE EAST গ্রন্থে লিখেছেন :

মুহাম্মদ (সা.) এর মতাদর্শ আরবের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে যেভাবে সফলতা লাভ করেছিল, দুনিয়ার আর কোনো ধর্মীয় ইতিহাসে তার তুলনা মিলে না। তাঁর অক্ষয়কীর্তি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর দেশের গোত্রভিত্তিক মানুষের একটি মহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মধ্যযুগের আরব ভূমিতে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান মতোবাদের দ্বারা তা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না।'[৫৫]



www.nagorikpathagar.org

## লিও টলস্টয়

রাশিয়ার প্রখ্যাত লেখক গবেষক ও উপন্যাসিক 'টলষ্টয়' স্বীয় নামে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিতি এবং আজও সমাদৃত হয়ে আছেন। শেষ জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মূল্যবান বাণী (হাদীস) আমূল পরিবর্তন এনেছিল তাঁর মনে প্রাণে। তিনি বলেছেন : "আমি মুহাম্মদ (সা.) থেকে অনেক কিছু শিখেছি তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ভ্রান্তির আঁধারে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি সেই আঁধারে আলো হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ (সা.) এর তাবলীগ ও হেদায়াত যথেষ্ট ছিল।"

রাশিয়ার এই প্রখ্যাত উপন্যাসিকের মৃত্যুর পর তাঁর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল প্রিয়নবী (সা.) এর মহান বাণী সমূহের অনুবাদ।[৫৬]

## ড্রেপার

বিশ্বের মুক্তিদাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষী, ঐতিহাসিক

ড্রেপার (DRAPER) বলেছেন :

The man who of all men has enercysed the greatest upon the human race.

"জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খ্রি. আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণকারী সেই মানুষটি মানব জাতির উপর দুনিয়ার যে কোনো মানুষের অপেক্ষা বেশী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছেন।[৫৭]

ঐতিহাসিক ড্রেপার অন্যত্র বলেছেন : তিনি (মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে অনাবশ্যক ধর্মতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করলেন না; কিন্তু ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতাচারিতা এবং নামাজ, রোজা সংক্রান্ত আইন কানুনের প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুগামীদেরকে সামাজিক উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি বদান্যতা দেখানো এবং তাদের জন্য দান-ধ্যান করাকে সবার উপরে স্থান দিলেন। যে সহনশীলতা ও উদারতা সাধারণত : আজকাল দেখাই যায় না তার পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন যারা প্রকৃতই সৎ ক্রিয়াশীল, তারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন মুক্তি লাভ করবে।[৫৮]

অন্যত্র ড্রেপার আরও বলেছেন : ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় দুনিয়াতে এমন অনেক লোক অতিক্রান্ত হয়েছেন যাদেরকে দুনিয়াবাসী মহাপুরুষ আখ্যা



www.nagorikpathagar.org

দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা মানুষের অন্তর ও চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং দেশ ও জাতির মানচিত্রকে নবরূপ দান করেছেন তাঁরা হলেন পথ প্রদর্শক পয়গম্বর। তাঁদের নাম উচ্চারণ হলেই শ্রদ্ধা সম্মান, ভালোবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে মস্তক অবনত হয়ে যায়। যখন আমরা ইতিহাসের আলোকে এসব পয়গম্বরদের জীবন চরিত নিয়ে চিন্তা করি তখন দেখতে পাই, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য পয়গম্বরদের চেয়ে বিরাট দায়িত্ব নিয়ে এই পৃথিবীর সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য এক সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।[৫৯]

## প্রফেসর শ্রুডার

প্রফেসর শ্রুডার একজন স্বনামধন্য সমুদ্র বিজ্ঞানী তথা মেরীন জিওলোজিষ্ট। তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মের উপরে এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি যে, বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি যা আবিষ্কার করছে, কুরআন তা প্রকাশ করেছে ১৪০০ বছর পূর্বেই। এ পর্যায়ে আমাদের নিজেদের কাছে প্রশ্ন যে, বেদুইনদের মাঝে সমাগত নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা.) কে এই সব জ্ঞান অবগত করালো কে? কোত্থেকে তিনি পেলেন এই নিরেট নির্ভেজাল জ্ঞানের সন্ধান? ইহা সত্য সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত। আধুনিক বিজ্ঞানীরা হোক আর জ্যোতির্বিদ, সমুদ্র বিজ্ঞানী উদ্ভিদবিদ অথবা অন্য যে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। মনে রাখতে হবে তাদের সকলকেই আল কুরআনের বিজ্ঞানের নিকট মাথা নত করতে হবে এবং বিশ্বনবী (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বকে অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে।[৬০]

## এইচ পাইরীনি

বিশিষ্ট অমুসলিম চিন্তাবিদ এইচ পাইরীনি বলেছেন : মানব বিশ্বে একটি শূন্যতা ছিল। বিরাট বিশাল শূন্যতা। মানুষ হতে মানুষ ছিল বিচ্ছিন্ন ও দূর। আরব মরুতে মানবিক ঐক্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে পয়গাম মুহাম্মদ (সা.) দিয়েছেন সে পয়গাম ঐ শূন্যতাকে পূরণ করে ছিলো। মানুষ মানুষের কাছে এল। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে পরিভাষা আজ আমরা ব্যবহার করে থাকি এর ধারণা মুহাম্মদ (সা.) এরই দান।[৬১]



www.nagorikpathagar.org

## আর.বেল

মুহাম্মদ (সা.) জীবনে কোনোদিন এ দাবী করেননি যে, তিনি মুজিযা সংঘটিত করে দেখাতে সক্ষম এ দোহাই দিয়ে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র কোনো নিদর্শন ও কায়েম করেননি। তিনি সর্বদা বলতেন যে সমস্ত আলামত আর নির্দশন আল্লাহর। আর আল্লাহ পাকের কালাম তার উপর নাজিল হওয়াই সবচেয়ে বড় মুজিযা।[৬২]

## ফিলিপ কে হিট্টি

বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক P.K.HITTI বলেছেন : "জগতের সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামই জাতি বর্ণ ও জাতীয়তার বাধা অপসারণ করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে।[৬৩]

পি.কে. হিট্টি বলেছেন : "মুসলমানদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বিসকে উপসাগর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এবং চীন সীমান্ত ও ওরাল সাগর থেকে নীল নদের অববাহিকা পর্যন্ত; এবং আরবের মরু দুলালের (হযরত মুহাম্মদ (সা.) নাম মহামহিম আল্লাহর নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দিনে পাঁচবার দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিমে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের হাজার মসজিদের মিনার থেকে ধ্বনিত হতো।[৬৪]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র P.K.HITTI বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তিনি ছিলেন পয়গম্বর আইনের বিধানকারী, ধর্মীয় ইমাম প্রধান বিচারক, সেনাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপ্রধান।"[৬৫]

বিদগ্ধ পণ্ডিত ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টি বলেছেন : "কোনো দিনই একতাবদ্ধ হতে পারেনি এই আরব সমাজ। সেই আরব সমাজেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) গড়ে তুললেন এক একতাবদ্ধ সমাজ, প্রচার করলেন এমন এক মহান ধর্ম- যা খ্রিষ্টান, ইহুদিসহ সমস্ত ধর্মের প্রভাবকে ম্লান করে দিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলো এবং সারা পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠী মেনে নিলো এই ধর্মের বাণীকে এবং তারা এমন একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করলো যা পরবর্তীতে সভ্যজগতের সমস্ত অঞ্চলগুলো এর প্রভাবমুক্ত হতে পারলো না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদিও কোনো বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেননি তবু তিনি এমন একটা বিখ্যাতগ্রন্থ রেখে গেলেন যা আজও পৃথিবীর বিপুল জনগোষ্ঠী সেটিকে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম-দর্শনের আকরগ্রন্থ হিসেবে সম্মান করে থাকে।[৬৬]



www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষ হলেন মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) যিনি জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সকল সময়, সর্বাবস্থায় একই মানসিকতার ছিলেন। তাঁর চিন্তা, চেতনা কিংবা চাহিদায় কোনো পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে অমুসলিম মনীষী হিট্টি বলতে বাধ্য হয়েছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাসুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করার আগেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতেন। আল্লাহর রাসুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পরেও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করে গেছেন। এখনো আরব ও সিরিয়ায় কোনো কোনো স্থানে যেরূপ কাদা দিয়ে তৈরী ছোটো ছোটো ঘর দেখা যায় রাসুল (সা.) তেমনি কাদা দ্বারা নির্মিত সাধারণ গৃহে বাস করতেন। তাঁর বাসগৃহে ছিলো মাত্র কয়েকটি কক্ষ এবং গৃহের সামনে ছোটো একটা অঙ্গন। এই অঙ্গন পার হয়ে গৃহে প্রবেশ করতে হতো। কখনো কখনো রাসুল (সা.) নিজেই তাঁর ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতেন। যে কেউ যে কোনো সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো।[৬৭]

এই মনীষী ইসলামকে শ্রেষ্ঠধর্ম এবং মুসলমানদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্রষ্টায় সুদৃঢ় বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি বলেছেন : "ইসলামের এই যে, আপোসহীন একেশ্বরবাদ এক মহান প্রভূর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি গভীর বিশ্বাস, ধর্ম হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এ বিষয়টির মধ্যেই নিহিত। একমাত্র মুসলমানদের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে মনে প্রাণে নিজেকে নিবেদনের যে প্রয়াস দেখা যায় তা অন্য কোনো ধর্মে সত্যিই দুর্লভ। মুসলমান সমাজে আত্মহত্যার প্রবণতা নেই বললেই চলে।[৬৮]

নামায সমগ্র বিশ্বে সাম্য-ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা অমুসলিম পণ্ডিত প্রবরের হৃদয়কেও যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে বলেই তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

"নামাজের সময় হলে মুসলিম বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, মক্কা থেকে শুরু করে পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা, সিয়েরাবালিয়ো থেকে ক্যান্টন এবং টোবলস্ক থেকে কেপটাউন পর্যন্ত সব মুসলিম একত্রে জামাতে নামাজ আদায় করছে। নামাজ প্রতিটি মুসলমানের নিত্য ধর্মীয় কর্ম, এক মনে এক দেহে সবাইকে নামাজ পড়তে হবে। ...

যখন নামাজীগণ একত্রে এক লাইনে পরম বিশ্বাসে নামাজে দাঁড়ায়, তখন এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। মরু অঞ্চলের আত্ম সচেতন মানুষের কাছে এই জামাতে প্রার্থনা বড় রকমের প্রভাব ফেলেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ



www.nagorikpathagar.org

নেই। জামাতের নামাজ তাদেরকে সাম্য এবং ঐক্যমতের দীক্ষা প্রদান করেছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন পুরো মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি। জামাতে নামাজ পড়ার এই নিয়ম মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করেছে। নামাজের ময়দান হলো ইসলামের প্রথম ড্রিলের গ্রাউন্ড।[৬৯]

অন্যত্র পি.কে. হিট্টি বলেছেন :

The stage was set, the moment was psychological for the rise of a great religious and national leaders.

'মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েই ছিল এবং সময় ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।[৭০] তিনি আরও বলেছেন : "আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা।[৭১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাফল্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : ithin a brief span of mortal life Muhammad called forth out of unpromising material a nation never united before in a country that was hither to but a geographical expression.

"মরণশীল জীবনের অতি স্বল্প পরিসরে মুহাম্মদ (সা.) অনৈক্য জর্জরিত অনমনীয় এক জনগোষ্ঠীকে এমন এক দেশে এক ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন যা ইতিপূর্বে ছিল শুধুমাত্র একটি ভৌগলিক সংজ্ঞা।[৭২]

হিট্টি বলেছেন :

Thus by one stroke the most vital bond of Arab relationship. That of tribal kingship, was replaced by a new bond. That of faith.

"আরব জাতির একমাত্র বন্ধন গোত্রীয় প্রীতি, একটি মাত্র আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ঈমান (বিশ্বাস) এর স্থান অধিকার করে নিল।[৭৩]

অধ্যাপক হিট্টি আরও বলেছেন :

Himself an unschooled man, Muhammad (Sm) was nevertheless responsible for a book still considered by one eighth of mankind as the embodiment of all science, wisdom and theology.

"নিজে অশিক্ষিত হয়েও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন একটি ধর্মগ্রন্থ প্রদান করেন যা আজও বিশ্বের এক অষ্টামাংশে অধিবাসীদের কাছে সমস্ত বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত।"[৭৪] সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের



www.nagorikpathagar.org

জন্যে মহানবী (সা.) কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এই প্রসঙ্গে হিট্টি বলেছেন : "ভেজাল মিশ্রণ, ওজনে কম দেয়া বেশি নেয়া, ধোঁকা দেয়া প্রভৃতি বন্ধ করনার্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

## প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন প্রখ্যাত বাঙালী রসায়নবিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক, দার্শনিক এবং কবি। তিনি বলেন : "জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমূলক ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত মানব মণ্ডলীকে উদার নীতির এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"[৭৫]

প্রখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন : "হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী নব জাগরিত আরব হৃদয়ে এক নতুন ভাবের প্রেরণা এনে দিয়েছিল।[৭৬]

তিনি অন্যত্র বলেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী নবজাগরিত আরব হৃদয়ে এক নতুন ভাবের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার জীবনকালে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বীজ অংকুরিত হইয়াছিল উহাই উত্তরকালে বাগদাদ সিসিলী, কায়রো ও কর্ডোভা নগরে সমৃদ্ধশালী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে মহামহীরুহ উৎপাদন করিয়াছিল।[৭৭] শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধ্যায় এবং ডা. এম, জহুরুল হক যৌথভাবে রচনা করেন 'এসলাম ও বিশ্বনবী' নামক একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে কলিকাতার মখদুমী লাইব্রেরী প্রকাশ করে। এর ভূমিকা লেখেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি বলেন : "ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, লাঠির কিংবা হিংসার ধর্ম নয় আর মহামানব মুহাম্মদ (সা.) যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা সে সমস্ত বিষয় অতি সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[৭৮]

## ড. এ্যানি বেসান্ত

বিখ্যাত গবেষক ড. এ্যানি বেসান্ত মহানবী (সা.) সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও চমৎকার অজস্র মন্তব্য করেছেন। আমরা সেই বিখ্যাত মন্তব্যসমূহ থেকে যৎসামান্য উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়াস পাব। তিনি বলেছেন : "আরবের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও চরিত্র যিনি অধ্যয়ন করেছেন আর যাই করুন সেই মহানবীকে তিনি



www.nagorikpathagar.org

অবশ্যই ভালোবেসে ফেলবেন ।-মহাস্রষ্টার এ বার্তাবাহী জানতেন কিভাবে জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তা মানুষকে শিক্ষা দিতে হয় । আমি যা বলছি, অনেকেই তা হয়ত জানেন । তবুও যখনই আমি তাঁকে আলোচনা করি, তখনই আরবের সে শক্তিমান শিক্ষকের প্রতি নতুন করে আবার শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় ।[৭৯]

অন্যত্র এ্যানি বেসান্ত বলেছেন : "পরমেশ্বরের মহানুভবতা ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচারিত ধর্মোপদেশের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলবিদ্ধ করতে না পারার জন্যই ইসলামের উপর মাঝে মাঝে সমালোচনার অন্যায় আক্রমণ হয়ে থাকে । পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রায়শই ইসলামকে গোঁড়ামী সর্বস্ব, অপ্রগতিবাদী বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে; আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম ধর্মে মহিলাদের যথোপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দেয়া হয়নি এবং এই দোষারোপও করা হয়ে থাকে যে, ইসলাম ধর্ম বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চিন্তাশ্রয়ী প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান করে না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনার এই তিনটি বিষয়ই হলো প্রধান ।" তিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে আরও বলেছেন : "কি উজ্জ্বল আলোক শিখার স্পর্শে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে তাঁর (মুহাম্মদ সা.) মুখমণ্ডল । ইতিহাসই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সা.) কে আক্রমণকারীরা কত অজ্ঞ । অনেকেই জানে না যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্যতম এই মহামানবের জীবন কত সরল, কত বীরত্বপূর্ণ ও কত মহান ছিল । ...মক্কা নগরীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাঁকে কি নামে জানত? তাহ'ল আল-আমিন' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত । যে মানুষটিকে তারা তাঁর যৌবন বয়স থেকেই তাদের মধ্যে দেখে আসছে, সেই মানুষটিকেই এই বিশেষণে ভূষিত করেছে; এরচেয়ে মহৎ এবং বিশিষ্ট বিশেষণ আর কি হতে পারে, আমার তা জানা নেই; এমন একটি মানুষই যথার্থ বিশ্বাসের পাত্র । তাঁর সম্বন্ধে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি যখন পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীর দরজা থেকে ছুটে এসে তাঁর হাঁটু ও হাত দুখানা জড়িয়ে ধরত । একটি মানুষের মধ্যে শিশুপ্রিয় ও চারপাশের মানুষের পরম বিশ্বাসভাজন 'আল-আমিন'হবার মতো এই দুটি গুণের সমন্বয় আর কার মধ্যে আপনারা দেখেছেন আর কে হতে পেরেছে এমন বীরত্ব, জন্মগত নেতৃত্ব ও মানব জাতিকে শিক্ষা দেবার অধিকারী?[৮০]

অন্যত্র এ্যানি বেসান্ত বলেন : ..."ইসলামিক দর্শনের দুরূহ তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করা আপনাদের মতো বিদগ্ধ জনকেই শোভা পায় । আমি শুধু মহান পয়গম্বরের বাণী ও উপদেশের অসামান্য দ্যুতি,প্রেম ও তার চিরন্তন



www.nagorikpathagar.org

প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে আমার বক্তব্য সীমিত রাখব। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের প্রত্যেককে ধর্মের একটা অবলম্বন দিয়েছি এবং তোমাদের প্রত্যেকের সামনে কর্মের পথ উন্মুক্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমরা এক জাতির (শ্রেণীয়)। কিন্তু আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় তোমাদের পৃথক স্বভাবধর্ম বা কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যাতে যে যেমন কাজ করবে, সেই মতো তোমাদের কর্মের বিচার করবেন। অতএব সুকর্মে একজন আর একজনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করো। আমরা সকলে একদিন আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করব এবং তখন তিনিই বিচার করবেন কোথায় তোমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে।

ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে মানুষ তথা সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য যে গুণটি আজ সবচেয়ে আবশ্যক তা হলো সহনশীলতা। সেই সহনশীলতা সম্বন্ধে এর চেয়ে অমীয় বাণী আর কী হতে পারে?

বিস্ময়কর দীনতা প্রকাশ করে মহান পয়গম্বর নিজেকে অজ্ঞানী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে মানুষটি বলেছিলেন জ্ঞানই উচিত অনুচিতের পার্থক্য বোঝাবার ক্ষমতা প্রদান করে, জ্ঞানই স্বর্গের পথ আলোকিত করে। মরুভূমিতে জ্ঞান আমাদের মিত্র, নির্জনতায় আমাদের স্বজন, বন্ধুহারা জীবনে সাথী, শত্রুর বিরুদ্ধে বর্ম, তার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কে হতে পারে?

জ্ঞান, কর্ম প্রয়াস, মমতা ও কর্তব্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক রূপে ইসলাম একদিন ধর্মের ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চার করে। সমগ্র মানব সমাজ 'এক ও অভিন্ন' এই আদর্শে বহুজাতি ও গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৮১]

প্রগতিশীল, অমুসলিম বিদূষী রমণী ড. এ্যানি বেসান্ত মহানবী (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "অন্ধকারে তিনি ছিলেন আলো এবং তাঁর জীবনকে আমরা পাই এত মহৎ আর এত খাঁটি হিসেবে যে, আমরা অনুভব করতে পারি কেন তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল (রাসুল হিসেবে) তাঁর চার দিক্কার মানুষের কাছে মহাপ্রভূর বাণী বহন করার জন্যে।[৮২]

## জে.এইচ. ডেনিসন

জে, এইচ, ডেনিসন তাঁর "EMOTIONS AS THE BASES OF THE CIVIZATION" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মানব সভ্যতা ছিল ধ্বংসের গহ্বরে পতনোন্মুখ। ওসব প্রাচীন আবেগ নির্ভর সংহতির অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করেছিল। তখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হয়ে



www.nagorikpathagar.org

পড়েছিল। এমন শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল যা কোনোক্রমেই পূরণীয় ছিল না। এমন মনে হতো যে, দীর্ঘ চার হাজার বছরে গড়ে উঠা মানব সভ্যতা এমনভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। গোটা মানব জাতি আবারো হিংস্র বণ্যতার দিকে ফিরে যাচ্ছিল। মানবতার ঐক্যে ফাটল দেখা দিচ্ছিল। গোত্র ও সম্প্রদায়গুলো একে অপরের প্রতি ছিল চরম শত্রুতা ভাবাপন্ন। আইন নামক প্রতিটি জিনিসের অস্তি ত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্ট মতো যে নতুন রূপ ধারণ করেছিল তা মানবতার জন্য লাভজনক হওয়ার পরিবর্তে মানব ঐক্য ও শৃঙ্খলা ধ্বংস করেছিল মানবতার ঐ বিশাল মহীরুহ প্রাণ রসহীন বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল, যা এককালে সারাবিশ্বকে তার ছায়ায় ঢেকে রাখত। ফুল শুকিয়ে গিয়েছিল এর শিকড় পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল অন্তসার শূন্য। আরবদের মাঝে এক ব্যক্তি জন্ম নিলেন, যিনি পূর্ব ও দক্ষিণের সমগ্র জানা পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সেই মানুষটি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।[৮৩]

## জেমস মিসেনার

পাশ্চাত্য জগতের অনেক মনীষী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'ইসলাম দ্য মিস আন্ডারষ্টুড রিলিজিয়ন' গ্রন্থে জেমস মিসেনার লিখেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই প্রত্যাদিষ্ট মহান ব্যক্তিত্ব যিনি দীন ইসলাম কায়েম করেন। তাঁর 'জন্ম হয়ে ৫৭০ খ্রি. নাগাদ আরবের এমন এক গোত্রে, যে গোত্র ছিল 'মূর্তি পূজারী'।... জীবনের নানা বাঁকে বাঁকে তাঁকে অতিক্রম করতে হয় বহু নাটকীয় এবং দুঃসহ ঘটনাকে। আল্লাহর কালাম তাঁর নিকট নাযিল হতে থাকে জিব্রাইল ফেরেস্তার মাধ্যমে।... তাঁর পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীদের মতো হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও নিজের অপর্যাপ্ততার কথা ভেবে আল্লাহর কালাম পঠনে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু ফেরেস্তা তাঁকে বললেন, পড়ুন! আমরা যতদূর জানি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) লিখতে বা পড়তে অপারগ ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সব প্রত্যাদিষ্ট কালাম অন্যদের তেলাওয়াত করে শোনাতে লাগলেন যা অচিরেই পৃথিবীর একটা বিশাল অঞ্চলে এক মহাবৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করল। ঘোষিত হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করলেন গোটা আরবীয় জীবনে এবং সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলে। তিনি নিজ হস্ত মুবারক দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করেছিলেন প্রাচীন সব মূর্তি এবং প্রতিষ্ঠা করলেন এমন এক দ্বীন যা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতে সমর্পিত।[৮৪]



www.nagorikpathagar.org

## এইচ. জি. ওয়েলস

"AN OUTLINE OF THE HISTORY" গ্রন্থে এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন : "দ্ব্যর্থবোধক কোনো প্রতীকতা ছাড়াই অন্যকে কালিমালিপ্ত বা পুরোহিতগণের প্রশস্তি না করেই মুহাম্মদ (সা.) সেই আকর্ষণীয় বিশ্বাসগুলো মানব জাতির হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন।"

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র এইচ.জি. ওয়েলস বলেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। ইসলাম সৃষ্টি করল এমন এক সমাজ, এর পূর্বে দুনিয়ায় অস্তিত্ববান যে কোনো সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্ত।" [৮৫]

এইচ.জি.ওয়েলস আরও বলেছেন : "উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য- মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই সমস্ত মহৎগুণের অধিকারী হওয়ার দরুণ মুহাম্মদ (সা.) সর্ব প্রকার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।[৮৬]

## এস.সি.বুকেট

'COMPARATIVE RELIGION' নামক গ্রন্থে এস.সি.বুকেট বলেছেন :

মুহাম্মদ (সা.) এর রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ছিল বিলীয়মান বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক প্রাণ প্রদীপ্ত ও উদ্যমশীল। অলৌকিকতা প্রদর্শনের সকল দাবীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। তিনি সরল ও অনাড়াম্বর জীবন যাপন করতেন কিন্তু তাই বলে সন্ন্যাসব্রত তাঁর ছিল না।"[৮৭]

## মুইর

প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী স্যার উইলিয়াম মুইর তাঁর রচিত গ্রন্থ 'LIFE OF MAHOMET'এ লিখেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) এর অকপটতার সুদৃঢ় প্রমাণ এই যে, প্রাথমিক মুসলিমগণ যে কেবল উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এরূপ নহে, পরন্ত তাঁহারা পরমবন্ধু অথবা একান্নভুক্ত পরিজন ছিলেন। ইহারা তাঁহার জীবনের অন্তর্ভাগ পর্যন্ত সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। ভণ্ড প্রতারকের বাহ্যিক বাক্যে ও স্বগৃহে স্বীয় কার্যে যে ন্যূনাধিক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার এইরূপ কিছু থাকিলে তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইতেন না।[৮৮]



www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র উইলিয়াম মুইর বলেছেন : "সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীন সিরিয়াবাসী খৃষ্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন আরব মুসলমানদের অধীনে তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীতা ভোগ করিতেছিলেন।"[৮৯]

বিশ্বনেতা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চেহারা এত সুষমামণ্ডিত ছিল যে, তার সত্যিকার স্বরূপ বর্ণনা শুধু কষ্টকরই নয় বরং তা অসাধ্যই ব । তবে সাধারণভাবে বলা যায়, তাঁর দেহ বলিষ্ঠ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, মুখমণ্ডল সদা হাস্যময়, জ্যোতির্ময় এবং গভীর ভাবব্যঞ্জক, তাঁর বাহু দীর্ঘ, স্কন্ধ সুগঠিত, ললাট প্রশস্ত, নাসিকাউন্নত নয়নযুগল তেজঃপূর্ণ এবং দেহের বর্ণ শুভ্র রক্তিমাভ ছিল। মোটকথা যা কিছু সুন্দর ও মনোরম, তাঁর পবিত্রতম দেহে তাই-ই পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁর এই চমৎকার আকৃতি প্রসঙ্গে মুইর বলেছেন :

"তিনি (মুহাম্মদ (সা.) মধ্যমাকৃতি অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘকায় হইলেও দেখিতে রাজোপম ও তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার গভীর ভাবব্যঞ্জক কৃষ্ণাভ নীল নয়নযুগল এবং মনোমুগ্ধকর চিত্তাকর্ষক মুখ মণ্ডল এমন কি প্রথম দৃষ্টিতেই অপরিচিতের হৃদয়েও বিশ্বাস ও প্রীতির সঞ্চার করিত। তাঁহার মৃদু- হাস্যপূর্ণ মুখাবয়ব সর্বদা মহানুভবতা ও নম্রতায় উদ্ভাসিত থাকিত। তিনি মানবকূলে সর্বাপেক্ষা রূপবান, সর্বাপেক্ষা সাহসী সর্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত মুখকান্তি বিশিষ্ট ও সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে অনুমিত হইত, যেন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সৌরকিরণ বিকীর্ণ হইতেছে।"[৯০]

স্যার উইলিয়াম মুইর অন্যত্র বলেছেন : সর্ব শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে হযরত মোহাম্মদের (সা.) যৌবনকালীন স্বভাবের শিষ্টতা ও আচার ব্যবহারের পবিত্রতা স্বীকার করিয়াছেন। ঈদৃশ গুণরাজি তৎকালে মক্কাবাসিগণের মধ্যে অতি বিরল ছিল। এই সরল প্রকৃতি যুবকের সুন্দর চরিত্র ও সম্মানাস্পদ আচরণ তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আল আমীন' বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) স্বীয় কাজে সর্বাধিক সুদক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। সমাধা না করিয়া তিনি কোনো কার্য প্রত্যাহার করিতেন না। সামাজিক আচার ব্যবহারেও এই স্বভাব পরিলক্ষিত হইত। কোনো বন্ধুর সহিত কথোপকথনকালে তিনি কখনও আংশিকভাবে তাহার সম্মুখীন হইতেন না, বরং পূর্ণ মুখমণ্ডল ও সমগ্রদেহ তাহার দিকে প্রসারিত করিতেন। করমর্দনকালে তিনি স্বীয় হস্ত কখনও অগ্রে অপসারিত করতেন না। কোনো অপরিচিতের সহিতও বাক্যালাপে তিনি অগ্রে বাক্য বন্ধ বা তাহার বাক্য শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন না।



www.nagorikpathagar.org

তাঁহার জীবন ধর্মাধ্যক্ষোচিত আড়ম্বরশূন্য ছিল। স্বহস্তে সকল কার্য করা তাঁহার প্রকৃতি গত অভ্যাস ছিল। স্বহস্তে ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার পত্নিগণকে গৃহ কর্মে সাহায্য করিতেন। পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে সেলাই করিতেন। মেষপাল স্বহস্তে বাঁধিয়া রাখিতেন, নিজে স্বীয় চর্মপাদুকা মেরামত পর্যন্ত করিতেন।

অতি নগণ্য শিষ্যের প্রতিও শিষ্টাচার এবং সহানুভূতি প্রদর্শন তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল। বিনয়, দয়া, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও ঔদার্য তাঁহার চরিত্রগত গুণ ছিল, এবং এই গুণরাজি তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী সকলের সহিত প্রেমাবদ্ধ করিয়াছিল।...তাঁহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, সেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সাফল্যহেতু কাহাকেও আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিলে তিনি অতি আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত তাহার হস্তধারণ করিতেন। শোকার্ত এবং দুঃখার্তের সহিত তিনি অতি স্নেহভরে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি শিশুদিগের কোমল অথচ অদম্য শাসক ছিলেন; কিন্তু ক্রীড়ারত শিশুগণকে শান্তিসম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মহাঅভাবের সময়ও তিনি অপরকে তাঁহার খাদ্যের অংশ দিতেন এবং তাঁহার পার্শ্ববতী প্রত্যেকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। তাঁহার চরিত্রের এই সকল দৃষ্টান্ত তাঁহার আন্তরিক দয়া ও হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। হযরত মোহাম্মদ তাঁহার অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণ ও সংযত ছিলেন। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার নায্য অধিকার একবার সানন্দে স্বীকার করিলে তিনি তাহাদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) ঈদৃশ সাধনা বলে যে বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, উহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, ইহা আরব উপদ্বীপ হইতে বহুকালব্যাপী অন্ধ কুসংস্কারগুলো চিরকালের জন্য বিদূরিত করিয়াছে। ইসলামের ভীষণ জয় নিনাদে পৌত্তলিকতা তিরোহিত হইয়াছে। ঈশ্বর এক, সর্বাঙ্গীনরূপে পূর্ণ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। এই ধর্ম বিশ্বাস যেমন হযরত মোহাম্মদ (সা.) অন্তরে বাহিরে জ্বলন্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তদ্রুপ তাঁহার শিষ্যগণেরও হইয়াছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ এবং তাহারই ইচ্ছায় পূর্ণ নির্ভর ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় (ইসলাম শব্দের ইহাই ব্যাখ্যা)। ইসলামে সামাজিক গুণাবলীরও অভাব



www.nagorikpathagar.org

নাই। ইসলাম মণ্ডলীভুক্ত সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রেম সংসাধন শিশুহত্যা নিবারণ, পিতৃমাতৃহীন সন্তানের সংরক্ষণ ও ক্রীতদাসের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং ইসলাম ধর্ম মিতাচারের জন্য যেরূপ গর্ব করিতে পারে, অন্য ধর্ম তদ্রূপ পারে না।'[৯১]

অতি প্রাচীনকাল হতে সমগ্র আরব ভূমি ঘোর পৌত্তলিকতা, জড়োপাসনা ও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচার করার পরও আরবের নৈতিক জীবনের উন্নতি কিংবা ধর্মমতের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম মুইর বলেছেন :

"হযরত মোহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবের পূর্বে আরবভূমিতে ধর্ম সংস্কারের ন্যায় রাজকীয় ঐক্যবর্ধন বা জাতীয় উত্থানের সম্ভাবনা অননুকূল ছিল। আরবের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ পৌত্তলিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মিসর ও সিরিয়ার খৃষ্টানগণের বহু শতাব্দীব্যাপী খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচলনের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, পৌত্তলিকতা হ্রাস হওয়ার কোনো স্পষ্ট নির্দশন পরিদৃষ্ট হয় নাই।

হযরত মোহাম্মদের (সা.) যৌবনকালে এই উপদ্বীপের বাহ্যিক অবস্থা অতীব সংস্কারবিরোধী ছিল; সম্ভবত সংস্কার অন্য কোনো যুগে অধিকতর আশাহীন ছিল না।

কোনো শক্তি বলে আরবের-এই সকল বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়গুলোকে বশীভূত বা এক কেন্দ্রশক্তির অধীন করা যাইতে পারে, এই ঘোর সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য ছিল এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) অতীব কৃতিত্বের সহিত ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[৯২]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিষ্যবৃন্দ তথা নবদীক্ষিত মুসলমানদের সততা, দৃঢ় সংকল্প ও ত্যাগ- তিতিক্ষা সম্বন্ধে উইলিয়াম মুইরের মতো ইসলাম বিদ্বেষী লেখক ও প্রশংসা না করে পারে নি আর তাই তো তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

"নবদীক্ষিত মুসলমানরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা কুরাইশরা তাদের আন্তরিকতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছিল এবং তারা বুঝেছিল যে, মুসলিমবৃন্দ মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম বিসর্জন না দিয়ে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও ক্লেশবরণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। আত্মত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুসলমানদের বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, আল্লাহর পথে সমস্ত বিপদ ও নির্বাসনকে বরণ করে নেয়া বিশেষ গৌরব ও মর্যাদার বিষয়।[৯৩]



www.nagorikpathagar.org

উক্ত গ্রন্থেই তিনি আরও বলেছেন : স্বীয় ক্ষুদ্র দলটি যখন এক প্রকার সিংহের মুখে, সে সময় বাহ্যত : সম্পূর্ণ- সম্বলহীন অবস্থায় এবং বিজয়ের আশায় নিজের জাতির আক্রমণ প্রতিরোধরত দৃঢ়চিত্ত ও অনমনীয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বার্তাবাহক বলে নিজেকে বিশ্বাস করতেন তাঁর উপর অবিচলিত আস্থা ও নির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়ে এমন একটি মহৎ দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন, যার তুলনা কেবলমাত্র পবিত্র শাস্ত্রের সেই সব দৃশ্যের মধ্যেই পাওয়া যায় যেখানে বণি-ইসরাঈলের পয়গম্বর স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে অনুযোগ করে বলেছিলেন 'এখন আমি- কেবল মাত্র আমিই অবশিষ্ট রয়েছি।'[৯৪]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব জাতির উপর যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন তা ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুইরও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নীতিগুলো ছিল সরল ও অল্প সংখ্যক। তাঁর শিক্ষা এক ব্যাপক ও বিস্ময়কর ফল উৎপাদন করল। আদিম খৃষ্টধর্ম যখন জগতকে তার সুষুপ্তি ভঙ্গ করে জাগিয়ে তুলেছিল এবং প্রকৃতি পূজকদের সাথে এক জীবন মরণের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তারপর হতে আর কোনো সময়ে জগৎ আধ্যাত্মিক জীবনের এরূপ জাগরণ প্রত্যক্ষ করেনি; প্রত্যক্ষ করেনি এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস, যার বলে মানুষ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতেও বিবেকের খাতিরে ধন-সম্পত্তি নাশ করতে পেরেছিল হাসিমুখে স্মরণতীতকাল হতে মক্কা ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল আত্মিক জড়তায় সমাচ্ছন্ন। আরব মনে ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ছিল একটি প্রশান্ত হ্রদের উপরিভাগের সামান্য আলোড়নের মতো যার তলদেশ ছিল একেবারে শান্ত ও স্থির। জনসাধারণ ছিল কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা ও পাপে নিমজ্জিত। ....তাদের ধর্ম ছিল জঘন্য পৌত্তলিকতা এবং তাদের বিশ্বাস ছিল এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্থলে বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির জন্য কুসংস্কার ও অজ্ঞতাপূর্ণ ভীতি। কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে পরকাল ও ভালোমন্দের ফলাফলের উপর বিশ্বাস ছিল আরব জাতির অজানা।

হিজরির তের বছর পূর্বে মক্কা এই অধঃপতিত অবস্থায় নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। এই তেরো বছরে কি ব্যাপক পরিবর্তনই না সাধিত হলো। কয়েক শত মানুষের একটি সংঘ পৌত্তলিকতা বির্সজন দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত আরম্ভ করল, তাঁর প্রত্যাদেশ বলে তারা যাকে বিশ্বাস করত তার প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন শুরু করল। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট পুনঃ পুনঃ



www.nagorikpathagar.org

ভক্তি গদগদ কণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগল, ক্ষমার আশায় তাঁর করুণার দিকে চেয়ে রইল, সৎকর্ম, দান-ধ্যান, চিত্তশুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অনুসরণের জন্য সাধনা করতে লাগল। আল্লাহর শক্তি সত্তার অনুভূতি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সকল বিষয়ের উপর তাঁর তত্ত্বাবধানের প্রতি পূর্ণবিশ্বাস নিয়ে তারা জীবন ধারণ করতে লাগল। প্রকৃতির সকল দানে, জীবনের সব কিছুর মাঝে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল বিষয়ের সকল পর্যায়ে তারা করুণাময়ের করুণার হাত দেখতে শুরু করল এবং সর্বোপরি যে নব জীবনের জন্য তারা উল্লাস ও গর্ব অনুভব করত, তাকে করুণাময়ের করুণার বিশেষ নির্দশন বলে তারা বিবেচনা করতে লাগল এবং তাদের অজ্ঞানান্ধ দেশবাসীর অবিশ্বাসকে দুষ্কৃতিসজ্ঞাত চিত্রের কঠোরতর ফল স্বরূপ বিবেচনা করতে লাগল। তাদের কাছে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন নব জীবনের মন্ত্রণাদাতা এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের নবজাগ্রত আশা-আকাংখার উৎস, তারা তাই তাঁর প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম আনুগত্য নিবেদন করল।

বিশ্বাসীগণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নির্যাতন সহ্য করেছিল এবং এটাই তাদের পক্ষে বিজ্ঞজনোচিত কাজ ছিল। মহান ধৈর্য ও তিতীক্ষার জন্য মুক্তকণ্ঠে তাদের প্রশংসা করা যায়। মূল্যবান ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করে ঝঞ্ঝা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত একশত পুরুষ ও একশত স্ত্রীলোক ঘরবাড়ি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল; তারপর আবার আরও অধিক সংখ্যক লোক নবী (সা.) এর সঙ্গে যেখানে তাদের পবিত্রতম পীঠস্থান ক'বাগৃহ অবস্থিত সেই প্রিয়তম মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করল। সেখানে সেই একই যাদু মন্ত্রের প্রভাবে দু তিন বছরের মধ্যে নিজেদের রক্তের বিনিময়ে নবী ও তাঁর অনুগামীদের জীবন রক্ষায় বদ্ধ পরিকর একটি ভ্রাতৃসংঘের সৃষ্টি হলো। মদিনাবাসীদের কণ্ঠে ইহুদী ধর্মের সত্য বহুকাল ধরে ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু আরবীয় রাসুলের (সা.) মর্মস্পর্শী আহবান গীতি না শোনা পর্যন্ত তাদের তন্দ্রা ছুটেনি এবং তারা প্রাণ-প্রাচুর্যময় এক নতুন জীবনের সন্ধান পায়নি।[৯৫]

উইলিয়াম মুইর আরও বলেছেন : এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে একত্ববাদ এবং মানবতা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বর্তমান মধ্য আফ্রিকার মানুষদের অনুরূপ মূর্তিপূজা ও ভূতপূজায় নিমজ্জিত তৎকালীন মানুষদেরকে উচ্চতর মানবীয় গুণে ভূষিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাদের ধৈর্য শিখিয়েছে যার ফলে তাদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।[৯৬]



www.nagorikpathagar.org

রাসুল (সা.) এর নির্দেশে বন্দীদের সাথে মুসলমানরা যে আচরণ করেছেন সে সম্পর্কে জনৈক বন্দীর জবানীর মাধ্যমে মুইর বলেছেন :

Blessings be on the men of Medina who made us ride, while they themselves walked. They gave us wheaten bread to eat when these was little of it, contenting themselves with dates.

"মদীনাবাসীদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হউক; তাহারা আমাদিগকে (উটে কিংবা ঘোড়ায়) চড়িতে দিত নিজেরা হাটিয়া চলিত। তাহারা নিজেদের সামান্য রুটিও নিজেরা না খাইয়া আমাদিগকে খাইতে দিয়া নিজেরা খুরমা খাইয়া ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিত।[৯৭]

অন্যত্র উইলিয়াম মুইর বলেছেন :

The Magnimity with which Muhammad (Sm) treated a people which had so long hated and rejected him was worthly of admiration.

" যে মক্কাবাসীরা এতদিন ধরে মুহাম্মদ (সা.) কে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের প্রতি তাঁর মহান ও উদার আচরণ সত্যিই প্রশংসনীয়।[৯৮] (মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রসঙ্গে)

## লালা লাজপত রায়

বিখ্যাত পণ্ডিত লালা লাজপত রায় বলেছেন : নিসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আমি সবচেয়ে বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে অবলোকন করি। আমার মতে-পৃথিবীর ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকদের মধ্যে তাঁর স্থান সকলের উপরে।[৯৯]

## টি এল. ভাস্বানী

প্রফেসর সাধু টি, এল, ভাস্বানী বলেছেন : "পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীররূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্ব শক্তি, এই মহাশক্তি বহু জাতিকে উন্নীত করেছেন। পুরাতন ইতিহাস পাঠ করুন; তাঁর জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে অভিভূত হবেন। মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন দেশ শাসক ও আধ্যাত্মিক নেতা তা সত্ত্বেও তিনি নিজের বস্ত্র স্বহস্তে রিপু করতেন। অজ্ঞাত শক্তি তাঁকে আহ্বান করলো; জাগ্রত হও, বানী প্রচার করো। তাঁর উপর চলে নৃশংস অত্যাচার, জীবন তাঁর বিপন্ন হয়; তবু এই বাণী ও আহ্বান তিনি বিস্মৃত হন না। দিকে দিকে তিনি শান্তির বাণী প্রচার



www.nagorikpathagar.org

করেন। মরণকালে তিনি যে শেষ কয়টি কথা বলেছিলেন তা এখনো ভেবে দেখি। তিনি বলেছিলেন "খেদাতায়ালা! আমাকে ক্ষমা করুন, বেহেস্তে যেন আপনার সন্নিধানে পৌঁছতে পারি।" এই ধরনের লোক জীবনে মরণে যে অনুপম সৌন্দর্যশালী, তা কে-না বলবে? তাঁর প্রচারিত ধর্মমত যে কী মহান, তা একবার ভেবে দেখুন। ইসলাম পৃথিবীতে দিয়েছে পৌরহিত্য বর্জিত ধর্ম।"[১০০]

## মানবেন্দ্র নাথ রায়

বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত শ্রী মানবেন্দ্র নাথ রায় বলেন : "মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার হোতা হতে পেরেছে। তথ্য (HISTORICAL ROLE OF ISLAM)[১০১]

বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমানই বিশ্ব সভ্যতায় তাদের ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান অবদান সম্পর্কে অত্যন্ত চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "ইসলাম মানব সমাজকে রক্ষা করেছে। বিজয়ী আরবরা যে দেশেই অভিযান করেছেন সেখানকার অধিবাসীরাই তাঁদের বাইজানটাইন দূর্নীতি, ইরানী স্বেচ্ছাচার ও খৃষ্টান কুসংস্কারের হাত থেকে পরিত্রানকারী বলে বরণ করে নিয়েছে।[১০২]

উপমহাদেশের অন্যতম তাত্ত্বিক ও THE HISTORICAL ROLE OF ISLAM গ্রন্থের লেখক এম, এন, রায় মুহাম্মদ (সা.)- কে এভাবে তাঁর বর্ণনায় এনেছেন : " মুহাম্মদ (সা.) এর কঠোর একশ্বরবাদ আরবীয় মুসলমানদের তলোয়ার সঞ্চালনে এমন অজেয় ক্ষমতা দান করল যে, তা শুধু আরব উপজাতি গুলোর দূষিত পৌত্তলিকতাই নষ্ট করল না জরাথুষ্ট্রের অপপ্রচার থেকে, আচারভ্রষ্ট খৃষ্ট ধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে আর মঠ ও মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী সংক্রমিত মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে অগনিত মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যে ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র সহায় হয়ে রইল। ... সামাজিক ভাঙ্গন ও আত্মিক হতাশার সেই গভীর অন্ধকারে আরবের নবীর উদ্দীপনাময় আশারবাণী, আশার আলোক শিখার মতো সহসা ঝলসে উঠল। নৈরাস্যের অতলে নিজজ্জিত এক জাতির সম্মুখে ইসলাম খুলে দিল এক আশার নতুন দিগন্ত। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ইসলামের তলোয়ার আল্লাহর নামেই সঞ্চালিত হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কার্যত সেটাই করেছে সকল ধর্ম বিশ্বাসের সমাধি রচনা। ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়ে দিয়েছে মানুষকে।"[১০৩]



www.nagorikpathagar.org

উপমহাদেশের অন্যতম মনীষী এম, এন, রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) the historical role of islam নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন : "ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কারণ হলো তার বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ ও কর্মদক্ষতা দ্বারা শুধুমাত্র গ্রীস বা রোমের নয়, পরন্তু পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের ও প্রাচীন সভ্যতার ক্রমাবনতি জনিত হীন অবস্থা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করে আনার পথে নেতৃত্ব দান। ইসলাম সর্ব প্রথমেই প্রচলন করল সামাজিক সম অধিকারের মতোবাদ যা প্রাচীন সভ্যতায় সমৃদ্ধ দেশ সমূহের কাছে ছিল অজ্ঞাত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্মের বিস্ময়কর উন্নতি ও নাটকীয় প্রসার মানব ইতিহাসের মনোমুগ্ধকর অধ্যায়। প্রতিটি মাহাপুরুষ বা পয়গম্বরই অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; সেই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (সা.) কে তাঁর পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। ইসলামের প্রসার হলো সর্ব অলৌকিকের মধ্যে মহাঅলৌকিক ব্যাপার। আগাস্টাস-এর রোম সাম্রাজ্য যা পরবর্তীকালে ট্রয় নগরীর বীর যোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা ও শৌর্যপূর্ন যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছিল তার সময় সীমা হলো ৭০০ বৎসরের ও বেশি; কিন্তু এক শতাব্দীর ও কম সময়ের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে আনুপতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। খলিফাদের শাসনাধীন বিশাল ভূখণ্ডের সামান্য অংশই মাত্র আলেকজান্ডার অধিকার করতে পেরেছিলেন। এঁরা ১০০০ (এক হাজার) বছরের মতো সময় ধরে রোমের আক্রমণ প্রতিহতো করে রেখেছিলেন, ভগবানের (আল্লাহর) তরবারীর কাছে কিন্তু দশ বছর যেতে না যেতেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। শান্ত এবং সহনশীল মানুষের উপর ইসলামের ধর্মীয় গোঁড়ামি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বলেই ইসলামের উত্থান সম্ভব হয়েছিল-এ অপবাদ ভিত্তিক মতোবাদ পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ এখন আর স্বীকার করেন না। ইসলামের বিস্ময়কর সফলতার মূল কারণ হলো এর যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ।

ইসলামের ইতিহাসের অপব্যাখ্যাকারীগণ এর সামরিক যোগ্যতার কথাই বেশি করে বলেন। অথচ তার সুদূর প্রসারী যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের প্রশংসা বা যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টাও করেন না। ধর্ম যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমান যোদ্ধদের অবিশ্বাস্য বিজয় গৌরবের কথা বলেই কিন্তু ইসলামের অপূর্ব ইতিহাসের বর্ণনা সম্পূর্ণ হবেনা। এই সামরিক ফলসিদ্ধিকে বর্বরদের (গথ, হুন, ভ্যান্ডাল, আভর, মোঙ্গল প্রভৃতি জাতির) বিধ্বংসী সামরিক অভিযানের তুলনায় প্রায় সমান বা তার চেয়েও বেশি বলে বলা হয়। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার



www.nagorikpathagar.org

সীমান্ত থেকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গঁ রাশির যে প্রচণ্ড সামরিক অভিযান পশ্চিম, দক্ষিন ও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে আরবের ধর্মীয় উন্মাদনার উদ্ভবের সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পূর্বোক্ত বর্বরদের অভিযান সামুদ্রিক প্লাবনের মতোই কাছে দূরে মৃত্যু আর ধ্বংস ছাড়িয়ে দিয়ে অতি অল্প সময়েই স্তিমিত হয়ে পড়েচিল। পক্ষান্তরে পরবর্তী মুসলিম অভ্যুত্থান মানব সভ্যতার একটি আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিধ্বংসী অভিযান ছিল উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি সহায়ক কার্যক্রম মাত্র। মৃতপ্রায় প্রাচীনত্বের মূল উৎপাটন করে এই প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী নবীনত্বের প্রতিষ্ঠাই করেছিল। মানব মনীষার জ্ঞান ভাণ্ডারকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করে এনে মানব জাতির কল্যাণ ও প্রগতির জন্য তার সুরক্ষা ও পরিবর্ধনের জন্যই 'জার' ও 'খসরু' শাসকদের পুরাতন প্রাসাদও অট্টালিকাগুলো ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল। (আল্লাহর সৈন্যবাহিনী) মুজাহিদদের অলৌকিক কার্যাবলী সাধারণত চোখে চমক লাগায়। কিন্তু ইসলামিক বিপ্লবের অর্জিত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এমনকি মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগামী সম্বন্ধেও সে কথা বলা যেতে পারে।

আরববাসী মহাপুরুষের অনুগামীদের জয়লাভ বস্তুত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অধিকতর মহৎ এবং স্থায়ী অবদানের সূচনাই করেছে। তাঁরা একটি রাজনৈতিক একতার সৃষ্টি করেছিল, যা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ নতুন সমাজ ব্যবস্থার পথ সুগম করার জন্য রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্তুপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। পার্শী পুরোহিতদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও গ্রীক ধর্মযাজকদের কর্তৃত্বাধীন উপাসনা মন্দির সমূহের ব্যাভিচারে পূর্ণ পরিবেশ ভেঙ্গেপড়া পারস্য ও বাইজানটাইন রাজ্যের অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবন পঙ্কিলময় করে মণীষার উন্মেষের সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব করে করে তুলেছিল। মুহাম্মদ (সা.) এর একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী পালেষ্টাইন ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমান বীরদের উন্মুক্ত শমশের হাতে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল শুধুমাত্র আরবের উপজাতিদের অনুসৃত মূর্তিপূজার অপবিত্র প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যই।

... ইসলাম হ'ল ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধির ফলশ্রুতি, মানব জাতির প্রগতির হাতিয়ার নতুন সমাজ চেতনার মতোবাদ হিসাবেই ইসলামের উদ্ভব মানুষের মনে বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পেরেছে। এর নব আদর্শ সম্ভব করে তুলেছে পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক বিবর্তন। এই নতুন সামাজিক ভাবধারার উন্নত প্রচলন ইসলামের সাংস্কৃতিক আদর্শবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

সামাজিক শিথিলতা ও আধ্যাত্মিক অবনতির দিনে আরবের সেই মহাপুরুষের পৌরুষপূর্ণ উদাত্ত বাণী সমূহ আশার আলোকবর্তিকাসমূহের মতোই আপন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মানুষের সামনে ইসলাম এক নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছিল। এর ভাবাদর্শের আলোড়ন এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার পথ সুগম করেছিল যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সাহস ও যোগ্যতানুসারে প্রকৃতিগত অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। "প্রভু এক এবং দ্বিতীয় নাস্তি" ইসলামের এই মতোবাদের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা শিক্ষার বীজ নিহিত রয়েছে।[১০৪]

## এস. পি. সিনহা

পাঞ্জাব প্রদেশের বিখ্যাত খৃষ্টান নেতা দেওয়ান বাহাদুর এস, পি, সিনহা বলেছেন : ইসলাম ধর্মের নবী একজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সার্থক নেতা হিসেবে তিনি সুপ্রসিদ্ধ। কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে প্রশংসনীয় বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং একজন খৃষ্টান হিসেবে ইসলামের নবীকে সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা বাধ্য। যখন একদল খৃষ্টান প্রতিনিধি এই পবিত্র পয়গম্বরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মসজিদের পবিত্র স্থানটি প্রার্থনা করার জন্য ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলিম শাসন কর্তাদের আমলে খৃষ্টানদের গীর্জাগুলো পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়েছে। এই পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার উদাহরণ এইদেশে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে।[১০৫]

## আর, ভি. সি. বোডলে

রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী কুরাইজার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তা সামরিক কৌশল, আরবের ইয়াহুদী গোত্রগুলোর প্রকৃতি ও স্বভাব মুতাবিকই ছিল। তাদের জন্য এ ধরনের শক্ত রকমের ও শিক্ষণীয় শাস্তিরই প্রয়োজন ছিল যার ফলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ও ধোঁকাবাজরা যেন চিরদিনের তরে শিক্ষা পেয়ে যায় এবং ভবিষ্যত বংশধরগণও এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। R.V.C. BODLEY তাঁর THE MESSENGER THE LIFE OF MUHAMMAD নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই ঘটনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ডটি আকার আয়তনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং এর লোকসংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। তাদের নিকট এমন কোনো সেনাবাহিনী ছিল না যারা লোকদেরকে



www.nagorikpathagar.org

আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, কেবল একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া যার সংখ্যা ছিল তিন হাজার, এই বাহিনীও আবার পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। আর মুহাম্মদ (সা.) যদি এক্ষেত্রে কোনোরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বনী কুরাইজাকে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কোনোরূপ শাস্তি দান ব্যতিরেকেই ছেড়ে দিতেন তাহলে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হতো। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, ইয়াহুদীদের হত্যার ব্যাপার খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু ইহুদীদের ধর্মের ইতিহাসে এটা কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না এবং মুসলমানদের দিক দিয়ে এ কাজের পূর্ণ বৈধতা ও অনুমোদন বর্তমান ছিল। এর ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহ ও ইহুদীরা কোনোরূপ চুক্তিভঙ্গ ও গাদ্দারী করবার পূর্বে বারবার চিন্তা- ভাবনা করতে বাধ্য হয়। কেননা এর পরিণতি কত খারাপ হতে পারে তা তারা দেখেছিল এবং স্বচক্ষেই দেখেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ফয়সালা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন।[১০৬]

তিনি আরো বলেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি (মুহাম্মদ সা.) পরিস্কার ভাষায় উত্তর দিলেন, আল্লাহর হুকুমের অধীনে দ্বীনের তাবলীগের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন তিনি। মুজিযা প্রদর্শনের জন্য না। যাদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় জাগে, তারা কুরআন শরীফের ব্যাপারে চিন্তা করুক যেটি সবচেয়ে বড় মুজিযা। নিজের সত্ত্বার সঙ্গে তিনি কোনোদিন (বিস্ময়কর অলৌকিক গুণাবলীর) সম্পর্ক জুড়েন নি। তিনি নিজেকে 'মানব' আখ্যায়িত করতেন। আর তাঁর দাবী ছিল সঠিক। তিনি আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। আল্লাহর বানী ও দ্বীনকে মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিতে এসেছেন।

উক্ত THE MESSENGER গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন : মুহাম্মদ (সা.) ধর্মের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ তিনি সন্যাসী ছিলেন না, দেবতা ছিলেন না, অতিমানবিক কোনো গুণেরও অধিকারী ছিলেন না তিনি, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে অন্যান্য মুসলমান থেকে তাঁকে পৃথক করা যায়না।[১০৭]

## শেখসাদী

পারস্যের খ্যাতনামা কবি ও দার্শনিক শেখসাদী (রহ.) মাত্র চারটি লাইনে মহানবী (স.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন, যা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মধুর সুরে উচ্চারিত হয়ে মুখরিত করে।

"বালাগাল উলা বি কামালিহী



www.nagorikpathagar.org

কাশাফাদ্দো যাবি জামালিহী
হাসুনাত জামিউ খিসালিহী
সাল্লু আলাইহি অ আলিহী"
অনুবাদ :
"করিলেন অত্যুন্নতি তিনি পূর্ণতায়
নাশিলেন তমোরাশি সৌন্দর্য প্রভায়
মনোহর, আহা! তাঁরি কার্য সমুদয়
পাঠাও দরুদ সবে তাঁহারি আত্মায়।[১০৮]

## পি. সি. রামস্বামী

"মুসলমানদের ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে এতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি। জাতির অহংকার, হীনমন্যতার প্রবণতা, সাদা-কালো, বাদামী বর্ণের অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি অন্য কোনো তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাইনা। দেখতে পাই শুধু ইসলামেই এমন কোনো অহংকার নেই। [১০৯]

## জন ডেভেন পোর্ট

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অত্যন্তচমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত বিশিষ্ট ইংরেজ গবেষক জন ডেভেন পোর্ট। তিনি বলেছেন : "কোন ধর্ম-নেতা বা বিজয়ীর জীবনই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না।"[১১০]

বিখ্যাত মনীষী জন ডেভেনপোর্ট মহানবী (সা.) সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন : নিশ্চয় তিনি একজন সত্য অকপট এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন। যিনি নিজ বিশ্বাসে ও কার্যে সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয় ঈশ্বরের কার্যকরী ব্যাক্তি। তিনি যে ঈশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ কার্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত, ইহা বলা যাইতে পারে। কেন মুহাম্মদ (সা.) অপরাপর বিশ্বস্ত এবং অসম্পূর্ন জ্ঞান বিশিষ্ট ভৃত্য অপেক্ষা ঈশ্বরের একজন যথার্থ পরিচালক বলিয়া কথিত হইবেন না? ইহা কেন বিশ্বাস করা হইবে না যে, তিনি তাঁহার সময়ে স্বদেশে একজন সত্য ও ন্যায় বিষয়ের প্রচারক বলিয়া কথিত হইতেন? কারণ তিনি স্বদেশের লোক-সমূহকে ঈশ্বরের একত্ব ও সত্যতা বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অবস্থা অনুসারে যেরূপ বলা উচিত, শাসন ও ন্যায় উপদেশ সম্বন্ধে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।



www.nagorikpathagar.org

নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক সূত্র হইতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর চরিত্র বিষয়ে যতই অধিক প্রবেশ করা যায়, ততোই আমরা মারাক্কি, প্রিভো এবং অতি অল্পকালের মধ্যে ফ্রেডারিক, স্পেগেল এবং অন্যান্য লেখকগণের হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নিন্দাপূর্ন ভাষাসমূহের সমর্থন করিবার অতি অল্প যুক্তিই দেখিতে পাই। LIFE OF MOHAMMAD[১১১]

জগতের মহান ধর্মগুরুত্রয়ের মধ্যে কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)ই নিরক্ষর এবং লিখতে পড়তে অক্ষম ছিলেন কিন্তু কেবল তিনিই তাঁর জীবনের মহতী সাধনায় তাঁর জীবদ্দশায়ই সম্যক সিদ্ধিলাভ করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। মনীষী জন ডেভেনপোর্ট সত্য সত্যই বলেছেন : "হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) ধর্ম পরায়নতা তাঁহাদের অপেক্ষা অন্য একজন মহান নবীর [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] আগমন বার্তার আশ্বাস বাণীতে উৎফুল্ল হইয়াছিল। বাইবেলে অঙ্গীকৃত শান্তিদাতা অথবা শান্তিদাতা স্বরূপ পবিত্রাত্মা পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর নামে ও তাঁহারই ব্যক্তিত্বে সম্পাদিত হইয়াছে।" [১১২]

অন্যত্র সত্যদর্শী মনীষী জন ডেভেন পোর্ট বলেছেন : মহতের প্রতি তাঁর বিনয়, বিনীতের প্রতি অমায়িকতা ও দাম্ভিকের প্রতি মর্যাদাপূর্ন আচরণ তাঁকে এনে দিয়েছিল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা মিশ্রিত বিস্ময় আর উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি। তাঁর প্রতিভা প্রবর্তন বা নির্দেশনার জন্য ছিল সমভাবে উপযুক্ত। বিদ্যায় যদিও সম্পূর্ণ অজ্ঞ, প্রকৃতির গ্রন্থে গভীর পাঠ গ্রহণকারী তাঁর মন চরম সূক্ষদর্শী। শত্রুর সঙ্গে বিতর্কের মোকাবিলায় বিকশিত হতে পারত, অথবা নিম্নতম বুদ্ধি সম্পন্ন অনুগামীর বোধশক্তি অনুসারে নিজেকে সংকুচিত করতে পারতেন। তাঁর সহজ বাগ্মিতা মুখভাবের প্রকাশ দ্বারা যা হতো চিত্তাকর্ষক, যাতে মর্যাদার বিহ্বলতা প্রশমিত হতো, অমায়িক মিষ্টতায় তা জাগিয়ে তুলত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আবেগ এবং বিশিষ্ট ছিলেন তিনি প্রতিভার কর্তৃত্বকারী ভাবের দ্বারা যা সমভাবে শিক্ষিতকে করত প্রভাবিত আর অশিক্ষিতকে আদিষ্ট বন্ধু ও পিতা হিসাবে তিনি প্রদর্শন করেছেন মেজাজের কোমলতম অনুভূতি। কিন্তু হৃদয়ের মর্যাদা ও উদার আবেগে আবিষ্ট যখন এবং নিয়োজিত যখন অধিকাংশ সামাজিক ও পারস্পরিক কর্তব্য সমাপনে তখন অমর্যাদা করেননি, তিনি 'আল্লাহর রসূল' -এই গৃহীত উপাধির। একটি বিরাট মনের স্বাভাবিক সবটুকু সারল্য নিয়ে তিনি সম্পন্ন করেছেন সামান্যতম কর্তব্য যার সাধারণত সাড়ম্বর শব্দাবলীতে আড়াল করা নিরর্থক। এমন কি যখন আরবের অধিকর্তা, তখনও নিজ হাতে মেরামত করেছেন নিজের জুতা ও পরিধান করেছেন মোটা পশমী পোশাক, দোহন করেছেন ভেড়ীর দুধ, ঝাড়ু দিয়েছেন ঘরের মেঝে এবং চুলোয় ধরিয়েছেন আগুন। খেজুর আর পানি ছিল তাঁর চিরাচরিত খাদ্য এবং দুধ ও মধু তাঁর



www.nagorikpathagar.org

বিলাস বস্তু। সফরে বেরুতেন যখন, তখন সামান্য খাদ্যের গ্রাস তিনি মুখে তুলতেন চাকরের সঙ্গে ভাগ করে। বদান্যতায় তাঁর উৎসাহ দানের সততা, তাঁর মৃত্যুর সময় নিজ বাক্সের শূন্যবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। [১১৩]

অন্যত্র মহানবী (সা.) সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর মন্তব্য করেছেন জন ডেভেনপোর্ট। তিনি বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজ গৃহে তাঁর পরিবার-পরিজন কর্তৃক নবী বলে গৃহীত হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সামান্য আরব হয়ে তাঁর দেশের বিশৃংখলময়, ক্ষুধায় পীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে একটি একতাবদ্ধ, আজ্ঞানুবর্তী বিরাট সংঘে মিলিত করেছিলেন এবং তাদেরকে নতুন গুনরাজিও নতুন চরিত্রে বিভূষিত করে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করে ছিলেন। এই সংঘ ত্রিশ বছর কাল পূর্ণ না হতেই রোম সম্রাটকে পরাভূত, পারস্যের শাহানশাহকে সিংহাসনচ্যুত, সিরিয়া, ইরাকও মিশর করতলগত এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর ও অক্সাস নদী পর্যন্ত ভূভাগে বিজয় স্রোত প্রবাহিত করতে কৃতকার্য হয়েছিল। এক স্পেন ছাড়া এই বিস্তৃত ভূভাগে গত বারশতাব্দী যাবৎ রাজকীয় প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম অপ্রতিহতো ভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং এখনও উত্তর-এশিয়া মধ্য আফ্রিকা ও কাস্পিয়ান প্রদেশে বিস্তৃত হচ্ছে।

"আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ঘোর ও হেয় পৌত্তলিকতায় তাঁর স্বদেশ বাসীরা বহু শতাব্দী কাল যাবৎ নিমগ্ন ছিল। যিনি তাদের মধ্যে নানা দেব দেবীর পরিবর্তে এক, অদ্বিতীয় আল্লাহর অর্চনা প্রতিষ্ঠিত করে স্বদেশের এরূপ মহান ও স্থায়ী সংস্কার সাধন করেছেন, যিনি শিশু-হত্যা বিদূরিত করেছেন, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও দ্যূতক্রীড়া নিষেধ করেছেন, যিনি তৎকালীন প্রচলিত অবাধ বহু বিবাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করেছেন-আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি, তাঁর মতো মহান ও উৎসাহপূর্ণ সংস্কারক প্রতারক ছিলেন কিংবা তাঁর সমগ্র জীবনী প্রবঞ্চনাপূর্ণ ছিল, এরূপ ধারণা কি আমরা করতে পারি? আমরা কি কল্পনায় ও স্থান দিতে পারি, তিনি তার প্রচারিত স্বার্গীয় ধর্ম কল্পনা প্রসূত এবং মিথ্যা বলে জানতেন? কখনই না। খাদিজা (রা:) এর নিকট তাঁর প্রথম ইসলাম বানী প্রচার থেকে হযরত আয়েশা (রা:) এর কোলে তাঁর ঐহিক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রকৃত সাধু সংকল্পের প্রভাবেই ঘনিষ্ঠ আত্মী অন্তরঙ্গ সহচরদের কোনও সন্দেহের কারণ না হয়ে এরূপ অপ্রতিহতভাবে ও অবিচ্ছিন্নরূপে তাঁর জীবন ব্রত সমাধা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

"ঘোর পৌত্তলিকতাসক্ত ও এক ঈশ্বরের উপাসনা অপরিজ্ঞাত জনগনের মধ্যে পৌত্তলিকতার বিলোপসাধন এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা প্রবর্তন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা ব্যতীত সংঘটিত হতে পারে না, এটা স্থির নিশ্চয়।



www.nagorikpathagar.org

"কোরআন মুসলিম জগতের জাতীয় সংহিতা। কোরআন একাধারে, সমাজনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, বাণিজ্য-নীতি, বিচার-নীতি, দণ্ডবিধি অথচ ধর্মবিধি বিষয়ক গ্রন্থ। ধর্মানুষ্ঠান থেকে জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ আত্মার মুক্তি থেকে দেশের কল্যাণ, জাতীয় অধিকার থেকে সমাজের ব্যক্তিগত অধিকার, নৈতিকতা থেকে পাপনিষ্ঠ, ঐহিক দণ্ড হইতে পারত্রিক দণ্ড-বিষয় এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।"

"ইসলাম কখনও অন্যকোনো ধর্ম মতে হাত দেয়নি। কখনও ধর্মের জন্য নির্যাতন, ধর্মমতো বিরোধীদের দণ্ডের ব্যবস্থা কিংবা দীক্ষা ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করেনি। ইসলাম এরূপ ধর্মমত জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেছে কিন্তু কখনও এটা গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করেনি। ... ইসলাম পাশ্ববর্তী দেশ সমূহের সেই সময় প্রচলিত শিশু হত্যা ও আরবের দাসত্ব প্রথা তিরোহিত করেছে। ইসলাম কেবল এর ধর্মানুবর্তী লোকদের উপর নয়, বরং বাহুবলে বিজিত সকলের উপর সমভাবে নিরপেক্ষ বিচার সংশোধন করেছে।[১১৪]

জন ডেভেনপোর্ট বলেন, "কাবাগৃহ সংস্কারের সময় পবিত্র কালো পাথর স্থাপন নিয়ে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তার নিরসনে সবাই সম্মত হয় যে, পরদিন সকালে কাবাগৃহে প্রথম যিনি প্রবেশ করবেন তাঁর উপরই এর ভার দেওয়া হবে। মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে কাবা গৃহে প্রবেশ করেন এবং তাঁর উপরই সমস্যা সমাধানের ভার দেওয়া হয়। ...মুহাম্মদ (সা.) যেভাবে ঐ পাথরখানি স্থাপন করেন, তাতে মনে হয় তিনি একটা নতুন ধর্মের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন- যে ধর্মের নেতৃত্ব দেন তিনি নিজে পরবর্তীকালে।"[১১৫]

## হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)

মহানবী (সা.) এর সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী দুঃখ, কষ্ট তথা চরম দুর্দিনের পরম বন্ধু ও বিশ্বস্ত সাথী উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) রাসুল (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আল্লাহ কখনও আপনাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছাড়বেন না। কেননা আপনি আত্মীয় স্বজনদের হক আদায় করেন, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করেন, ঋণগ্রস্থদের ঋণ আদায় করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়িত করেন, সত্যের পক্ষালম্বন করেন, বিপদে-আপদে আপনি মানুষের সাহায্য-সহযোগীতা করে থাকেন।[১১৬]

## হযরত আয়েশা (রাঃ)

মহানবী (সা.) সম্পর্কে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মন্তব্য করেছেন : "রাসুলুল্লাহ (সা.) কাউকে অভিশাপ দিতেন



www.nagorikpathagar.org

না, কারও নিন্দা করতেন না এমনকি কারো সাথে কর্কশ ব্যবহার করার অভ্যাসও তাঁর ছিলনা।"[১১৭]

## হযরত আলী (রাঃ)

রাসুলের প্রিয়তম সহচর, চাচাত ভাইও জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "রাসুল (সা.) উদারচেতা, অত্যন্ত দানশীল, সত্যভাষী ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। লোকেরা তাঁর নিকট এলে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। যে ব্যক্তি তাঁকে প্রথমবার দেখতো সে ভীত হতো কিন্তু তারপর যতই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতো তাঁকে অধিক ভালোবাসতে শুরু করতো।"[১১৮]

বিদগ্ধজনদের জন্য আর বেশী উদাহরণের প্রয়োজন বোধ না করাই রাসুল (সা.) এর অগনিত সহচরদের অসংখ্য মন্তব্য তুলে ধরা থেকে বিরত হলাম।

## এডওয়ার্ড গীবন

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ড. এডওয়ার্ড গীবন বলেছেন :

One of the most memorable revolutions which impressed a new and charatcer on the nations the globe.

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল মনুষ্য সমাজে, যার প্রভাব হয়েছিল স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী।"[১১৯]

ড. গীবন অন্যত্র বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতা, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ প্রশাসক।[১২০]

ড. গীবন আরও বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) এর স্মৃতিশক্তি ছিল বিশাল, তাঁর রসিকতা ছিল শালীন ও সদা প্রস্তুত। তাঁর কল্পনা শক্তি ছিল উন্নত ও মহৎ, তাঁর বিচার বুদ্ধি পরিস্কার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী চিন্তা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই অসীম সাহস ছিল তাঁর।"[১২১]

তিনি আরও বলেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মমত সকল অস্পষ্টতা ও সন্দেহ হতে মুক্ত এবং কোরআন আল্লাহর একত্বের একটি প্রসিদ্ধ সাক্ষ্য।[১২২]

এডওয়ার্ড গীবন বলেন : "তাঁর [মুহাম্মদ (সা.)] ধর্মের প্রচার কার্যাবলী নয় বরং তাঁর ধর্মের স্থায়িত্ব আমাদের বিস্ময় কেড়ে নেয়। মক্কা ও মদীনায় তিনি যে



www.nagorikpathagar.org

নির্ভেজাল ও পরিপূর্ণ ছাপ অংকন করেছিলেন তার হুবহু প্রতিফলন ঘটেছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয়, আফ্রিকাবাসী ও তুর্কীরা কুরআনের ধর্ম গ্রহণ করার পর। মুসলমানরা সকলেই একইভাবে তাদের বিশ্বাসসমূহকে ক্রমশ একই বিন্দুতে নিয়ে আসতে সক্ষম এবং তাদের নিষ্ঠা যে কোনো মানুষের অনুভূতি ও কল্পনা শক্তির আওতার মধ্যে থাকে। উপাসনার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিফলন কখনও নিছক মূর্তির সামনে অবনমিত হয়নি। নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনও সম্ভাব্য মানবীয় উৎকর্ষকে অতিক্রম করেনি। তাঁর জীবন্ত নির্দেশাবলী অনুসারীদেরকে যুক্তি ও ধর্ম বহির্ভূত উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করা হতে সংযত রেখেছে।"[১২৩]

তিনি আরও বলেছেন : "জরোস্টারের পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর খাঁটি, মূসার আইনের অপেক্ষা অধিকতর উদার মুহাম্মদ (সা.) এর এই ধর্মকে রহস্যময়তা ও অতিপ্রাকৃত ধর্মদর্শন সমূহের তুলনায় অধিকতর যুক্তিভিত্তিক মনে হয় সপ্তম শতকে যার অকৃত্রিমতা বাইবেলকেও ম্লান করে দিয়েছে।" [১২৪]

ঐতিহাসিক গীবন অন্যত্র বলেছেন : "কিন্তু আফ্রিকার ও রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ নবদীক্ষিত মুসলমান, যাহারা বিশ্বাসী আরবদেশের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া নয় বরং প্রলুব্ধ হইয়াই এক আল্লাহ ও তাঁহার পয়গম্বরের উপর তাহাদের বিশ্বাসের কথা ঘোষনা করিয়াছিল। একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করায় দাস, প্রজা, বন্দী ও পাপী নির্বিশেষে সকলেই এক মুহূর্তে মুক্ত হইয়া বিজয়ী মুসলমানগনের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িল। (অতীতের) প্রত্যেক পাপ ধুইয়া গেল, প্রত্যেক বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। ... মঠ ও আশ্রমগুলোতে যে সমস্ত স্থানীয় দেবতা এতদিন ঘুমাইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন আরবদের তুরী নিনাদে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন এবং জগতময় যে আলোড়নের সৃষ্টি হইল তাহাতে এক নতুন সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য তাহার শক্তি, সামর্থ্য ও সাহসের স্বাভাবিক সীমার শিখরে আরোহন করিল।"[১২৫]

গীবন অন্যত্র মন্তব্য করেছেন : মুহাম্মদের (সা.) মতো আর কোনো নবীই তাঁর অনুসারীদের এতবড় শক্ত পরীক্ষায় ফেলেননি। হঠাৎ একদিন তিনি সর্বপ্রথম এমন লোকগুলোর সম্মুখে নিজেকে নবী বলে প্রকাশ করলেন, মানুষ মুহাম্মদ (সা.) হিসেবে যাদের কাছে খুব ভালোভাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। আপন জীবন সঙ্গিনী, স্ত্রী, স্বীয় দাস, আপন ভাই (চাচাত ভাই) ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সম্মুখেই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর নবুওয়াতের দাওয়াত পেশ করলেন, আর তাঁরা বিনা দ্বিধায় তাঁর এ দাবির প্রতি জানালেন অকুণ্ঠ সমর্থন, অগাধ আস্থা। কোনো ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তার স্ত্রীর চেয়ে বেশী আর কার জানা থাকতে পারে? কিন্তু একি এক ঐতিহাসিক সত্য নয় যে, সেই স্ত্রীই সর্বপ্রথম তাঁর উপর



www.nagorikpathagar.org

ঈমান আনয়ন করেছিলেন, তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন।"[১২৬]

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মি. গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এর ৫ম খণ্ড ৫০তম পরিচ্ছেদে লিখেন : আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতিমালাই নয়, বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয় যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃত পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, এ শরীয়াত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোনো তুলনা পাওয়া যাবে না।[১২৭]

ঐতিহাসিক গীবন আরও বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) পার্থিব ক্ষমতার উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হইয়াও রাজকীয় জাঁকজমক তুচ্ছ মনে করিয়াছেন। তিনি পরমেশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ হইয়াও স্বীয় গৃহে ভৃত্যাদির কার্য করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; স্বয়ং উনান জ্বালাইতেন, গৃহতল সম্মার্জন করিতেন, ভেড়ী দোহন করিতেন এবং স্বীয় চর্ম-পাদুকা ও পশমী-পরচ্ছিদ স্বহস্তে মেরামত (সেলাই) করিতেন। তিনি বৈরাগ্যের কঠোরতা ও সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রতা পরিহার পূর্বক অক্লেশে আরব সৈনিকোচিত মিতাহার গ্রহণ করিতেন। তিনি পর্বোপলক্ষে আপন সহচরগণকে গ্রাম্যসুলভ আতিথ্যে পর্যাপ্ত ভোজন করাইতেন; কিন্তু তাঁহার পারিবারিক জীবনে এমন অনেক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে যে, উনানে অগ্নি পর্যন্ত প্রজ্বলিত হয় নাই।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐহিক ক্ষমতার উচ্চতম আসন লাভ করিয়াও তাঁহার ভীষণতম শত্রুকেও ক্ষমা করিয়াছেন। যে নারী তাঁহার খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছেন; যে নারী তাঁহার বীর পিতৃব্যের যকৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া চর্বন করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছেন; যে ব্যক্তি তাঁহার জনৈক আত্মীয়ার (কন্যার) মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছেন; সর্বোপরি তাঁহার যে সকল স্বদেশবাসী তাঁহার শিষ্যবর্গকে উৎপীড়িত, এমনকি তাঁহাকে ও মৃতপ্রায় করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পদানত সমগ্র শত্রুকে ক্ষমা করিয়া ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই।"



www.nagorikpathagar.org

মক্কা নগরীর আত্মসমর্পণে তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। যে সকল গর্বিত কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাঁহার ধর্ম ধ্বংস করিতে সচেষ্ট ছিল, তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যগণকে নির্যাতন করিতে ক্রটি করে নাই এবং তাঁহার সহিত অতীব কদর্য ব্যবহার করিয়াছে, এমন কি তাঁহাকে সংহার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন তাঁহার সম্পূর্ন অধীন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি আশা কর?" তাহারা কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হে মহান ভ্রাত :! হে মহান ভ্রাতুষ্পুত্র! দয়া।" তাহাদের এই উক্তি শুনিয়া নবীর নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইল; তিনি বলিলেন "ইউসুফ স্বীয় ভ্রাতৃগণকে যাহা বলিয়াছিলেন আমি তোমাদিগকে উহাই বলিব- আমি আজ তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিব না। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেননা তিনি দয়ালু ও স্নেহশীল। যাও! তোমরা সকলে মুক্ত।"

... মক্কার নবী মানুষ ও প্রতিমূর্তি, নক্ষত্র ও গ্রহের উপাসনা এই যুক্তিসঙ্গত নীতির উপর প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু উদয় হয় অবশ্যই অস্তমিত হইবে, যাহা কিছু জন্ম গ্রহণ করে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, যাহা কিছু নশ্বর অবশ্যই বিকৃত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ... একজন দার্শনিক আস্তিক ইসলামের সরল ধর্মমত অক্লেশে গ্রহণ করিতে পারে। আমার মনে হয় এই ধর্মমত এতদূর উচ্চ যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞান নিশ্চয় ইহা সম্যক অভিনিবেশ করিতে পারিতেছে না।"[১২৮]

## স্যার সৈয়দ আমীর আলী

উপমহাদেশের মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম সিপাহ্সালার প্রখ্যাত জাস্টিস স্যার সৈয়দ আমীর আলী মহানবী (সা.) সম্পর্কে অসংখ্য উক্তি করেছেন, আমরা তা থেকে সামান্য উক্তি উল্লেখ করব।

তিনি বলেছেন : "এই মহান শিক্ষাগুরুর [মুহাম্মদ (সা.)] আবির্ভাব, যাঁর জীবনের প্রথম মুহূর্ত হতেই সকল ঘটনাবলী ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে ইহা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নহে, মানব ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ইহা নহে। আগাষ্টাসের রাজত্বকালে গ্যালীলী নদীর তীরে আর একজন নবীর [হযরত ঈসা (আ:)] আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁর জীবনের পরিণতি বড়ই মর্মান্তিক। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যে কারণসমূহ, যে ভয়াবহ দুর্নীতি এবং সর্বব্যাপী বিশ্ব নিয়ন্তার উপর ধ্রুব বিশ্বাসের যে তীব্র আকাংখা মানব সমাজে দেখা গিয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে তা অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকে জাতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের চরম বিশৃংখলার যুগ বলে যথার্থই



www.nagorikpathagar.org

অভিহিত করা হয়েছে। এই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে এক জীবন্তধর্ম বিশ্বাসের দাবী নিহিত ছিল। এই ঘটনাবলী সমগ্র বিচ্ছিন্ন শক্তিকে অনিবার্য আধ্যাত্মিক বিবর্তনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করার এবং সদা জাগ্রত বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রেরণা দিয়েছিল। ইহুদী অথবা খৃষ্টান ধর্মে ঐশী শাসনের যে ধারণা ছিল তদপেক্ষা অধিকতর প্রাণবন্ত ঐশী শাসনের প্রয়োজনীয়তার দিকে এতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। যে পবিত্র বহ্নি মহাত্মা জরথুস্ত্র, হযরত মুসা (আ:) ও হযরত ঈসা (আ:) জ্বালিয়েছিলেন, তাও মানুষের রক্তস্রোতে নিভে গিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কলুষিত খৃষ্ট ধর্মের সংঘাত ও সংঘর্ষ মানবতার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং বিশ্বের অনেক সুখী সমৃদ্ধশালী অঞ্চলকে প্রকৃত শ্মশাণে পরিণত করেছিল। প্রভুত্বের জন্য অবিরত সংগ্রাম ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্নধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরামহীন কলহ-বিবাদ বিশ্বের সমগ্র জাতির হৃদয়ের রক্তশোষণ করে নিয়েছিল। বিশ্বের অধিবাসিবৃন্দ এই হৃদয়হীন ধর্মান্ধতার নির্মম অত্যাচারে মথিত দলিত হয়ে তাদের তথা কথিত 'প্রভুর' অনাচার ও দুর্নীতির হাত থেকে নিস্তার লাভের আশায় বিশ্বপ্রভুর নিকট ব্যাকুল আর্তনাদ জানাচ্ছিল। [১২৯]

উপমহাদেশের মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম সিপাহসালার প্রখ্যাত জাস্টিস স্যার সৈয়দ আমীর আলী মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন :

No house was robbed, no woman was insulted, most truly has it been said, that "Through all the annals of conquest. There has been no triumphant entry like unto this one.

"কোনো গৃহ লুণ্ঠিত হলো না বা কোনো স্ত্রীলোক লাঞ্ছিত হলোনা এ সম্পর্কে যথার্থই উক্তি করা হয়েছে যে, বিজয়ের সমগ্র ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের কোনো তুলনা নেই।"[১৩০]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহানবী (সা.) এর বিস্ময়কর সংস্কারমূলক অবদান সম্যক উপলব্ধি করতে হয়ে প্রথমেই তাঁর আবির্ভাব কালের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর নজর দেয়া প্রয়োজন। তাঁর আবির্ভাব কালে মানবজাতির অবস্থা ছিল ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ইতিহাসে যাকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াহ' বা অজ্ঞানতার যুগ (AGE OF IGNORANCE) রূপে আখ্যায়িত করা হয়। এক কথায় তখন ধর্মীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে বিপর্যস্ত। এগুলো এমন নিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল যে, খোদায়ী



www.nagorikpathagar.org

হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রতিকারের আর অন্য কোনো উপায় ছিলনা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক SYED AMIR ALI যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

Never in the history of the world the need so great the time so ripe for the appearance of a deliverers.

পৃথিবীর ইতিহাসে পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের বেশী প্রয়োজন ও উপযুক্ত সময় অন্যত্র অনুভূত হয় নাই।"[১৩১]

আমীর আলী বলেছেন :

His life is the noblest record of a work nobly and faithfully performed.

একটি (অর্পিত) কাজ চমৎকার এবং বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণই হচ্ছে [মুহাম্মদ (সা.)] তাঁর (পবিত্র) জীবন।[১৩২]

রাহমাতুল্লিল আলামীন চির শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) অযথা রক্তক্ষয় আদৌ পছন্দ করতেন না। নিষ্ঠুরতার বিনিময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কামনা তিনি কখনও করেন নি। চরম শত্রুকে হাতের নাগালে পেয়েও তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেছেনঃ

"But in the hour of triumph every evil suffered was for go here, Every injury inflicted was given and a general amnesty was extened to the population of Mecca.

"কিন্তু বিজয়ীর বেশে যখন তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের উপর যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়েছিল তা তাঁরা ভুলে গেলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।"[১৩৩]

অন্যত্র তিনি বলেন : তদানীন্তন সময়ের নারী-পুরুষ অভিজাত, বুদ্ধিমান ও সাধারণ মানুষ রাসুলের ব্যক্তিগত, জীবনে সততার অভাব দেখলে অথবা শঠতা ও চাতুর্য দেখলে মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম প্রচারের স্বপ্ন মুহূর্তে খান-খান হয়ে যেত।[১৩৪]

## নানক

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর নাজিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কোরআন প্রসঙ্গে বলেছেন : "বেদ-পুরানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য পবিত্র কোরআনই একমাত্র



www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থ। ...মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর [মুহাম্মদ (সা.)] প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই।"[১৩৫]

## কেশবচন্দ্র

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মনন্দ মনীষী আচার্য কেশব চন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) নির্দেশে গিরিশ চন্দ্র সেন মহামানব মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী রচনায় ব্রতী হলে কেশবচন্দ্র গিরিশ চন্দ্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন : "তোমার জীবন মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সা.) এর স্পিরিটে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হোক।"[১৩৬]

অন্যত্র কেশব চন্দ্র সেন বলেছেন : ভারতের ব্রাহ্মবাদীগন যেন নিরন্তন এই প্রেরিত পুরুষের (মুহাম্মদ সা.) সম্মান করিতে পারেন এবং তিনি স্বর্গ হইতে যে বিশুদ্ধ একশ্বেরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন যেন তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।"[১৩৭]

## রেভারেন্ড আর, বসওয়ার্থ স্মিথ

একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর "MOHAMMED AND MOHAMMEDDANISM" গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.) ও আল কুরআন সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন : স্বয়ং নিরক্ষর কদাচিৎ পড়তে বা লিখতে সক্ষম : সেই তিনিই একটি গ্রন্থের গ্রন্থকার- যে গ্রন্থ কবিতা, আইন সংহিতা, উপাসনা পুস্তক এবং একটি বাইবেল- একের মধ্যে সব। সমস্ত মানব জাতির এক-ষষ্ঠাংশ দ্বারা আজ অবধি সম্মানিত। এটাই একটা অলৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব পদ্ধতির পবিত্রতায়, অলৌকিকত্ব বিজ্ঞতার মাপকাঠিতে, অলৌকিকত্ব সত্যের প্রতিষ্ঠিত নীতিতে। আর মুহাম্মদ (সা.) এটাকেই দাবী করেছেন তাঁর একটি মিরাকল বা মোজেযা হিসাবে, অবিহিত করেছেন তাঁর স্থায়ী একটি মোজেযা রূপে; এবং সত্যি সত্যিই এটা একটি মোজেযাই বটে! [১৩৮]

(বি : দ্র : এখানে উল্লেখ্য যে সমালোচক একজন অমুসলিম। তাই জ্ঞাতসারেই হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে, এই ভ্রমে তিনি পতিত হয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই রচনা করেছেন এই কুরআন। যদিও তাঁর এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক। সংকলক)



www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র মনীষী স্মীথ বলেছেন : পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যত বিপ্লব এসেছে ইসলাম তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সামগ্রিক, আকস্মিক এবং অসাধারণ।"[১৩৯]

তিনি আরও বলেন : "এখানে সবকিছুই উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট। এ আলোকে প্রতিটি বস্তুর উপর পড়েছে। আসলে ব্যক্তি জীবনের গভীরতম অঞ্চল চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু আমরা মুহাম্মদ (সা.) এর বাহ্যিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। তাঁর যৌবন, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা ও এর ক্রমিক উন্নতি, তাঁর ওপর মহান ওহীর পর্যায়ক্রমিক অবতরণ,তাঁর ভেতরের জীবনের জন্য তাঁর মিশন ঘোষিত হবার পরবর্তী কালের একখানা কিতাব (কোরআন) আমাদের নিকট আছে। এ কিতাবটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে সংরক্ষিত থাকার ও অবিন্যস্ত বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এই পুস্তকের আভ্যন্তরীণ সত্যতার প্রশ্নে কখনও কেহ যুক্তিযুক্ত সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। যদি কোনো গ্রন্থ আমাদের নিকট থাকে, যার মধ্যে যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের স্বত্বা রূপলাভ করেছে, তাহলে সেটি হলো পবিত্র কোরআন।"[১৪০]

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর জাতিগঠনের বিপ্লবকে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যরূপে অভিহিত করেছেন এবং তাঁকে মহামানব ও তিনটি অসামান্য জিনিসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যা প্রদান করেছেন। পণ্ডিতবর খৃষ্টান মনীষী বসওয়ার্থ স্মীথ। তিনি বলেছেন : "বিশ্ব ইতিহাসের এক পরম সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ (সা.) এর মতো একজন মহামানবের সাক্ষাত লাভ করেছে। তিনি একাধারে তিনটি জিনিসের প্রতিষ্ঠাতা

১) একটি সুমহান জাতি

২) একটি বিরাট সাম্রাজ্য এবং

৩) একটি শ্রেষ্ঠধর্ম।" [১৪১]

অন্যত্র ঐতিহাসিক বসওয়ার্থ বলেছেন : "যদি কেউ ঐশ্বরিক বিধান সম্মত শাসন-বিধি প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারেন তবে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কেউ নন।"[১৪২]

অন্যত্র বসওয়ার্থ স্মীথ সাহেব মহানবী (সা.) এর সামগ্রীক জীবনকে এভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন : "আমরা যখন তাঁর বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন মাঠের একজন রাখাল, সিরিয়ার একজন ব্যবসায়ী, হেরা পর্বতের একজন নির্জনবাসী, একজন সঙ্গীহীন সংস্কারক, মদীনায় নির্বাসন



www.nagorikpathagar.org

জীবন যাপনকারী, একজন স্বীকৃত বিজয়ী, একজন কায়সার ও কেসরার সমকক্ষ ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই তাঁকে এক ভঙ্গিতে কাজ করতে দেখতে পায়। এসব অবস্থার মধ্যে মোটেই কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়না। তাঁর মতো এমন কোন লোক পাওয়া সত্যিই কঠিন যার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয় কিন্তু তাঁর মনে কোনো রূপ পরিবর্তন আসে না, বাইরের অবস্থার আকাশ-পাতাল পরিবর্তন আসে কিন্তু তাঁর মন-মেজাজ সর্বাবস্থাতেই থাকে অপরিবর্তনীয়।"[১৪৩]

বসওয়ার্থ স্মীথ আরও বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) একাধারে সিজারের ন্যায় শাসনতন্ত্রের শীর্ষভাগে এবং পোপের ন্যায় ধর্ম মন্দিরের উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। অথচ তাঁর না ছিল পোপের পদ, না ছিল সিজারের মতো জৌলুস দীপ্ত রাজ সিংহাসন ও সাম্রাজ্য না ছিল একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী না ছিল পুলিশ বাহিনী, না ছিল কোনো দেহরক্ষী, না ছিল কোনো নির্দিষ্ট রাজস্ব। যদি কখনও কোনো মানুষ বলতে পারেন যে, তিনি সঠিকভাবে দেশ শাসন করতে পেরেছেন তবে সেটা পাবেন একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যদিও ক্ষমতার উচ্চাশা তাঁর ছিলনা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন নিতান্তই অনাড়ম্বর।"[১৪৪]

## টমাস কার্লাইল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনন্যতায় মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক, চিন্তাবিদ দার্শনিক, প্রবন্ধিক, লেখক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল বলেছেন : আরব জাতির পক্ষে এ ছিল আঁধার থেকে আলোর জন্ম; তারা এতে পেলো মহৎ জীবন। এক গরীব রাখালের জাতি পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে তার মরুভূমিতে সকলের অজ্ঞাতসারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক বীর নবীকে [মুহাম্মদ (সা.)] উপর থেকে পাঠানো হলো তাদের কাছে এমন বাণীসহ যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। দৃশ্যত যা অজ্ঞাত-অখ্যাত তা হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত, ক্ষুদ্র হচ্ছে বিরাটতম। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে আরবদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে এদিকে গ্রানাডায় আর ওদিকে দিল্লীতে বীর্য-ঐশ্বর্য আর প্রতিভার আলোকে আলোকিত হয়ে বহু যুগ ধরে পৃথিবীর এক বড় অংশের উপর আলো দিচ্ছে। একটি মৃত জাতির জীবনদান, -একি শত-শহস্র মৃত ব্যক্তির জীবন দানের চেয়ে অলৌকিক নয়?"[১৪৫]

টমাস কার্লাইল তাঁর "হিরোজ এ্যান্ড হিরো অয়ার্শিপ" গ্রন্থে রাসুল (সা.) সম্পর্কে লিখেছেন : "আমি মুহাম্মদ (সা.) কে পছন্দ করি, ভণ্ডামী থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য। নিজে যা নন তাই হওয়ার জন্য তিনি ভান করতেন না।"



www.nagorikpathagar.org

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র মনীষী কার্লাইল বলেছেন : 'সত্য ও বিশ্বস্ততার এক মানুষ। যা করতেন যা ভাবতেন তাতে বিশ্বাসী এক মানুষ। কথায় মৌন স্বভাবের একটি মানুষ। কিছু বলার মতো না থাকলে নীরব, কিন্তু কথা যখন প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞ ও অকপট; সর্বদায় বিষয় বস্তুর প্রতি আলোকপাতে অভ্যস্ত। চিন্তাশীল অকপট একটি চরিত্র তবুও অমায়িক সহৃদয় ও সামাজিক। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্য থেকে এক অনন্য মানুষ।"[১৪৬]

ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল বলেছেন : "এই আরবের মানুষ মুহাম্মদ (সা.) আর সেই একটি শতাব্দী এটি এমনটি যেন কোন স্ফুলিঙ্গ একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীর উপর পড়ল, এমন পৃথিবীর উপর, যাকে মনে হয়েছিল সামান্য কালো বালিকণা মাত্র। কিন্তু দেখতো সেই বালিকণা হয়ে দাড়িয়েছে একেবারে বারুদ, আকাশ প্রমাণ হয়ে জ্বলে উঠেছে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।"[১৪৭]

অন্যত্র মহামতি কার্লাইল বলেছেন : তিনি [মুহাম্মদ (সা.)] ছিলেন তাঁদের একজন যাঁরা প্রত্যেক জিনিস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করে তৃপ্ত হন না। প্রকৃতি স্বয়ং তাঁকে সারল্যের প্রতিমূর্তি করে গড়েছিলেন। অপরে যখন বাধাগত এবং জ্ঞান-শ্রুতিতে আশ্রয় গ্রহণ করত এবং তাতেই তৃপ্তিলাভ করত তখন এই ব্যক্তি নিজেকে বাধ্যাগতের আড়ালে গোপন করতে পারেননি। তাঁর নিজের আত্মা ও বস্তুর বাস্তবতাই ছিল তাঁর একমাত্র সহচর এবং আলোচ্য বিষয়। জীবনের বিরাট রহস্য তার অন্তর্নিহিত আশংকা ও উজ্জ্বলতাসহ তাঁর নিকট উদ্ভাসিত হলো।"[১৪৮]

(CARLYLE'S WORKS VOL-VI P-225)

খৃষ্টান ধর্মবলম্বী সহানুভূতিশীল সমালোচক, টমাস কার্লাইল বলেছেন :

"একজন দরিদ্র, কঠোর পরিশ্রমী অর্ধভুক্ত মানুষ ইতর ব্যক্তি কি জন্য পরিশ্রম করে সে বিষয়ে উদাসীন। আমি বলব, একেবারে খারাপ মানুষ নন তিনি। কোনো ধরনের ক্ষুধার চাইতে ভালো কিছু তার মধ্যে রয়েছে অথবা বলা যায় যে, এইসব বন্য আরব জাতি তেইশ বছর সর্বদা তার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে। উদ্দীপ্ত হয়েছে, তাকে তারা তেমন শ্রদ্ধাও করত না।

...তাকে বলত পয়গম্বর! কেন তিনি তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন শূন্য হাতে? তাকে ঘিরে কোনো রহস্যও ছিল না। বাহ্যত সাদামাটা পোষাক, নিজের জুতো নিজেই সেলাই করছেন, আবার যুদ্ধ করছেন, পরামর্শ করছেন; তাদেরকে আদেশও দিচ্ছেন। তারা দেখেছে তিনি কেমন মানুষ। তাকে যা ইচ্ছে সেই নামেই ডাকা যায়। এই মানুষটি এমন আনুগত্য পেয়েছিলেন যে তেমন



www.nagorikpathagar.org

আনুগত্য কোনো সম্রাট পায়নি। তেইশ বছর প্রকৃত পক্ষে ছিল একটা কঠিন পরীক্ষার কাল। আমি তার মধ্যেই এমন কিছু দেখতে পাই যা যথার্থ নায়কের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।" [১৪৯]

টমাস কার্লাইল আরও বলেছেন : "হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা যখন গাযওয়ায়ে মুতায় শহীদ হলেন, তখন হুজুরে আকরাম (সা.) বলেছিলেন যায়েদ আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভ করেছেন। যায়েদের কন্যা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর পিতার শাহাদাতের জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে দেখে বললেন, "বন্ধু লাশের কাছে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করছেন।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি করুণা ও অনুকম্পার ঝর্ণা স্বরূপ ছিলেন। এই বিষয়টি আমার নিকট খুব প্রিয় মনে হয় যে, তিনি অতিরঞ্জন ও রিয়াকারীতে খুব অসন্তুষ্ট হতেন।" [১৫০]

তিনি আরও বলেছেন : "সমস্ত ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে একমত পোষণ করেছেন যে, রাসূল (সা.) নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ নিজের হাতেই সেলাই করে নিতেন এবং কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে গেলে তাতে তালি লাগাতেন, দুনিয়ার ইতিহাসে তাঁর মতো এই ধরণের কোনো উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারে কি? তিনি মোটা কাপড় পরে মোটা আটা ভক্ষণ করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করে জীবন কাটিয়েছেন। মানুষ ন্যায়-নিষ্ঠা, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও সৎস্বভাবশীল হোক তিনি অহোরাত্র তা-ই চেষ্টা করেছেন। দুর্বলচেতা মানুষের মতো তিনি কখনও নিজের খ্যাতি কামনা করেন নি। ন্যায়-নীতি, আদল ও ইনসাফ প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।" [১৫১]

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কার্লাইল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ঐকান্তিকতা সম্পর্কে বলেছেন : "তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা স্রষ্টার নিজের মতোই সত্য, যেমন সত্য চাঁদ, সূর্য এবং প্রকৃতির সৃষ্টি অন্যান্য জিনিস। আল্লাহ যতদিন চাহিবেন ততদিন চন্দ্র, সূর্য, সকল মানুষ, সকল কুরাইশ তথা সকল বস্তুর বিনিময়েও এই সত্য সততই প্রতিভাত হইবে। ইহা অবশ্যই তাহা হইবে অন্য কিছু হইতে পারে না। মুহাম্মদ (সা.) অনুরূপ জাবাবই দিয়াছিলেন এবং তাহারা বলে যে তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্যুতিময় কালো চোখ এবং মরুভূমির গভীর হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন এই উদার মনের মানুষটির মধ্যে উচ্চাভিলাষ ছাড়া সব ভাবনা, চিন্তাই ছিল। ঐকান্তিকতায় পরাকাষ্ঠা এই নীরব মহৎ প্রাণের অধিকারীকে স্রষ্টাই বিশুদ্ধ মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং কোনো প্রবচনই তাঁর উচ্চারিত "আমি হাযির" এই অবর্ণনীয় সত্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এইরূপ আন্তরিকতা যাহাকে



www.nagorikpathagar.org

আমরা
আন্তরিকতা হিসাবেই অভিহিত করিতেছি, মূলত ঐশ্বরিক ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। এই ধরনের মানুষের বাণী যেন স্রষ্টার নিজের মধ্য হইতেই সরাসরি উৎসারিত কণ্ঠস্বর।

কার্লাইল আরও বলেন, "তিনি ছিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তরিক চরিত্র তবে মধুর সৌহার্দপূর্ণ, মিশুক সদা হাস্যময় একজন মানুষ।" [১৫২]

টমাস কার্লাইল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন : " মুহাম্মদ (সা.) শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার সাথীরা তাঁহাকে 'আল-আমীন' বা সত্যবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিত। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এই মানুষটি কাজে, কথায় ও চিন্তায় তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে- তিনি আন্তরিকতার সাথে কথা-বার্তা বলিতেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হইতে আমরা তাঁহাকে খাঁটি, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন একজন প্রকৃত মানুষ বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি।" [১৫৩]

কার্লাইল আরও বলেছেন : আধুনিক বিশ্বের সচেতন ও বিদগ্ধ পণ্ডিত মাত্রই জানেন যে, খৃষ্টানরা সাধারণত : অন্যান্য ধর্মের মহত্ব দেখতে পায়না বিশেষত : মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাদের কি প্রকার ভাব, আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অনেক খৃষ্টান পাদরি মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্পূর্ণ কপট, ভণ্ড, বিলাসী, নৃশংস ও ধর্মহীন বলে বর্ণনা করতেও দ্বিধা করেনা। তাদের ভিত্তিহীন অসার ও মিথ্যা মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে সত্যান্বেষী পণ্ডিত টমাস কার্লাইল অসাধারণ সত্য উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন : "যাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ধর্মহীন ও ভণ্ড বলিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যা বলেন। যাঁহার ভিতর ধর্ম নাই, তিনি কি কখনও ধর্ম স্থাপন করিতে পারেন? কপট, ধর্মহীন, অসার ভণ্ড লোক কর্তৃক কখনও কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। যাহাকিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে। সত্য ও সুন্দর বিশ্ব-বিধাতা যদি লর্ড হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভিতরে থাকিয়া কার্য না করিতেন, তাহা হইলে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাধ্য কি যে তিনি ধর্ম রচনা করেন? হাজার-হাজার লোক মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তী হইয়াছিল। উঠ বলিলে উঠিত, বস বলিলে বসিত। এখনও শত সহস্র লোক তাঁহার উপদেশের বশবর্তী হইয়া দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়িতেছেন, এখনও তাঁহার উপদেশক্রমে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিতেছেন, ঈদৃশ মহাপুরুষ লর্ড মুহাম্মদ (সা.) কে ভণ্ড বলা বাতুলতার পরিচয় প্রদান ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"



www.nagorikpathagar.org

তিনি আরও বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ভণ্ড বলিও না, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না, ঈশ্বরের গৌরব ভিন্ন আর কাহারও গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহাকে ভণ্ড বলিওনা। যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুঃখীদিগের এত ভালোবাসিতেন যে, প্রতি ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের দশমাংশ দরিদ্রদের প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়াল প্রভু মুহাম্মদ (সা.) কে ভণ্ড বলিওনা, যিনি বিলাসিতাকে সর্বতোভাবে ঘৃণা করিতেন, যিনি সামান্য রুটি-জল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন ও যিনি প্রতি বর্ষের পবিত্র রমযান মাসে নিভৃতে শৈল-শিখরে আরোহন করিয়া গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইতেন, সেই সাধক তপস্বীকে ভণ্ড বলিওনা। যে মুহাম্মদ (সা.) পাছে কেহ তাঁহার সমাধি স্তম্ভকে খোদা-প্রাপ্ত সম্মান দান করে, এই আশংকায় তাদৃশ সম্মান প্রদান করা অন্যায় বলিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই লর্ড মুহাম্মদ (সা.) কে ভণ্ড বলিও না, যাঁহার ধর্ম পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ভিন্ন কিছুই নহে, তাঁহার ধর্ম নিশ্চয় মহৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলিয়াছেন : ইসলাম ধর্মের সার অর্থ ঈশ্বরে (আল্লাহতে) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ; ভাল হউক, মন্দ হউক, আল্লাহ হইতে যাহা আসিবে আনন্দে তাহা গ্রহণ করাই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কর্তব্য।' ইহা যদি ইসলাম ধর্ম হয়, (তবে) আমিও ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করি।" কার্লাইল ও বর্তমান যুগ-ধর্ম, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। [১৫৪]

টমাস কার্লাইল আরও বলেছেন, "তাঁর হাসি ছিল প্রাণখোলা। তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ও ধৈর্যশীল-ন্যায়বান ও সত্যিকার অর্থে একজন মানুষ। মরুভূমির প্রচণ্ড অগ্নি ও আলোর মতো তাঁর গভীর ধীশক্তি ছিল আকর্ষিত; তাঁর জীবনের কাজ শুরু হলে মরুভূমির গভীরতা থেকে এই ধীশক্তি উন্মোচিত হয়ে ফুটে ওঠে। একটি নীরব মহৎ আত্মা-প্রকৃতি তাঁকে আন্তরিক হওয়ার জন্য নিয়োগ করেছে। তিনি তাঁর নিজের আত্মা ও বস্তুর বাস্তবতায় নিঃসঙ্গ ছিলেন। অস্তিত্বের বিরাট রহস্য-ভীতি ও দীপ্তি নিয়ে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবকিছুর মধ্যে প্রথম থেকে এই ব্যক্তির মনে প্রশ্ন ছিল; আমি কে? মানুষ যাকে পৃথিবী বলে, যেখানে আমি বাস করি, সেই দুর্বোধ্য বস্তুটা কি? জীবন কি, মৃত্যুই বা কি? আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে? হেরা ও সিনাই পর্বতের কঠিন শিলা এবং চঞ্চল বালুর নীরবতা তার উত্তর দেয়নি। এর কোনো জবাব নেই। মানুষের নিজের আত্মা, যেখানে আল্লাহর অনুপ্রেরণা আসন পেতে আছে তাকেই এর জবাব পেতে হবে। গ্রীক সম্প্রদায়ের বিতর্কপূর্ণ অর্থহীন বাক্য, ইহুদী সম্প্রদায়ের অস্পষ্ট প্রথা, আরবদের মূর্তি পূজার নিয়মমাফিক বোকামির মধ্যে ঐ প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। একজন বীর, আমি আবার বলব, একজন বীর



www.nagorikpathagar.org

এই প্রথম এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেন, যাকে প্রকৃতপক্ষে আমরা বলতে পারি প্রথম ও শেষ- তাঁর সামগ্রিক বীরত্বের আদি ও অন্ত।"[১৫৫]

ইংরেজ মহাপণ্ডিত টমাস কার্লাইল আরও বলেছেন : "আমি বলি এই মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি স্বর্গীয় বিদ্যুৎ শিখা। তাঁর পদাংক অনুসারীগণ ইন্ধন স্বরূপ এই আলোক বর্তিকার অগ্নি শিখাকে আরও সুষমা মণ্ডিত করে তুলিতেছে।" [১৫৬]

## গিরীশচন্দ্র সেন

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ পণ্ডিত, আরবী ভাষাবিদ, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের স্বীকৃত প্রথম বাংলা অনুবাদক, সীরাত লেখক 'শ্রী গিরীশ চন্দ্র সেন' মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে লিখেছেন : "যিনি কোটী কোটী নর-নারীর হৃদয় জয় করিয়া তাহাদের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের (খোদার) সিংহাসনের নিম্নে লইয়া আসিয়াছেন, প্রত্যহ পাঁচটি বার নিয়মিতরূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা-বন্দনার (বন্দেগী) বন্ধনে ধনী দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ আবাল, বৃদ্ধ যুবাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থানে সহস্র সহস্র একেশ্বরের মন্দির (মসজিদ) গগনমার্গে চূড়া উত্তোলন করিয়া যাহার অপূর্ব কীর্তি ঘোষণা করিতেছে সহস্য সহস্র ব্রতধারী সাধু, সুফী ও ওলীর স্বর্গীয় জীবন যাঁহার কীর্তিস্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে, সেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি সামান্য লোক? দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া কে না তাঁহাকে স্বীকার করিবেন? ঈশ্বর কৃপা ও দৈব প্রভাবের অভাবে কি জগতে কেহ এরূপ মহাকার্য সাধন করিতে পারেন? তিনি একজন অতি সামান্য অবস্থাপন্ন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক হইয়া কেবল দুর্জয় বিশ্বাস ও দৈবশক্তিতে একশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া সমুদয় পৃথিবীকে কাঁপাইয়াছেন। ইহাকেই বলে অলৌকিক কার্য। এরূপ মহাক্রিয়া পার্থিব বিদ্যা-বল-বুদ্ধি কলা-কৌশলে কখনও হয় না। [হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবন চরিত্র-পরিশিষ্ট]

অন্যত্র তিনি বলেছেন : ধর্মজীবন সাধন করিতে হইলে প্রথমত : অটল বিশ্বাসী মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সা.)-এর শরনাপন্ন হইতে হয়। তাঁহার অনুসরণ করিতে হয়। চারিদিকে ভীষণ শত্রুতানল জ্বলিতেছে, ঘোরতর পৌত্তলিক, বহু ঈশ্বরবাদী আত্মীয় বন্ধুগণ কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ তরবারি ধারন করিয়া প্রাণ সংহার করিতে সর্বদা সমুদ্যত, একজনও সমবিশ্বাসী যাহার নাই, এরূপ নিঃসহায়



www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (দ.) রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ও আবদুহু, লা-শারিকালাহু' অর্থাৎ সেই আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও দাস, তাঁহার কোনো অংশী নাই।

চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে; প্রস্তর নিক্ষেপ হইতেছে, উন্মুক্ত করবালসকল ঝলমল করিতেছে, তাহাতে বিশ্বাসী মুহাম্মদের (দ.) ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি যেই হিরা পর্বতের গুহায় এই প্রত্যাদেশ-বাণী শ্রবণ করিলেন : একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর (আল্লাহ) পূজিত হইবেন, অন্য কাহারও পূজা হইতে পারিবে না; পৌত্তলিকতার আবর্জনা হইতে এদেশকে বিমুক্ত কর, তুমি এই 'মাহসত্য' সর্বদা ঘোষণা করিতে থাক। অমনি এই প্রত্যাদেশ শ্রবণে জ্বলন্ত বিশ্বকে প্রদীপ্ত হইয়া সিংহবলী মুহাম্মদ (সা.) ভয়ঙ্কর শত্রুদলের মধ্যে অকুতোভয়ে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। প্রথমে একজনও সহায় ও বন্ধু ছিল না, কেবল প্রিয়তমা সহধর্মিনী খাদীজা দেবী (রা:) সমবিশ্বাসিনী ছিলেন।

...সর্বাগ্রে খাদীজা (রা:) স্বামী ঈশ্বরানুগৃহীত প্রত্যাদিষ্ট মহাজন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া হিরা-গিরির প্রস্রবণ প্রান্তে তাঁহার নিকট ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্বাসী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা নগরে, বাজারে ও পল্লীতে অকুতোভয়ে উচ্চ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কোনো দেবদেবীর মূর্তি পূজা করিওনা, এ সকল কল্পিত ও অসত্য। নিরাকার, অনন্ত, অদ্বিতীয় ঈশ্বরই (আল্লাহই) একমাত্র উপাস্য। তিনি সর্বত্র সদা পূজিত হইবেন, তাঁহার উপাসনাতে জীবের পরিত্রাণ।" এ সকল কথা ঘোষিত হইলে নগরের চতুর্দিকে পৌত্তলিক আরর জাতির হৃদয়ে উহা অসহ্য হইল নগরের চতুর্দিকে হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হয়। দুর্দান্ত উদ্ধত পৌত্তলিক আরব জাতির হৃদয়ে উহা অসহ্য হইল, সকলে মার মার শব্দে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। যখনই কোনো প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ জগতে নব বিধান ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই ভোগ বিলাসানুরক্ত ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র সংশয়ী সংসারী লোকেরা সেই বিধানের ও বিধান প্রবর্তক মহাপুরুষের বিরোধী হয়, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহাতে বিধাতারই জয় হয়। তখন মক্কা নগরস্থ প্রসিদ্ধ কাবা মন্দিরে ৩৬০ টি দেব দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সকল মূর্তি পূজিত হইত। দেশ দেশান্তর হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রিক আসিয়া মূর্তি দর্শন ও কাবা প্রদক্ষিণ করিত। মহাপুরুষ মুহাম্মদের (সা.) পিতামহ ও পিতৃব্য প্রমুখ কাবা মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত দেব-দেবী সকলের ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদের (সা.) উক্তি শুনিয়া পিতৃব্যদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত মহাপুরুষের জীবন



www.nagorikpathagar.org

অনুক্ষণ সঙ্কটাকীর্ণ ছিল, প্রতি মুহূর্তে শত্রু হস্তে তাঁহার নিহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু তিনি বিশ্বাস বলে মহানবী হইয়া তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না।

একদা তিনি বহির্দেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা (রা:) রোরুদ্যমনা। ইহা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি দুঃখ উপস্থিত বল?" তাহাতে কুমারী কাঁদিয়া বলিলেন, "পিতঃ! বড় বিপদ উপস্থিত, আজ শত্রুগণ শপথ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তোমাকে জীবিত রাখিবে না। তাহারা অসি হস্তে কা'বা মন্দিরের প্রাঙ্গণে তোমার প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছে। আমি তোমার জীবন রক্ষার আর কোনো উপায় দেখিতেছিনা।" এই কথা শুনিয়া বিশ্বাসী হযরত বলিলেন, "মা, ভয় করিওনা, সুস্থির হও, তোমার পিতাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। আল্লাহ আমার সহায়, প্রার্থনা আমার বল, আমি দুর্ভেদ্য বিশ্বাস-বর্মে আচ্ছাদিত, কাহার সাধ্য আমার উপর অস্ত্র চালনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়? তুমি জল আনয়ন কর, আমি অঙ্গ-শুদ্ধি (ওযু) করিয়া নামায পড়িব।" তদন্তর হযরত একান্ত ভক্তি ও ব্যাকুল অন্তরে উপাসনা ও প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রার্থনান্তে তিনি যেন সিংহ বলে বলীয়ান হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে আশ্চর্য জ্যোতি ও স্বর্গীয় তেজ প্রকাশ পাইতেছিল। উপাসনার পরেই তিনি কা'বা মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। শত্রুগণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ মণ্ডলে অলৌকিক তেজ ও প্রতাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন সে দৈব (অদৃশ্য) শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের উপর অস্ত্র চালাইতে তাহাদের হস্ত সঙ্কুচিত হইল।

মনীষী প্রবর গিরীশ চন্দ্র সেন আরও লিখেছেন : ...মদিনাবাসিগণ তাঁহাকে মহা শ্রদ্ধা ও সমাদরে গ্রহণ করে। মদিনার সমুদয় লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে মক্কা জয় এবং কা'বা মন্দির পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। অচিরে সমগ্র আরব দেশে বিশ্বাসের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। [১৫৭]

## ধর্মানন্দ মহাভারতী

মহাপুরুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বৈচিত্রময় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মানন্দ মহাভারতী বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : আরব দেশের হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত বড় পুরুষ পুঙ্গঁব। ইনি কি সামান্য মানব? মানব হইলে এতটা সম্ভবপর কি? ইনি মানবরূপে দেবতা, ইনি মহাপুরুষরূপে স্বর্গের অন্যতম সামর্থ্য, এতটা মহত্ত্ব কখনও কি সম্ভব হয়?



www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মদ (দ.) নামে পৃথিবীতে অগন্য রাজ্য, গ্রাম, নগর, বিদ্যালয়, অনাথ, আশ্রম, চিকিৎসালয়, দান-গৃহ, ধর্মালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। সুবর্ণ মুকুট পরিহিত সম্রাট প্রবর হইতে আরম্ভ করিয়া পথের কাঙ্গাঁলী মুসলমান পর্যন্ত সকলেই মুহাম্মদের (দ.) নামে মস্তক অবনত করে। মহাবীরের তরবারি, কবির লেখনী, শিল্পীর তুলিকা, শাস্ত্রধারীর শাস্ত্র মুহাম্মদের (দ.) নামে অবনত হয়। ভাবিয়া দেখ, মুহাম্মদ (দ.) কি ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ নহেন? ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল, বল মুহাম্মদ (দ.) মর্ত্যধাম হইতে অন্তর্ধান হইয়াছেন এখনও লোকে তাঁহাকে নিত্য ভক্তি করিতেছে। তাঁহার জন্মস্থান ও মরণ-সমাধি দেখিবার জন্য কোটি-কোটি মানব মাঘের শীত জৈষ্ঠের গ্রীষ্ম, সমুদ্রের তরঙ্গ বর্ষার ঝঞ্ঝাবাত, পথের দস্যুতা অথবা মরুভূমির প্রাণ-নাশক বায়ুর প্রকোপ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া প্রেমভরে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলিয়া বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে। মুহাম্মদ (দ.) মানব নহেন, তিনি দেবতা। যদি তাঁহার মানবত্ব লইয়া বিচার কর, তাহা হইলে দেখিবে, তাঁহার সময় জগন্মণ্ডলে তাঁহার মতো পুরুষ আর কেহ ছিল না।

মুহাম্মদ (দ.) বিবাহিত পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহিত পুরুষের মধ্যে তিনি পরিগণিত হইলেও তাঁহাকে আমরা উদাসী বলিয়াই গণ্য করি। তিনি জনকের ন্যায় গৃহী হইয়াও যোগী, সংসারী হইয়াও পদ্মপাত্রের বারির ন্যায় সংসারের সহিত নির্লিপ্ত। দুঃখের বিষয় মুহাম্মদের (দ.) জীবন চরিত্র এদেশে এখনও আলোচিত হয় নাই। মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য গভীর অধ্যাত্মযোগের প্রয়োজন, তাহা বর্তমান সময়ের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এখন ও উৎপন্ন হয় নাই। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তিনি মেষ পালকের ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন, তদনন্তর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অতি নির্জনে ভগবৎ-ধ্যান উপাসনা এবং গুহ্যতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের গভীরভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ৪০ বৎসর পরে তিনি ধর্ম জগতে "ভগবানের দূত" বলিয়া পরিচয় দেন। ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মহাসমাধি অবলম্বন করেন; মদিনা নগরীতে তাঁহার মনোহর সমাধি মন্দির এখনও বর্তমান রহিয়াছে। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, বীরত্ব, সত্য পরায়নতা, স্বাধীনতা, ভগবৎ উপাসনা, ব্রহ্মতন্ময়তা প্রভৃতি মহৎগুণে রাসূল মুহাম্মদ (দ.) বিভূষিত ছিলেন। তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর বহুমানবের পরোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। জগতে নব ধর্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, মায়াময় অজ্ঞ ও অন্ধ সংসারকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে



www.nagorikpathagar.org

আলোকিত করিয়া গিয়াছেন এবং অত্যাচর, অবিচার, অধর্ম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা প্রভৃতি দমন করিয়া বিনাশের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে সে সময়ের মধ্য এশিয়াকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মুসলমানদিগের দ্বারা পৃথিবীতে ধর্ম, বিদ্যা, উদারতা, শিল্প, বাণিজ্য, সমর-কুশলতা প্রভৃতির বহুল চেষ্টা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। ফকীর মুহাম্মদ (দ.) জগতের ইতিহাসে অন্যতম অপূর্ব অলংকার। ইনি স্বর্গের দেবতা মায়াময় মর্ত্যের মনুষ্য নহেন।

অতুল বিক্রম ও বিভবে বিভূষিত হইয়াও মহামতি মুহাম্মদ (দ.) দীনহীন উদাসী (সন্ন্যাসী) ছিলেন। তিনি কখন ও বিলাস ও আলস্যকে অবলম্বন করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি জামাতার প্রতি স্নেহ, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, পণ্ডিতের প্রতি যথোচিত আদব, বীরের প্রতি খাতির, ধার্মিকের প্রতি ভক্তি, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি প্রবন, অত্যাচারীর প্রতি করুণা মহামতি মুহাম্মাদের (দ.) জীবনের অলংকার ছিল। তাঁহার এক এক কথায় স্বর্গ মর্ত ও পাতাল প্রকম্পিত হইত; তাহার এক এক নীতিতে পুরাতন পৃথিবীর মধ্যে ঘোরতর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। মুহাম্মদের (দ.) সেই তেজ এখনও মুসলমান জাতিতে বিদ্যমান; যতদিন চন্দ্র-সূর্য, যতদিন আকাশ নক্ষত্র, যতদিন মুসলমান ও মসজিদ, যতদিন কা'বা ও কোরআন বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের সহিত ইসলামের পবিত্র নাম (মুহাম্মদ (সা.) সমযুক্ত হইতে থাকিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।" (মিহির ও সুধাকর ৫ই শ্রাবণ ১৩০৯ সাল।) [১৫৮]

## রেভারেন্ড মহেন্দ্রনাথ বসু

রেভারেন্ড মহেন্দ্রনাথ বসু ইউনিটি ও মিনিষ্টার সম্পাদক, ব্রাক্ষ্য ধর্মের প্রচারক মহানবী (সা.) এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : "স্বগীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত মাহপুরুষ মুহাম্মদ (দ.) ঈশ্বরবাণীতে পূর্ন হইয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরব রাজ্যকে কম্পিত করিয়া দুর্দান্ত দস্যু সদৃশ আরব জাতিকে জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্মরত্নে ভূষিত ও একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের নামে দীক্ষিত করেন। সংকীর্ণ হৃদয় সাম্প্রদায়িকতার রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবদুল্লাহ-তনয় ও তৎপ্রদর্শিত ধর্মকে অকারণ যেরূপ ঘৃণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী কখনও কলঙ্ক বিস্মৃত হইবেনা। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ধর্ম মানবকুলের অশেষ কল্যাণের ভার লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে নিতান্ত বিকৃত স্বভাব না হইলে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী।



www.nagorikpathagar.org

যখন ঘোর তাপসী নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক তথা হইতে প্রায় নির্বাণ হইয়া গিয়াছিল; যখন অন্য সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র খৃষ্টসমাজও কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও মহাপাপের আলয় হইয়াছিল তখন পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা, সূর্য পূজার মূলোচ্ছেদ করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রায় সমস্ত আফ্রিকা খণ্ড, আরব, তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফগানিস্তান ও স্পেন রাজ্য পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করে। একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নাম খলীফাদিগের রাজ্যের সহিত সমব্যাপী হইয়াছিল। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপের এখন এত শিরোভূষন ও গৌরব স্বরূপ হইয়াছে তাহা কেবল ইসলাম ধর্মের প্রসাদে যে তথায় পুরুদ্দীপিত হইয়াছিল মুসলমান ধর্মের পরম শক্র নিতান্ত বিকৃত হৃদয় ব্যক্তিরাও একথা অস্বীকার করিতে সাহসী হয়না। ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে ধরিত্রীর ন্যায় ইহা বিভ্রান্ত ইউরোপকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল। জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য বিধাতার হস্তের ইহা যে কত মহোপযোগী যন্ত্র এখন আমরা তাহা সম্পূর্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।" (নে
: ইসলামের সৌজন্যে) [১৫৯]

## আর্থার গিলম্যান

বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ আর্থার গিলম্যান মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন : "মক্কা বিজয় মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দুর্ব্যবহার তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে সকল প্রকার রক্তপাত থেকে বিরত রাখেন। মহাবিজয় স্বরূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র ১০ (দশ) অথবা ১২ (বার) ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করা হয়। মাত্র চারজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১০৯৯ ইং সালে জেরুজালেম অধিকার কালে খৃষ্টান ক্রুসেডাররা ৭০ হাজার মুসলিম নারী-শিশু ও অসহায়দের নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল।" [১৬০]

## নগেন্দ্রনাথ

ঐতিহাসিক শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা, প্রত্নতত্ত্ববিদ, লেখক তিনি বলেন : "ইসলামের বিশ্বজনীনত্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানবগণ আজ ধরায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের ভাব ও ভাষার আদান প্রদান করিতে এবং কর্মে যোগসূত্র স্থাপন করিতে প্রয়াসী। ... প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ষ ব্যাপিয়া এই সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন - তাহাও ইসলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান।



www.nagorikpathagar.org

আজ যদি জগতের লোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরন করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতে পারে। সেই পূর্ন কীর্তির চরিত্র কথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহা হইলেই আইন কানুনের শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার-হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোনো আবশ্যকতা থাকিবেনা। তাহা হইলে হিংসা-দ্বেষ, কলহ বিষাদ ধরা পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায়। ...যদি তাঁহার উদারহণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করিতে পারে, যদি সে ভাবোচ্ছাসে চালিত হয় তাহারই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতে পারে তাহা হইলে এই ভারতে স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হইতে পারে? তাহা হইলে কখনও অশান্তির উদয় হয় না।[১৬১]

## মেজর এ. লিউনার্ড

সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন ধারার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ স্থান ও কালের দূরত্ব ম্লান করতে পারেনি। সেইজন্য তাঁর জীবনাদর্শ সর্বকালে, সর্ব-লোকের জন্য আদর্শ স্বরূপ ও গ্রহণযোগ্য। তাইতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ ও লেখক 'মেজর এ, লিউনার্ড' মুগ্ধ কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছেন : "পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন এবং স্বীয় জীবনকে উত্তম ও পবিত্র প্রেরণা অনুযায়ী আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে থাকেন। তবে নিশ্চিতরূপেই সেই মানুষ হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)"[১৬২]

তিনি আরও বলেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে গভীরভাবে বুঝতে হলে যে কোনো অনুসন্ধিৎসুকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ (সা.) নিছক কোনো আধ্যাত্ম ব্যবসায়ী কিংবা সাধারণ খোশামুদে ভবঘুরে ছিলেন না বরং যে কেন যুগের কিংবা কালের শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আদর্শের ধারক ছিলেন। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ ছিলেন না বরং বলা যায় সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু নবী হিসেবেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, দেশ প্রেমিক, রাষ্ট্রনায়ক এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা হিসেবেও শ্রেষ্ঠ, যিনি একটি মহান জাতি ও সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছেন। উপরে বর্ণিত তিনটি শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াও তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস এখন শ্রেষ্ঠতর হিসেবে বিবেচিত, উপরন্তু তাঁর প্রচারিত বিশ্বাসও সত্য। এই কারণে সত্য যে, তিনি তাঁর নিজের কাছে, তাঁর অনুসারীদের কাছে সর্বোপরি তাঁর আল্লাহর নিকট সত্য ছিলেন। উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীকে স্বীকৃতি দানের পর একথাও মেনে নিতে হবে যে, ইসলাম একটি নিগূঢ় সত্য ধর্ম। যা তাঁর অনুসারীদেরকে মানবীয়



www.nagorikpathagar.org

দুর্বলতার অন্ধকার দিকসমূহ হতে উত্তরণের মাধ্যমে উচ্চতর সত্য ও আলোর জগতে নিয়ে যেতে চায়।[১৬৩]

মেজর লিউনার্ড আরও বলেন : ইসলামের মর্মবাণীর দুটি বিষয় বিশেষ করে আমাকে আকর্ষণ করেছে।

একটি আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা অন্যটি প্রশ্নাতীত আন্তরিকতা-মানব সমাজের অতুলনীয় সম্পদ, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়। আন্তরিকতা এমন একটি বিষয় যাকে স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হয়না- যা ভালোবাসার মতো অসংখ্য পাপকে ঢেকে ফেলে" [১৬৪]

তিনি অন্যত্র বলেছেন : "আরববাসীদের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাঁদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ আজও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত। বিজেতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তারা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। [১৬৫]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে যত বিপদ আপদ এসেছে তিনি সেসব বিপদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মেজর এ, জি, লিউনার্ড বলেছেন : এরূপ এক ভীষণ পরীক্ষা ও ভয়াবহ সংঘর্ষের মাঝে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অপেক্ষা কম দৃঢ়চিত্ত অনেক মহৎ ব্যক্তি এবং প্রকৃত বীর পুরুষও পশ্চাদপদ হয়ে যেতেন ও পরাজয় স্বীকার করে নিতেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন কঠিনতর উপাদানে তৈরী। পরাজয় বলে কোনো বস্তুকে তিনি স্বীকারই করতেন না। আল্লাহ তাঁর সহায় ছিলেন বলে সাফল্য ছিল তাঁর নিকট স্থির-নিশ্চিত এবং পূর্ব হতেই অবধারিত। [১৬৬]

অন্যত্র লিউনার্ড বলেছেন : "ইতিহাসে তাঁর ন্যায় আর কোনো নবী, রাসূল বা সংস্কারক দেখা যায়না-যিনি এত স্বল্প সময়ে মানুষের জীবনে এতবড় অলৌকিক এবং বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছেন। ... প্রথম যুগের কোনো নবী সত্যের এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেরূপ মুহাম্মদ (স.) উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথমত : তিনি নিজেকে নবী হিসেবে এমন মানুষদের নিকট পেশ করেন যারা তাঁর সকল মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। যারা তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানতেন তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর গোলাম, তাঁর চাচাতো ভাই, তাঁর সবচেয়ে পুরানো বন্ধু-যার সম্বন্ধে মুহাম্মদ (সা.) নিজেই মন্তব্য করেছেন : একমাত্র সেই বন্ধু কখনও পরিত্যাগ করেনি এবং কখনও ভীত হয়নি, এ সব লোকই প্রথম তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। সাধারণত : নবীগনের ভাগ্যে



www.nagorikpathagar.org

যা ঘটে, মুহাম্মদের (দ.) সম্পর্কে হয়েছে তার বিপরীত ব্যাপার। যাঁরা তাঁকে জানতো না, তাদের ছাড়া অন্যান্যদের নিকট তিনি অপরিচিত ছিলেন না।[১৬৭]

## রুস্তমজি

মি হোমি, জে, রুস্তমজি বার-এট-ল বলেছেন : "ইসলামের পয়গম্বর হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি উঁচু-নীচুর পার্থক্য দূর করে মানব-জাতিকে সত্য ও সাম্যের বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি মানব জাতির পরিচালক। নৃপতিগণের মধ্যে তিনি মহোত্তম নৃপতি ও নিরহংকারিগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নিরহংকারী। আমি যতদূর জানি, ইসলাম সাম্যের যে শিক্ষা দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে তা দেখা যায় না।[১৬৮]

## হারগ্রোনজে

প্রফেসর স্নাউক হারগ্রোনজে বলেছেন : "মানবীয় জাতিসংঘের আদর্শ অন্য কোনো ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানবজাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।[১৬৯]

সত্যনিষ্ঠ মনীষী প্রফেসর হারগ্রোনজে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোনো নতুন ধর্মের দাবী করেন নাই। কিন্তু ইসলামের পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এমন এক আন্তর্জাতিক একতা ও ভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল যে, ইহা জগতের অন্যান্য জাতিকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। কৃষ্ণকায় খৃষ্টানগণ শ্বেতকায় খৃষ্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করতে পারেনা, কোনো খৃষ্টান পুরোহিত নিগ্রো রমণীকে বিবাহ করলে সমাজচ্যুত হন; মানুষ জীবন্ত প্রথিত হয়। মুসলমানগণ খৃষ্টান জাতির সম্বন্ধে যে সব অনাচারের অভিযোগ করে, সেই ধরনের অনাচারের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা খৃষ্ট সমাজের অনুন্নত নৈতিক মানের পরিচয় দেয়। প্রকৃত সত্য এই যে; বিশ্ব মানবের একতা ও সংহতির প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে অবদান রেখেছে জগতের অন্য কোনো জাতির সাথে তার তুলনা মিলে না।[১৭০]



www.nagorikpathagar.org

## মেজর জেনারেল ফার্লজ্ঞ

মেজর জেনারেল ফার্লজ্ঞ বলেছেন : "সেই মহান আরবী [মুহাম্মদ (সা.)] ও তাঁর বিশ্বাসের , তাঁর প্রকাশিত ও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ ও ক্রটির, তাঁর কাল ও পারিপার্শ্বিকতার সুদীর্ঘ পরিপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন অধ্যয়নের পর যে অধ্যয়ন চল্লিশ বছরের বেশী সময়ে ব্যাপ্ত এবং সকল শ্রেণি ও জাতির মুসলমানদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক যুক্ত আমাদের আবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক ও ইতিহাস শ্রষ্টাদের তালিকায় এই নবীর স্থান খুব উচ্চে, শিবিরে ও পরামর্শ সভায় সমভাবে।

মানুষের শাসনকর্তা, প্রশাসক এবং সাহসী ও হাঙ্গামাকারী উপজাতি বা সুস্থিত জাতির সংগঠক হিসেবে। রাজনীতিজ্ঞ, বন্ধু এবং শত্রুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মুহাম্মদ (সা.) এবং যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও জনসাধারণের মধ্যে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সকলের ভালোবাসা, খ্যাতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তিনি। [১৭১]

## জুয়াফ আলেকজান্ডার

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মিরাজ সম্পর্কে বিখ্যাত প্রাচ্যপণ্ডিত জুয়াফ আলেকজান্ডার বলেন : "কোনো এক অমুসলিম মনোবিজ্ঞানীর নিকট রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মিরাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন : "মিরাজে ইলেক্ট্রনিক্স যান/বাহন (বারকী সওয়ারী) ব্যবহৃত হয়েছিল। বারক শব্দের অর্থ হলো 'আলো অথবা বিদ্যুৎ'। তোমার ফ্যাক্স কিভাবে কাজ করে (?) টি. ভি. এর ডিশ এর আলোক চুম্বকীয় তরঙ্গঁ (Electro-magnetic wave) হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী চিত্রকে অবিকল তোমার সামনে উপস্থিত করে (?) ফ্যাক্স মেশিন কয়েক সেকেন্ডে হাজারো মাইল দূরবর্তী কোনো প্রান্তে হুবহু সংবাদটি পৌঁছে দেয়? এগুলোতে আলো এবং বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বারাক বা বিদ্যুৎ ও আলো ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব, তাঁর মিরাজ সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" [১৭২]



www.nagorikpathagar.org

## ডাব্লিউ, ডাব্লিউ হান্টার

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইয়ে লিখেছেন : "আরব জাতির পৌত্তলিকতার ধ্বংস করার জন্য মহাপ্রভুর স্বর্গীয় আয়োজনের অনুগ্রহে উল্লেখিত হয়েছিল মুহাম্মদীয় ধর্ম। [১৭৩]

## আফেন্দি দাদর মাজায়েম

আফেন্দি দাদর মাজোয়েম নামক এক খৃষ্টান পাদ্‌রী বলেছেন : "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ঐ ব্যক্তি যিনি মাত্র ১০ বছরের মধ্যে এক নতুন বিজ্ঞান, নতুন ধর্ম এবং সম্পূর্ণ অভিনব সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করে জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তিনিই মুহাম্মদ (সা.)। [১৭৪]

মি. জি. সি. ওয়েলস

মি. জি. সি. ওয়েলস বলেছেন : "আরবদের ভিতর দিয়েই মানব জগৎ তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। ...ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়ে নহে। [১৭৫]

## চন্দ্রশেখর

বিখ্যাত পরিব্রাজক ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন বলেছেন : "কেবলমাত্র ষোল বৎসরের বালক হযরত আলীকে (রা:) ও বিবি খাদিজাকে (রা:) সাথে করিয়া যিনি সংসারে সনাতন ধর্ম প্রচার করিতে সাহসী ও পরিবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারের ফলে সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক স্থান ব্যাপিয়া এই ধর্ম চলিতেছে তিনি ও তাঁহার সেই ধর্ম যে বিধাতা প্রেরিত তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।" [১৭৬]

## সাইমন ওকলে

১৭০৮ সালে প্রকাশিত হয় সাইমন ওকলে বিরচিত 'HISTORY OF THE SARACENS' এই গ্রন্থে ইউরোপে প্রথমবারের মতো উল্লিখিত হয় যে, ইসলামের নবী (স.) তাঁহার তরবাবির মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন নাই বরং পুস্ত কটিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণে জিহাদ এর স্বরূপও ব্যাখ্য বিশ্লেষণ করা হয়। [১৭৭]

## ভলতেয়ার

১৭৫১ খ্রি প্রকাশিত হয় ফ্রাঁসোয়া ভলতেয়ার এর "LES MOVERS ET LESPIRIT DES NATIONS" এই পুস্তকে তিনি নবী (সা.) কে একজন



www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানী ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ রূপে উপস্থাপন করেন। এই কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে, ইসলামের নবী (সা.) ও মুসলমানরা খৃষ্টানদের অপেক্ষা অধিকতর সহনশীল ছিলেন।"[১৭৮]

## তিরোমল রাও রেপল

তিরোমল রাও রেপল বি, এ, এল,এল, বি বলেন : "বিশ্বব্যাপী মানব জাতির একত্বের কথা ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছিল এমন এক দেশে যে দেশে মেয়ে, দাস-দাসী ও বিদেশীদের উপর অত্যাচার ছিল আরব সম্ভ্রান্ত সমাজের জন্মগত অধিকার। পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির অখণ্ডতা ঘোষণা করিয়া দিল এবং ইহার ফলে সমগ্র আরব জাতি একটি উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়া গেল, যাহারা মেয়েদের প্রতি সুবিচারকারী, দাস-দাসীর মুক্তি বিধানে তৎপর এবং রাহী-মুসাফির তাহাদের আদর-অভ্যর্থনায় বিমুগ্ধ। হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বনবী ও তাঁহার অনুসারীদের কাছ থেকে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।" [১৭৯]

## রবার্ট ব্রীফল্ট

বিখ্যাত অমুসলিম মনীষী রবার্ট ব্রীফল্ট লিখেছেন : "আরবদের অবদানের ফলেই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা বহু বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের এমন একটি স্তরও চোখে পড়েনা, যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ নাই। যে ইউরোপীয় সভ্যতা আজ আধুনিক বিশ্বের প্রধান শক্তি এবং এর সাফল্যের চূড়ান্ত উৎস বলে পরিগণিত, সেই সভ্যতা গঠনে ইসলামের অবদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চেতনায় ইউরোপে আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে জানি, বিজ্ঞান অনুসন্ধানের সেই নবচেতনা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ এবং অংক শাস্ত্রের উন্নয়ন, পরিমাপ পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রীকদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইউরোপে এই নবচেতনা ও পদ্ধতি আরবরাই প্রবর্তন করে।" [১৮০]

রবার্ট ব্রীফল্ট অন্যত্র বলেছেন : "আরবদের কাছে আমাদের বিজ্ঞানের ঋণ শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কারের মধ্যেই নিহিত নেই। আরব সংস্কৃতির কাছে আমাদের বিজ্ঞান আরও গভীরভাবে ঋণী; আমাদের বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আরবীয় সংস্কৃতি থেকেই সম্ভব হয়েছে।" [১৮১]



www.nagorikpathagar.org

## শ্রীরাম প্রাণগুপ্ত

শ্রীরাম প্রাণগুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭) 'আরতি' পত্রিকায় মহানবী (সা.) এর যে জীবনী প্রকাশ করেছিলেন তা 'হযরত মোহাম্মদ' নামে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। 'নবনূর' পত্রিকার প্রকাশক মোহাম্মদ আসাদ চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে 'ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ' তা প্রকাশ করে। হযরতের জীবনীর ইতিহাসানুগ আলোচনা শেষে লেখক শ্রীরাম প্রাণগুপ্ত বলেছেন : "মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানব জাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীত হইয়াছিল। এ জীবনের আদ্যান্ত মধুময় ... অভিশম্পাৎ বা কটু বাক্য একদিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।[১৮২]

বাবু রাম প্রাণগুপ্ত অন্যত্র বলেছেন : "বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিৎ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুহাম্মদ (সা.) এর গুণগানই মুখ্যভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল।" [১৮৩]

রসূলে করীম (সা.) এর চিন্তা ও কর্মের ঐক্য এবং সংহতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন : এই পবিত্র নবী [মুহাম্মদ (সা.)] মুখে যাহা বলিয়াছেন কর্মজীবনেও উহা অবিকল প্রদর্শন করিয়াছেন। "এই পবিত্র নবী বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন পর্যন্ত গমন কর"-যখন ইউরোপ কুরুচি ও মুর্খতার গভীর গহ্বরে নিমগ্ন ছিল, যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাকিনীগণ জীবন্ত দগ্ধ হইতে ছিল ও জ্ঞানার্জন হলাহল সদৃশ ঘৃণিত হইত তখন মোসলেমগণ স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং শিল্প বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেছিলেন।"[১৮৪]

## HIRSHFELD

HIRSHFELD বলেছেন : "আরব দেশের জনগণ ইসলামের প্রভাবে যতটা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ইতোপূর্বে কোনোদিন তা সম্ভব হয়নি।" [১৮৫]

## মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

প্রখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রচনা করেন 'শেষ পয়গম্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম' নামক গ্রন্থটি। এটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক বলেন : "যতদিন এই জগতে মনুষ্য কোলাহল পূর্ণ থাকিবে; যতদিন এই জগতে



www.nagorikpathagar.org

জগদ্বাসী ধর্মকে একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানে ধর্মের অনুসরণ করিবে, যতদিন আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা সমস্ত মানুষ সেই এক পরম প্রেম ময়ের প্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় রত থাকিবে ও তাহার মহিমা কীর্তনে লালায়িত হইবে ... । ততদিন এই বিশাল সংসারে সেই হযরতের নাম গগণস্থিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অতি উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত থাকিবে । [১৮৬]

তিনি আরও বলেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈশ্বরের আদরের বস্তু ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রিয় বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা অপেক্ষা ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? সেই হযরত মুহাম্মদের (সা.) জীবনী পাঠে হৃদয় বিভু-প্রেম সাগরে ভাসিতে থাকিবে, হৃদয়ের কলুষ দূর হইবে, সংসারের শোক-তাপ অপসৃত হইয়া শান্তি সুখের অধিকারী হইবে, মন চিরানন্দ উপভোগ করিবে। নীচতা হৃদয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে এবং মানবমণ্ডলী সমগ্র জগতকে সমভাবে দেখিতে থাকিবে। সেই মহাত্মার হৃদয়ের বল এত অধিক ছিল যে, হিংসা দ্বেষ, লোভ, পাপ তাপ-সংকুল সংসার মধ্যে থাকিয়া তিনি নিষ্পাপ হৃদয়ে ধর্ম চর্চায় সাহসী হইয়াছিলেন, সংসারের বাধা বিঘ্ন অনায়াসে পদদলিত না করিয়া তিনি হৃদয়কে কলুষহীন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।[১৮৭]

## নিকলসন

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিকলসন বলেছেন : "পবিত্র নগরীর আত্ম সমর্পণে আরবদেশে মুহাম্মদ (সা.) এর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, তাঁর কার্য সমাধা হলো। বিভিন্ন বেদুঈন গোত্রের প্রতিনিধিগণ বিজয়ী মুসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। এবং শত্রুপক্ষকে লুটপাট করবার অভিপ্রায়ে নিস্পৃহভাবে ইসলামের প্রতি আস্থাভাজন হলো।"[১৮৮]

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব লক্ষ্য করে অধ্যাপক নিকলসন বলেন : " মুহাম্মদ (সা.) এর বিজয়ের গুরুত্ব তাঁর পার্থিব ক্ষতি সাধনের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি এতে সংশ্লিষ্ট ছিল সে বিষয় চিন্তা করলে আমরা অবশ্য স্বীকার করব যে, বদর যুদ্ধ মারাথানের মতোই ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুদ্ধ।[১৮৯]

## যোমারা

ফরাসী ইতিহাসবিদ 'যোমারা' মহানবী (সা.) এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি তাঁর আপন গ্রন্থ 'তুরস্কের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ২৭৬-২৮০



www.nagorikpathagar.org

পৃষ্ঠায় লিখেছেন : “দুনিয়ার কোনো মানুষ মুহাম্মদ (সা.) এর লক্ষ্যের চেয়ে উত্তম লক্ষ্য সম্মুখে রাখে নাই। তাঁহার এই মহান লক্ষ্যটি কি? খোদা ও বান্দাহর মধ্যবর্তী কুসংস্কার দূর করা, মানুষের অন্তরে খোদাকে অধিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া, মানুষকে খোদার রঙে রঞ্জিত করা এবং হাজার-হাজার মিথ্যা খোদার পরিবর্তে প্রকৃত খোদার নিষ্কলুষ ও পবিত্র ধারণা উপস্থাপিত করা। আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ এত বিরাট কাজ হাতে নেই নাই। অথচ এই কাজটির উপায় ও সুযোগ-সুবিধাও সাধ্যাতীত। লক্ষ্য সুউচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিতান্ত অল্প এতদসত্ত্বেও অত্যুজ্জ্বল ফলাফল লাভ করা যদি কোনো মানুষের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক হইতে পারে তবে এই ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুকাবিলায় অন্য কেহ দাঁড়াইতে পারে কি? জগতের অন্যান্য প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ শুধু অস্ত্র-শস্ত্র, আইন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা বেশী-বেশী অভ্যস্ত শাক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা প্রায়ই তাহাদের সৃষ্টির সম্মুখে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) শুধু লশকর-সেনাবাহিনী, আইন পরিষদ বিশাল সাম্রাজ্য, জাতি, পরিবারকেই সক্রিয় করেন নাই; বরং পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে এইসব কোটি-কোটি মানুষের অন্তরেও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এমন একটি জাতীয়তার গোড়া পত্তন করেন যাহা দুনিয়ার বিভিন্ন গোত্র ও ভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাইয়া একটি মহাজাতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। এই মহাজাতি মিথ্যা খোদার ঘোর বিরোধী এবং এক খোদার প্রেমিক। তাহারা সকল মিথ্যা খোদার উপাসনালয় ধ্বংস করিয়া ভূপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। ...মহান চিন্তাবিদ, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নবক্তা আইন রচয়িতা, সিপাহসালার, অন্তরজয়ী, বিশুদ্ধ জীবন দর্শনকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠাকারী বহুরাজ্য ও উহাদের উপর খোদায়ী শাসন প্রতিষ্ঠাতা ইনি হইলেন মুহাম্মদ (সা.)।

যেসব মাপকাঠি দ্বারা মানুষের মহত্ব ও উচ্চতা পরিমাপ করা যায়, তাহা উপস্থাপিত কর, এরপর বল, দুনিয়াতে তাঁহার [মুহাম্মদ (সা.)] চেয়ে মহান কোনো ব্যক্তি কোনো সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি? [১৯০]

## আর্থার এন. ওয়ালস্টন

মনীষী আর্থার এন, ওয়ালস্টন বলেছেন : “মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোনোদিন আর তা অতিক্রম করতে পারেনি; কিংবা কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। [১৯১]



www.nagorikpathagar.org

## ডব্লু মন্টোগোমারি ওয়েস্ট

ডব্লু মন্টোগোমারি ওয়েস্ট বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন কুশলী শাসক। শাসনকার্যের জন্য লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।"[১৯২]

## সি. ডব্লু. সি. ওমান

সি. ডবু. সি. ওমান বলেছেন : "ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারের মতো আরব ভূমিতে জগৎ সম্মোহনকারী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি ঘটনা প্রবাহকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন গোটা মাহাদেশীয় জীবনে।" [১৯৩]

## স্টিফেন্স

প্রফেসর স্টিফেন্স বলেছেন : "মহাবিজ্ঞতা প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে তিনি [মুহাম্মদ (সা.)] একই সঙ্গে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পরিবর্তন এনেছিলেন।[১৯৪]

## ডি. জি. হোগারথ

অমুসলিম মনীষী ডি, জি, হোগারথ বলেছেন : "তাঁর [মুহাম্মদ (সা.)] দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সব কিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে যা আজও কোটি কোটি মানুষ সজ্ঞানভাবে মেনে চলেছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোনো অংশ নির্ভুল মানুষ হিসেবে আর কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা চলেনা।" (A HISTORY OF THE ARABIA) [১৯৫]

## স্যার গোকুল চান্দ নারজ্ঞ (বার এট-ল)

স্যার গোকুল চান্দ নারজ্ঞ (বার এট-ল) বলেছেন : আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিল এক নতুন জীবন তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক। আর শিক্ষা বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল একদিকে বাংলা অন্যদিকে স্পেনের উপর। [১৯৬]



www.nagorikpathagar.org

## জওয়াহেরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্ম এর সত্যতা, সরলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়-নীতি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণীত করে। কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত একদিকে শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত নিস্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। ... তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা (ইসলাম) ছিল মুক্তির দিশারী।[১৯৭]

## ড. তারাচান

ভারতীয় ঐতিহাসিক ড. তারাচান লিখেছেন : "বিশ্বাসের সরল সূত্র উত্তমরূপে বর্ণিত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের গঠনতন্ত্রীয় তত্ত্ব নিয়ে ইসলাম দৃশ্যপটে উপস্থিত হলো। ... যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছেন তা অত্যন্ত সরল প্রাঞ্জল। এ ধর্মে খুব কমসংখ্যক উপদেশাবলী ও আচার-অনুষ্ঠান বর্তমান, কারণ কোরআন অনুসারে আল্লাহ মানবের ভাবকে হালকা ও সরল করতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধনীয় কেন্দ্রীয় উপদেশ হলো ঈশ্বরের একত্ব এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধর্মানুষ্ঠান দৈনন্দিন প্রার্থনা (নামাজ) উপবাস (রোজা), তীর্থযাত্রা (হজ্জ্ব), দীন (যাকাত) এবং আল্লাহর (প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাঁর প্রতি (মুহাম্মদ সা.) বিশ্বাসই হলো এ ধর্মের প্রধান প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক দিক থেকে এ ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রভাবনীয় বৈশিষ্ট্য হলো-মুসলমানগণের মধ্যে একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা এবং পুরোহিত শ্রেণীর অনুপস্থিতি। ১৯৮

## ড. গেস টাউলী

ড. গেস টাউলী 'আরব সভ্যতা' গ্রন্থে লিখেছেন : "ইসলামের সেই উম্মী নবীর [মুহাম্মদ (সা.)] ইতিবৃত্ত বড় আশ্চর্যজনক। তৎকালে কোন বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সেই উচ্ছৃংখল জাতিকে তিনি এক আওয়াজে বশীভূত করেন অতঃপর সেই জাতিকে এমন স্তরে নিয়ে যান যার দ্বারা পরাশক্তি গুলো তছনছ হয়ে যায়। বর্তমান কালেও সেই উম্মী নবীর কবরে অবস্থান করে ও লক্ষ-লক্ষ খোদার বান্দাকে ইসলামের কালেমার উপর অটল রেখেছেন।[১৯৯]



www.nagorikpathagar.org

## এ, টি, ইয়েনবি

প্রখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক এ, টি, ইয়েনবি বলেন : "মানুষের বংশগত এবং জাতিগত তারতম্যকে সমূলে বিনাশ করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর আনীত জীবনাদর্শ ইসলামের সর্ববৃহৎ গৌরবময় অবদান রয়েছে। আর একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজ জাতিরা পরস্পর বন্ধন ও সম্পর্ক স্থাপনে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও বংশগত এবং জাতিগত তারতম্য ও গর্বকে মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা চরম ব্যর্থতার শিকার হয়।" [২০০]

## জোসেফ হেল

মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রশংসা করতে চাইলে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায়, মানুষ যা কিছু সুন্দর ও মহৎ কল্পনা করতে পারে, যা কিছু কল্যাণ ও উত্তম ভাবতে পারে একক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই ছিলেন তার জীবন্ত প্রতীক বা জ্বলন্ত আদর্শ। তাঁর সর্বোত্তম চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে মনীষী জোসেফ হেল বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাকে না হইলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁহার কৃতিত্বময় ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়াছে। [২০১]

## আবদুল মুত্তালিব

'আস্‌সিরাতুন নাবুবিয়্যাহ' প্রথম খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাসুল (সা.) এর শ্রেষ্ঠতম জীবনীকার 'ইবনে হিশাম' লিখেছেন : "মা আমিনা ইন্তেকালের পর শিশু মুহাম্মদ (সা.) এর লালন-পালনের দায়িত্ব আব্দুল মোত্তালিব গ্রহণ করলেন। ... কাবা শরীফের পার্শ্বেই আব্দুল মোত্তালিবের জন্য বিছানা পেতে রাখা হতো এবং তাঁর পুত্ররা সকলে তাঁর সেই বিছানার চারপাশে বসতো, তিনি যতক্ষণ বের না হতেন ততক্ষণ তারা স্থির হয়ে বসে থাকতো এবং তাঁর মর্যাদার খাতিরে কেউ তাঁর বিছানার উপর বসতো না। এই সময় রসুল (সা.) সেখানে আসতেন এবং মোত্তালিবের সেই বিছানার উপর বসে পড়তেন। তাঁর চাচাগণ তাঁকে ধরে সরিয়ে দিতে গেলেই আব্দুল মোত্তালিব তাঁদেরকে বলতেন, আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। 'আল্লাহর কসম! সে নিশ্চয়ই সম্মানিত! তারপর তাঁকে নিজের বিছানায় নিজেই বসাতেন, পিঠে হাত বুলাতেন এবং তিনি যা কিছুই করতেন তাতেই তিনি আনন্দিত হতেন।" [২০২]



www.nagorikpathagar.org

## সরোজিনী নাইডু

ভারতের প্রখ্যাত কবি 'সরোজিনী নাইডু' বলেছেন : "ইসলামই হচ্ছে প্রথম ও একমাত্র ধর্ম যা গণতন্ত্র প্রচার ও বাস্তবে প্রয়োগ করে। মসজিদে আযানের পর সকল মুসল্লীরা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। এখানে কোনো বাছ-বিচার নেই। কে ধনী, কে গরীব অথবা কে বাদশাহ কে নকর এখানে সবকিছুই একাকার। সবাই হাঁটু ভেঙ্গে সেজদাবনত হয়ে ঘোষণা করে "আল্লাহ সর্ব শক্তিমান" নামাজ আদয়ের মধ্যে গণতন্ত্র মূর্ত হয়ে ফুটে উঠে। আমি ইসলামের এই অবিভাজ্য ঐক্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি যা একজনকে আর একজনের ভাইয়ে পরিণত করে। লন্ডনে একজন মিশরীয়, একজন আলজেরীয় একজন ভারতীয় ও একজন তুর্কীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে কারো জন্মভূমি মিশর অথবা কারো জন্মভূমি ভারত হলে তাতে কি আসে যায়। [২০৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন : "ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সমানাধিকারবাদ ঘোষণা করে। প্রতীচ্য জগত ক্রমশ এই নীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইসলাম পরস্পর বিরোধী ধর্মবিশ্বাস গুলোকে একভাবাপন্ন করিবে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। [২০৪]

## জি ও ছাই

বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত জিও ছাই লিখেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে অতি উচ্চ ধরণের মনুষত্ব ও ভদ্রতা ছিল। এমন কি গোটা বিশ্ব মানবের চেয়েও তাঁর মধ্যেই সবচেয়ে বেশী মনুষত্ব ছিল। [২০৫]

উইলিয়াম এ, ডি, উইট এবং স্যামুয়েল নিসেনসন

খ্যাতনামা এই দুই পণ্ডিত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : ... যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের নেতা হয়ে সম্রাটের ক্ষমতার মতো ক্ষমতাবান হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে দরিদ্রতম দরিদ্রের জীবন যাপন করেছেন। যিনি ক্রীতদাসকে শুধু বিনামূল্যে আযাদী দান করে তৃপ্ত হতে পারেন নি, তাকে নিজের পুত্র বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করে জগতকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। যিনি মানুষের মাঝে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার আদর্শ নিজ জীবনের প্রত্যেকটি কাজ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন-দয়া, ক্ষমা, পরমত সহিষ্ণুতা, শান্তভাবে বিপদের সময় স্থিরচিত্ত থাকা, কোনো বিপদ-আপদেই মুষড়িয়ে না পড়ে আল্লাহর উপর চরম ভরসা করে থাকা



www.nagorikpathagar.org

... কত বলব? কোন গুণে নয়? তিনি ছিলেন সত্যিকারার্থেই একজন আদর্শ মানুষ। [২০৬]

## আর ডব্লিউ সুর্ডন

মনীষী আর, ডব্লিউ সুর্ডন বলেছেন : ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা ছিল একেবারে শেষ পর্যায়ের। ল্যাটিন শিক্ষিত সমাজকে যখন কেউ প্রশ্ন করতো যে, মুহাম্মদ (সা.) কে ছিলেন? কীভাবে তিনি এমন সব নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করলেন? তখন এ লাতিনী উত্তর দিতো যে, মুহাম্মদ (সা.) একজন যাদুকর ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) যিনি তার যাদুর বলে আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের লোকদের মুসলমান বানিয়ে ফেলেন।

মধ্যযুগের তথাকথিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের রোপন করা ফসলই আগত শতাব্দীগুলোতে খৃষ্টান জগতকে কেটে সাফ করতে হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের বে-খবরী ও অজ্ঞতা তাদের দ্বারা এমন সব মূর্খতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড করিয়েছে যা উল্লেখ করলে যেমন হাসি পায় তেমনই অনুশোচনাও অনুভূত হয়। মুহাম্মদ (সা.) কে যারা যাদুকর বলে, তারা আজ একথা ভাবতে বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, বিশ্ব কি তার মতো অন্য আর একজন ধর্মীয় পথ প্রদর্শক জন্ম দিয়েছে?" [২০৭]

## ড. প্রফেসর কিথ আল মূর

ড. কিথ আল মূর (KEITH AL MOORE) একজন বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি কানাডার টরেন্টো বিশ্ব বিদ্যালয়ের ANATOMY AND EMBRYOLOGY (শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শরীর তত্ত্ব ও ভ্রূণ বিদ্যা) বিভাগের অধ্যাপক; ভ্রূণ তত্ত্বের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন শরীফের সুরা হাজ্বের ৫ (পাঁচ) নং আয়াতে যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং এতদসংক্রান্ত হাদীস যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত কুরতুবী শরীফে সংকলিত হাদীসের আলোকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বললেন : শুক্রকীট থেকে একটি মানব জন্মের যে ক্রমধারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বহু পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ে আছে, পৃথিবীর যান্ত্রিক আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ তা জানতে পেরেছেন অনেক পরে। এবং কম্পিউটার দেখেছে হুবহু কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত পন্থায়ই প্রথমতো শুক্রকীট চল্লিশ দিন মায়ের শরীরে বিচরণের পর আকস্মিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। পুনরায়



www.nagorikpathagar.org

চল্লিশ দিন পরে অনুরূপ একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। একইভাবে চল্লিশ দিন পরে তা মানব শিশুর আকৃতি ধারণ করে এবং ঠিক কিতাব ও সুন্নাহর বর্ণনা অনুপাতেই বিস্ময়করভাবে হঠাৎ করে হাত, পা, নাসিকা, কর্ণ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধিত হয়।

এ সকল তথ্য বিশ্বনবী (সা.) পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন একটি সময়ে প্রকাশ করেন। যখন স্যাটেলাইট কম্পিউটার, রিমোট এবং অনুবিক্ষণ তো দূরের কথা, তাপমাত্রা পরীক্ষা (জ্বর) করার থার্মোমিটারও পৃথিবীতে আবিস্কৃত হয়নি। অথচ মুহাম্মদ (সা.) একজন নিরক্ষর মানুষ হয়ে কি করে এ সব তথ্য ১৪০০ (চৌদ্দশত) বছর পূর্বে যথাযথ সত্য-সত্য বলতে পারলেন! অতএব, নিসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর রাসুল এবং সংবাদদাতা। [২০৮]

## ড. প্রফেসর তাকাসুন

থাইল্যান্ড অধিবাসী ড. প্রফেসর তাকাসুন ANATOMY AND EMBRYOLOGY (শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শরীর তত্ত্ব ও ভ্রুণ বিদ্যা) এর বিজ্ঞানী। তিনি থাইল্যান্ডের চাংসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শরীর তত্ত্ব ও ভ্রুনবিদ্যার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজের ডীন। তিনি বলেছেন : নবী মুহাম্মদ (সা.) লিখতে ও পড়তে জানতেন না, অথচ তিনি যা প্রচার করেছেন সবই সত্য, বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুক্তিসঙ্গত এবং কল্যাণময়ী, কি করে তা সম্ভব হলো? নিশ্চয়ই এ জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে লব্ধ বৈ কিছুই নয়। সুতরাং নিসন্দেহে তিনি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত নবী ও রাসুল।[২০৯]

## ড. প্রফেসর টি. ভি. এন পার্সৌট

ড. প্রফেসর টি, ভি, এন পার্সৌট, এই বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী কানাডার মেনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের anatomy বিভাগের প্রধান এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন। প্রফেসর পার্সৌট মহানবী (সা.) এর যে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাহলো : "যখন লাম্পট্য, দুশ্চরিত্রতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং চতুর্দিকে ব্যাপ্তি লাভ করবে, তখন এমন রোগের আর্বিভাব হবে, যা আগে কখনও ছিল না।"



www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন : মুহাম্মদ (সা.) ১৪০০ শত বছর পূর্বেই যৌনাচারের অনিষ্ট সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। য়া উপরোক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অতএব আমি হাদীসটিকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে ধরে নিচ্ছি।

তিনি আর ও বলেন : আজ আমরা উক্ত হাদীসের আবশ্যকতা ও মূল্য বুঝতে পারছি। কারণ দুশ্চরিত্রতা যখন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ও চতুর্দিকে ব্যাপ্তিলাভ করবে, তখন আগে যে অসুখের অস্তিত্ব ছিল না, সেগুলো দেখা দেবে। যেমন আজ সমকামিতা (HOMOSEXUALITY) বেশ্যাবৃত্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক পশ্চিমা দেশে বৈধকরণ করে নেয়া হয়েছে, এমনি যৌন বিপ্লবের (SEXUAL REVOLUTION) পর এর প্রসারতা বেড়ে গেছে। তিনি আরও বলেন; হাদীসে যে নতুন রোগের কথা বলা হয়েছে, এইডস হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে বুঝা যায় রাসুল (সা.) এর কথা সঠিক।[২১০]

## প্রফেসর জনসন মার্শল

আমেরিকার ফেনাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানিয়েল ইনষ্টিটিউটের ডাইরেকটর ও anatomy বিভাগের প্রধান। তিনি বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কখনও কোনো প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না। আমি ইতিপূর্বে মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে যত মন্তব্য করেছি তা ছিল উদ্ভট, বানোয়াট ও মনগড়া। সুতরাং এখন আমি স্বেচ্ছা স্বজ্ঞানে, বাস্তব উপলব্দি করেই স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল ও সংবাদ দাতা।[২১১]

## শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্যার শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও উপন্যাসিক। তিনি মহানবী (সা.) প্রসঙ্গে বলেছেন : "তারপর একদিন খুলে গেল অন্ধ আঁখি নহে শুধু মক্কাবাসী অর্ধ পৃথিবীর লোক ঈশ্বর প্রেরিত বলে 'প্রত্যক্ষ চিনিল তোমা, তোমারে গ্রহণ করি, ভুলে গেল রোগশোক।"[২১২]

## বাবু প্রকাশ দেও

লাহোরের স্বনামখ্যাত বাবু প্রকাশ দেও বলেন : "হযরত মোহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। যে সকল মহাপুরুষ অজ্ঞ ও তিমিরাচ্ছন্ন যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতির বিধানানুযায়ী জগতে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ



www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শন এবং সত্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত করিয়াছেন, হযরতের সমগ্র জীবনী তাহার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার আবির্ভাবে জগদ্ব্যাপী কল্যাণ সাধিত হইয়াছে; তাঁহার নিকট কেবল আরব কেন, সমগ্র জগত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মানবের হিতসাধনকল্পে এরূপ কোনো নির্যাতন আছে কি যাহা এই মহাপুরুষ সহ্য করেন নাই এবং এমন কোনো বিপদ আছে কি যাহার সম্মুখীন তিনি হন নাই? আরবের ন্যায় অসভ্য ও বিকৃত প্রদেশে একেশ্বরবাদ শিক্ষা প্রদান ও সকলকে সরলপথে আনয়নের জন্য তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য সুসম্পন্ন হইল। সঙ্কীর্ণমনা ও হিংসা দ্বেষ পূর্ণ লোকেরা এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু ও উদারচেতা তাঁহারা কখনও মানবের হিত ও উন্নতি সাধন প্রয়াসী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর বহুল উপকার বিস্মৃত হইয়া অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। যাহারা এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণমনা ও সত্যদ্রোহী।[২১৩]

## J. R. MOTT

ইসলাম ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে J. R. MOTT বলেছেন : "গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপরেখা ইসলামের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে।"[২১৪]

## এডওয়ার্ড মনটেট

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের জন্য অনেকে অগাধ ধনরাশি বিসর্জন দিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে পথের ভিখারী সেজেছেন, বিলাসিতার কোলে লালিত পালিত সুখময় জীবন পরিহার করে মুহূর্তের মধ্যেই ধর্মের কঠোর বিধি নিষেধ বরণ করে নিয়েছেন। কেন এমনটি হয়েছে এই প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড মনটেট চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : "বুৎপত্তিগত অর্থ ও ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ইসলাম মূলত : অতীব ব্যাপকভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদের যে সংজ্ঞা ধর্ম বিশ্বাসকে যুক্তির গূঢ় তত্ত্বের উপর সংস্থাপিত করে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কেবল ইসলাম ধর্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কুরআন ধর্ম-বিশ্বাসে যুক্তিবাদের সূচনা করিয়া সমভাবে ইহা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং এই গ্রন্থে একেশ্বরবাদের মহিমা, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এরূপ স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে যে, ইসলামের গণ্ডির বাহিরে তদ্রুপ কচিত পরিদৃষ্ট হয়। এই ধর্মমত এত সরল এত জটিলতাহীন ও এত সহজবোধ্য যে, মানুষের বিবেক আর্কষণ করার ক্ষমতা ইহার আছে বলিয়া আশা করা যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অদ্ভুতরূপে আছে।"[২১৫]



www.nagorikpathagar.org

## ডাক্তার হুগো মার্কাস

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রসঙ্গে ডাক্তার হুগো মার্কাস বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সৈনিক পুরুষ, একজন বীর পুরুষ। যতদিন শত্রুকুল তাঁহার সৎকর্মে বাধা প্রদান করিয়াছে ও অসৎ কর্মে বদ্ধমূল রহিয়াছে, ততদিন তিনি অসি ধারণ ও তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয় মণ্ডিত ও শত্রুকুল নিরস্ত্র হওয়া মাত্র তাঁহার মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষকে আর শত্রু মনে করেন নাই, তাঁহাকে মার্জনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলত স্বয়ং বিজয়ী বিজিতের বন্ধুত্ব লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। এই হইল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আচরণ তাঁহার উদার ও বীরোচিত আচরণ। পরবর্তী কালে ও মধ্যযুগে ইউরোপ বীরত্বকে অতীব সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু এই বীরত্বের জন্মস্থান আরব দেশ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহার সর্বপ্রথম প্রদর্শক।"[২১৬]

## প্রফেসর টি. ডব্লিউ. আরনল্ড

প্রফেসর টি. ডব্লিউ. আরনল্ড বলেছেন : "প্রারম্ভ হইতে ইসলাম এরূপ একটি প্রচার সাপেক্ষ ধর্ম যাহা মানবগণের আন্তরিকতা লাভ করিতে প্রয়াসী হয়, এবং তাহাদিগকে ইসলামের সাম্যবাদে দীক্ষিত করিতে ও মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলীভুক্ত করিতে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামের অভ্যুদয় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই প্রণালী চলিয়া আসিতেছে।" [২১৭]

তিনি অন্যত্র বলেছেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ধর্ম ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তা শুধু তাঁর স্বদেশবাসীর মন মেজাজ, তাদের ধ্যান ধারণা এবং তাদের দেশের প্রধান রীতি পদ্ধিতির জন্য উপযোগী ছিল না বরং তা সমগ্র মানব জাতির সাধারণ ধ্যান-ধারনার সাথে এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে মানবজাতির অর্ধেকেরও বেশী লোক তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং এথেকে ধরে নেয়া যায় যে, এই তত্ত্বের অনুসারীদের তথা তাদের মনকে অনুগত করার মতো যথেষ্ট উপকরণ এতে রয়েছে।" [২১৮]

অধ্যাপক আরনল্ড আরও বলেছেন : "মক্কায় তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে প্রতিবছর ইসলাম ধর্ম নানা জাতির বহু ভাষাভাষী মুসলিমকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পবিত্র মক্কায় আকর্ষণ করে আনে। মুসলিমগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাস করলেও তাদের ব্যক্তিগত উপাসনার মুহূর্তে ঐ পবিত্র মক্কার দিকে মুখ করে



www.nagorikpathagar.org

থাকে। ধর্মবিশ্বাসীদের মনের উপর যৌথ জীবনবোধ এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে দৃঢ় প্রস্তাব বিস্তারের অন্য কোনো ধর্ম এইরূপ পথনির্দেশ করতে পারেনি। এই ধর্মের সর্বোত্তম যৌথপ্রার্থনায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিগ্রো সুদূর প্রাচ্যের চীনবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অভিজাত সম্পন্ন একজন তুরস্কবাসী সুদূর মালয় সাগরের কোনো গ্রাম্য দ্বীপবাসীর মধ্যে তার মুসলমান ভাইকে চিনে নিতে ভুল করেন না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় সারা মুসলিম জগতে বিশ্ববাসীদের হৃদয় পবিত্র নগরীতে জমায়েত ভাগ্যবান মুসলিম ভাইদের সৌভাগ্যে উদ্বেলিত হয়, যেমন 'ঈদুল আযহা' উৎসবে তারা তাদের গৃহের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বিনিময়ে উদ্বুদ্ধ হয়। ...জাতি, বর্ণ বা পূর্ব পরিচয় যাই হোকনা কেন একজন মুসলমান ইসলামে বিশ্বাসী ভ্রাতাগণের মধ্যে অবশ্যই অভিনন্দিত হবে, সে সমান অধিকার পাবে। ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি; এবং এই শাক্তির ফলঃশ্রুতি সারা জগৎ অনুভব করবে, আরও বেশি করে অনুভব করবে যত পৃথিবীর সীমানা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হবে। যে ইসলাম ধর্ম সাতশত মিলিয়ন আত্মার আনুগত্য দাবী করে সেই ইসলাম-ই পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় অসাম্যের একমাত্র সমাধান। এটা শুধু আমার অলীক বাগড়ম্বর নয়। ঘটনাই প্রমাণ করে দিচ্ছে এই সত্য : পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকায় যেসব ঘটনা ঘটছে তার মননশীল পর্যবেক্ষক এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ একমাত্র ইসলাম ধর্মে একটি বাস্তব জাতি সংঘের ধারণা দেয়া হয়েছে এবং এই ধারনা সঠিক বাস্তব পথ নির্দেশ করছে।" [২১৯]

## গডফ্রি হিগিনস

গডফ্রি হিগিনস (GODFRY HIGGINS) তাঁর "APOLOGY FOR THE LIE OF MOHAMMED" নামক গ্রন্থে লিখেছেন : খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের স্মরণ রাখা উচিত যে মুহাম্মদের (সা.) বাণী তাঁহার অনুগামীগণের মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, যীশুর প্রাথমিক যুগের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। যীশুখৃষ্টকে যখন ফাঁসির মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার শিষ্যগণ পালাইয়া যায়; তাহাদের ধর্মানুরাগ মুছিয়া যায় এবং তাহারা নিজের গুরুকে মৃত্যুর কবলে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত মুহাম্মদ (সা.) এর শিষ্যবৃন্দ, তাহাদের নির্যাতিত পয়গম্বরের আসে পাশে আসিয়া সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও হযরতকে শত্রুর উপর জয়যুক্ত করে।" [২২০]



www.nagorikpathagar.org

গডফ্রি অন্যত্র বলেছেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিছক কোনো ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবী। একথা এতই স্পষ্ট যে, এই ব্যাপারে বিশেষভাবে বলার প্রয়োজনবোধ করিনা। তাঁকে যারা সবসময় ঘিরে ভালো মানুষদের একটি প্রাথমিক প্রভাবশালী মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এই সকল লোকেরা তাঁর ঘোষিত আল্লাহর বিধান মেনে চলতেন এবং তাঁর সকল শিক্ষা ও জীবনাচরণ অনুসরণ করতেন।"[২২১]

## এমারসন

মাহমানবের মহিমা ও মাহাত্ম্যের রূপকল্প বিধৃত করতে মনীষী এমারসন একটি চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষার : "জগতবাসীর মত অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ, নিজের মতো অনুযায়ী নির্জনে বাস করাও সহজ। তিনিই মহামানব যিনি লোকালয়ের মধ্যেই নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।"[২২২]

তিনি অন্যত্র বলেছেন : "জগতের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বৃহৎ ও শক্তিশালী আন্দোলনই হইতেছে কোনো-না-কোনো প্রেরণারই জয়। মুহাম্মদের (সা.) পরে আরবেরা যাঁহারা দীন-হীন অবস্থা হইতে সামান্য কয়েক বৎসরে রোম সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন-তাঁহারা ইহার একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহারা কি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানিতেন না। একটি আদর্শের (মুহাম্মদ সা.-এর) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নগ্ন আরব রোমান অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের ন্যায় যুদ্ধ করিতেন এবং রোমান পুরুষদের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রসদ ও সরঞ্জাম ছিল শোচনীয়ভাবে অল্প। তাঁহাদিগকে মিতাচার বাহিনী, বলা যায়। তাঁহাদের খাদ্যের জন্য মদ বা মাংসের প্রয়োজন ছিল না, তাঁহারা বার্লি খাইয়া এশিয়া, আফ্রিকা ও স্পেন জয় করিয়াছিলেন।"[২২৩]

## ড. স্টোডডারড

বিখ্যাত মনীষী DR. STODDARD রাসুলে করীম (সা.) প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মহান শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রভাব তুলে ধরেন এই বলে : জগতের অন্যান্য নামকরা নামগুলো ধীরে এবং দুঃখজনক সংগ্রামে ও সর্বশেষ নবধর্মে দীক্ষিত পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের সহায়তায় বিজয় লাভ করিয়াছিল। যেমন :



www.nagorikpathagar.org

খৃষ্টধর্মের পৃষ্টপোষক হিসাবে কনষ্টানটাইন, বৌদ্ধ ধর্মের অশোক এবং জরথুস্ত্রের ধর্মের সাইরাস, যাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় ধর্মের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তির বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামের এরূপ কোনো পৃষ্টপোষক ছিল না। মানব ইতিহাসে অখ্যাত একটি যাযাবর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত একটি মরুময় দেশে আবির্ভূত হইয়া ইসলাম সর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ মানবীয় পৃষ্ঠপোষকতা লইয়া প্রবলতম বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং দুই শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের চন্দ্রখচিত উজ্জ্বল পতাকা পীরানীজ পর্বত হইতে হিমালয়, মধ্য এশিয়ার মরুভূমি হইতে মধ্য আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের মধ্যে বিজয় গৌরবে আন্দোলিত হইতে লাগিল।"[২২৪]

## প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ড

প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ড এর মতো ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক মাদকতা নিবারণে আমেরিকার ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ASPECT OF ISLAM শীর্ষক গ্রন্থে পরোক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাদকতা নিবারণে অপূর্ব সাফল্যের বিষয় উল্লেখ না করে পারেন নি। ALCOHOL কে একটি সভ্যতাবিরোধী অভিশাপ বলা হয়েছে। আমেরিকার পাপ ও দুর্নীতির পরিসংখ্যান পড়লে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শের কথা ভালো করে উপলব্ধি করা যাবে, তাইতো বাধ্য হয়েই ম্যাকডোনাল্ড বলে ফেলেছেন : "মাদক দ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থা ইসলামের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম সভ্যতা বিস্তারে ইহার কল্যাণকর প্রভাব রহিয়াছে। আমার মতে ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মাদক নিবারণের অনুরূপ ব্যবস্থা খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগে গৃহীত হয় নাই যার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট সামাজিক দূর্নীতি মাদক দ্রব্য সেবন হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। ধর্ম প্রবর্তকের (হযরত মুহাম্মদ সা.-এর) এই মাদকতা নিবারণের জন্যই মদ্যপানের প্রতি ঐতিহাসিক বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক আইনের দ্বারা মাদকতা নিবারণ কার্যকরী করার চেষ্টা বর্তমান যুগে অনুরূপ সাফল্যের আশার সঞ্চার করেনা। আমেরিকার দশ কোটি অধিবাসী (বর্তমানে বিশ কোটিরও বেশী) যুক্তরাষ্ট্রে ইহাকে এইরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সেখানে এমন ভীষনভাবে আইনের উপেক্ষা করা হয়, অন্ত ত : বর্তমানে ইহা কার্যকরী হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এই সমাজ সংস্কারকে (মাদকতা নিবারনকে) পরিপূর্ণ করিতে হইলে অবশ্য আমাদিগকে সভ্যতার ধীরে ধীরে উন্নতির অপেক্ষা করিতে হইবে।" [২২৫]



www.nagorikpathagar.org

## স্যার জন সেলী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী, জাতি ও বর্ণের সমস্ত বৈষম্য চিরতরে মুছে গিয়ে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবরূপ লাভ করেছে। অন্য কোনো মহাপুরুষ তাঁদের শিষ্যদের জীবনে এই সাম্যকে রূপায়িত করতে সক্ষম হননি। একমাত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) ই অধঃপতিত ও উপেক্ষিত শ্রেণীসমূহকে সর্ব দিক দিয়ে উন্নত করেছেন। স্যার জন সেলী (SIR JOHN SELLY) বলেছেন : "সাধারণতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরই অসভ্য বর্বর জাতিরা বর্বরতার উর্দ্ধে উঠিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।"[২২৬]

## ARNOLD AND GUILLAMI

আরনল্ড ও গিলামি বলেছেন : যে সংকীর্ণ বেদনাদায়ক দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্য, ইতিহাস ও (মানুষের) চিন্তা ধারার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায়, ইসলামের বৈরাগ্য ও পৌরহিত্য-বিরোধী আদর্শই তাহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে সাহায্য করে।"[২২৭]

## MAX-NEUBURGER

ম্যাক্স নিউবার্জার বলেছেন : "ইসলামী সভ্যতা যাহা উহার প্রথম গৌরবের মুহূর্তে বৈচিত্র ও সজীবতার দিক দিয়া প্রাচীন রোমান সভ্যতাকে এবং ব্যাপকতার দিক দিয়া পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।"[২২৮]

## এডমন্ডবার্ক

বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক ভারতের সাবেক গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইমপিচমেন্ট সম্পৃক্ত বক্তৃতায় ইসলামের নবী প্রবর্তিত মুসলিম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঘোষণা করেন : "মুকুট ধারী সম্রাট থেকে দীনতম প্রজা পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত আইন সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাজ্ঞতম মনীষীবৃন্দের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে প্রথিত এই ইসলামী আইন হইতেছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত ন্যায় শাস্ত্র।"[২২৯]



www.nagorikpathagar.org

## আবু তালিব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চাচা ছিলেন আবু তালিব। তিনি ইসলাম কবুল না করলেও জীবিত থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা.) এর সাহায্য সহযোগীতাসহ সর্বক্ষণ ছায়ার মতো থেকেছেন। আব্দুল মোত্তালিবের পর তিনিই ছিলেন রাসুল (সা.) অভিভাবক। ইসলাম প্রচার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা রাসুল (সা.) এর প্রাণের বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। তখন আবু তালেব হযরতের গুণ-গরিমার উল্লেখ করে একটি দীর্ঘ (১১০টি পদ) কবিতা আবৃত্তি করেন। যার একটি পদের অর্থ নিম্নরূপ : "স্ফটিকবর্ণ সে, তাঁহার বদন মণ্ডলের দোহাই দিয়া মেঘপূঞ্জ পানি ভিক্ষা করিয়া থাকে। সেই যে নিঃস্ব অনাথের শরণ-সেই যে দুঃখিনী বিধবার রক্ষক।"[২৩০]

মহানবী (সা.) এর চাচা এবং তাঁর অভিভাবক। রাসুলে আকরাম (সা.) এর বিয়েতে (হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সঙ্গে যে বিয়ে হয়েছিল) চাচা আবু তালিব খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে যে ভাষা উচ্চারণ করেছেন তা শ্রবণযোগ্য। তিনি বলেন : "ইনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি ধন সম্পদে কম; কিন্তু উত্তম চরিত্র ও নৈতিক পরাকাষ্ঠার ব্যাপারে যে ব্যক্তিকেই তাঁর মোকাবিলায় রাখা হবে তিনি তার চেয়ে অধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রমাণিত হবেন। ধন সম্পদ সকালে আসে বিকালে যায়। কাজেই এতে কম হলেও ক্ষতি নেই। তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কে তোমরা সকলেই জান। তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের পাণিপ্রার্থী। তাঁর সমস্ত নগদ ও বাকী মোহরানা আমার সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হবে। আল্লাহর কসম এরপর তার ইযযত ও মাহাত্ম্য গগনচুম্বী হয়ে যাবে।[২৩১]

## ড. ইম্যানুয়েল ডাস

মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থের নাম আল কোরআন। যেই কোরআনের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। সেই কোরআনুল কারীম প্রসঙ্গে মনীষী DR. EMANUEL DUETSCH বলেছেন : একটি পুস্তক যার সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডার অপেক্ষা, রোম অপেক্ষা, পৃথিবীর বৃহত্তর ভূ-ভাগ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, রোমের যত শতকবর্ষ লেগেছিল তার জয় সম্পূর্ণ করতে আরবদের লেগেছিল তত দশক। এরই সাহায্যে সমস্ত সেমেটিক জাতির মধ্যে কেবল আরবরাই এসেছিল ইউরোপে রাজারূপে, যেখানে ফিনিশীয়রা এসেছিল



www.nagorikpathagar.org

বণিকরূপে আর ইহুদীরা এসেছিল পলাতক কিংবা বন্দীরূপে, আরবরা এসেছিল ইউরোপে এইসব পলাতকদের সঙ্গে মানবজাতির সামনে আলোক উঁচু করে ধরতে কেবল তারাই যখন চারদিকে ছিল অন্ধকার গ্রীকের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলতে; দর্শন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীতের সোনার শিল্প পূর্ব-পশ্চিমকে শেখাতে, আধুনিক বিজ্ঞানের শৈশব দোলার কাছে দাঁড়াতে; আর যেদিন গ্রানাডার পতন হয়েছিল সেদিনের জন্য এই পরবর্তী যুগের আমাদেরকে চিরকাল কাঁদাতে।"[২৩২]

## মারগোলিয়াস

ইংরেজী ভাষায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক 'মারগোলিয়াস' রচিত পুস্তক মুহম্মদ যা ১৯০৫ সালে HEROES OF THE NATIONS সিরিজের পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। যে বই অপেক্ষা বিষমাখা বই ইংরেজীতে দ্বিতীয়টি নেই। এ বইটিতে লেখক প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে সনদ বর্ণনা করে একে বিকৃত করে দেখাবার মোটেও কসুর করেননি। তথাপি বইয়ের ভূমিকায় তিনি এসত্যকে স্বীকার না করে পারেন নি। তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন : "মোহাম্মদের জীবন-চরিত্র রচয়িতাদের সংখ্যা গুণে শেষ করার মতো নয় তবে তাঁদের মধ্যে নিজের জন্য একটু স্থান পেয়ে যাওয়াও একটি সম্মানজনক ব্যাপার।"[২৩৩]

## এস. এ. বোর্ড

এস. এ. বোর্ড বলেছেন : আরবরা মানুষকে অজ্ঞানতা অন্ধকার, কুসংস্কার ও নৈরাশ্যের কালো গহ্বর হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের উত্তরসূরীদের পৃথিবীতে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করাইতে সক্ষম হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের সহিত আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের ছাড়া আজকের দুনিয়ায় বিস্ময়কর কোনো কিছু ঘটা সম্ভব হইত না। মুহাম্মদ (সা.) বলিয়াছিলেন, জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন হইলে সুদূর চীন দেশেও যাও।"[২৩৪]

## ল্যাভ গ্রোভ

ইসলাম কোরআন-হাদীস এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খ্যাতিমান মনীষী ল্যাভ গ্রোভ বলেন : "ইহাতে (ইসলামে) অনন্য



www.nagorikpathagar.org

সাধারণ একটা কিছু আছে। ইসলাম মূলত ধর্মসমূহের ইতিহাস এবং ইহার শিক্ষক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ...অন্য সকল শিক্ষকের জীবনী রহস্যময়তা ও নানা উপকথায় ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কর্মের আলোকে তাঁহাদের মূল শিক্ষাকে অনুধাবন করিতে এইগুলো আমাদের কোনো কাজে আসে না। অপরদিকে ইসলামের সংরক্ষিত তথ্যাদির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে এ যাবত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। ইসলামের গ্রন্থ, আল কুরআন, হযরত রাসুলে করীম (সা.) এর সময়ে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তাঁহার কথা এবং কাজ দ্বারা তিনি ঐ গ্রন্থের কোনো নির্দেশকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আজ সেই গুলোও আমাদের কাছে পূর্বের মতো হুবহু বিরাজমান।"[২৩৫]

## পাদ্রী জর্জ বুশ

পাদ্রী জর্জ বুশ বলেছেন : "ইসলামের আবির্ভাব বিকাশ ও স্থায়িত্ব পৃথিবীতে যে পরিবর্তন আনিয়াছে ইতিহাসে কোনো বিপ্লবই সভ্য জগতে তেমন পরিবর্তন আনিতে পারে নাই।"[২৩৬]

## উইলফ্রেড স্মিথ

অধ্যাপক উইলফ্রেড স্মিথ বলেছেন :

"বস্তুতপক্ষে ইসলাম শুরু থেকেই সামাজিক ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে আসছে, তার দ্বারাই অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু নৈতিকতাই প্রচার করেন নি, তিনি একটি রাষ্ট্রও স্থাপন করেন।'[২৩৭]

## অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার

খৃষ্টধর্ম ও মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মের মধ্যে কতকটা ঐক্য আছে। এই বিষয়ে 'ম্যাক্স মূলার' 'নাইন্টিস্থ সেনচুরি' পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমেই তিনি এই কথা বলেছেন :

"মুসলমানেরা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 'স্বাধীন' অথচ পানদোষ (মদ্যপান) বিবর্জিত। যদি আমার তুর্কি বন্ধুদিগের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারাও বলেন, কোনো মুসলমান স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতি



www.nagorikpathagar.org

পরায়ন হয় না। যে ধর্ম পানদোষ ও দুর্নীতি এই দুইটি রোগের প্রতিকারে সমর্থ সে ধর্ম আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য সন্দেহ নাই। ... অনেক বিতর্কের পর শেষে সাধারণভাবে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই উভয় ধর্মের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ। পূর্বে একটা বিবাদ মনান্তর না ঘটিলে এই উভয় ধর্ম এক হইয়া যাইতে পারিত।'[২৩৮]

## অধ্যাপক হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন :

"মুহাম্মদের (সা.) ৪০ বছর বয়সকালে আমরা তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পাই। এই সময় তিনি কেবল তাঁর উচ্চ নৈতিক জ্ঞান ও মহা অন্তদর্শন শক্তি বলে নিজের মধ্যে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করেছিলেন এবং পরমেশ্বরের একত্ব ও নৈতিক জীবনের প্রধান্য- এই স্বর্গীয় সত্য মানব সমাজে প্রচার করার আবশ্যকতা বুঝেছিলেন।

যদি কেউ বলে, মুহাম্মদ (সা.) পরমেশ্বরের প্রেরিত নবী নন, তবে আমি বলব পরমেশ্বর কখনও কোনো নবী প্রেরণ করেন নি, এই ধারণা অমূলক। এই নবী পবিত্র মুখে যা বলেছেন কর্ম জীবনে সেটাই অবিকল প্রদর্শন করেছেন। তিনি সাম্য নীতি, উদারতা উচ্চতম নৈতিকতা, বদান্যতা, প্রেম, সরলতা প্রভৃতি গুণরাজির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। পার্থিব ধনৈশ্বর্য পার্থিব সম্মান, পার্থিব শক্তি প্রভৃতির প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য তাঁর জীবনে সম্যক প্রকটিত হয়েছে। তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যকে ও পরমেশ্বরকে ভালোবাসতেন এবং সর্ব শক্তি দিয়ে এর অনুবর্তী হয়েছেন। তিনি জীবনে কখনও সত্যচ্যুত হননি এবং মানুষকে ভয় করেননি। তাঁর সাহস ছিল অলৌকিক। তিনি দরিদ্রদেরকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত থাকেন নি বরং যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা করে গেছেন। যদি এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় জীবনের নিয়ামক রূপে গ্রহণ করা হয়, নিশ্চয় মানব সমাজ থেকে দারিদ্র অন্তর্হিত হবে। তেরশো বছর আগে তিনি সুরাপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করে গেছেন।

এই পবিত্র নবী বলেছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন পর্যন্ত যাও। যখন ইউরোপ কুরুচি ও মুর্খতার গভীর গহ্বরে মগ্ন ছিল, যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাকিনীরা জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছিল ও জ্ঞানার্জন হলাহল সদৃশ ঘৃণিত হতো, তখন মুসলিমরা স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করছিলেন এবং শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

এই পবিত্র নবী তাঁর শিষ্যদেরকে নির্বাণের সুখ শান্তি লাভের জন্য দিনে ৫ (পাঁচ) বার আল্লাহর অনন্ত সত্তায় লীন হতে বলেছেন। ধর্ম এ অপেক্ষা অধিক আর কি শিক্ষা দিতে পারে?'[২৩৯]

## এন. এন. ব্রে

মনীষী এন. এন. ব্রে মুসলমানদের হজ্বের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন :

"হজ্ব অনুষ্ঠানের দ্বারা মুহাম্মদ (সা.) যা করেছেন, তা নিছক এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক উর্ধ্বে। ...হজ্বের মহা সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের ধ্যান ধারণা আদান-প্রদানের যে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে, তার কাছে আজকের ইউরোপের সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল প্রচার ব্যবস্থা প্রায় মূল্যহীন।'[২৪০]

## লা কোঁথে ডি. বোলেঁভিলার

লা কোঁথে ডি. বোলেঁভিলার বলেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, তা তাঁর সাথীদের মন মেজাজ ও দেশের প্রচলিত রীতিনীতির ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্তই ছিল না, বরং তা ছিল এসবেরও অনেক উর্ধ্বে। তাঁর এ আদর্শ মানবিক প্রবণতার সাথে এমন সামঞ্জস্য পূর্ণ যে, মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ তাঁর ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করল। সুতরাং এটা এমন একটি মতাদর্শ যার কথা শুনতে হয় এবং যা স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে।'[২৪১]

## বিশপ বয়ড কার্পেন্টার

পণ্ডিত বিশপ বয়ড কার্পেন্টার বলেছেন :

"ভয় ও অজ্ঞানতার কুয়াশার মধ্য দিয়ে অনেকেই মুহাম্মদকে (সা.) অবলোকন করেছেন। তাঁদের কাছে তিনি এমন ভয়ংকর বস্তু যার সম্পর্কে যে কোনো মন্দ কথাই উচ্চারণ করা যায়। ... কিন্তু এখন সে সন্দেহের মেঘ দূরীভূত হয়েছে। ইসলামের মহান প্রবর্তককে এখন আমরা পরিষ্কার আলোকে অবলোকন করছি।'[২৪২]

## স্যার রাধা কৃষ্ণনান

স্যার রাধা কৃষ্ণনান বলেছেন :

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ জাতি ও জাতীয়তার সমস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম করে যায়, এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ধর্মে নাই।'[২৪৩]



www.nagorikpathagar.org

## মার্মাডিউক পিকথল

মহানবীর চরিত্র ও আদর্শে মুগ্ধ তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের নেতাকে (মুহাম্মদ (সা.) কে) কিরূপ ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইংরেজ শিক্ষাবিদ স্যার মার্মাডিউক পিকথল বলেছেন :

"মহান ধর্ম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সা.) এর একজন শিষ্য যখন চরম নির্যাতনের মধ্যে ছিলেন তখন তাঁর নির্যাতকগণকে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, সেটি শুনুন। তারা শিষ্যটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি এখন ইচ্ছে করছে না যে, মুহম্মদ (সা.) তোমার জায়গায় থাকলে বেশ হতো?" প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও শিষ্যটি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "যদি এরকম শর্ত দেয়া হয় যে, মুহম্মদের (সা.) গায়ে একটু সূঁচ ফোটাতে দিলেই আমি আমার পরিবার সন্তানাদি এবং সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে স্বাচ্ছন্দে বাঁচতে পারবো তাহলে সেই শর্ত আমি কোনো মতেই মেনে নেব না।" এটি ব্যক্তিগত প্রীতির একটি নিদর্শন এবং মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে প্রাপ্ত বহু রিপোর্টেই এই জাতীয় ব্যক্তিগত প্রীতি ও ভালোবাসার অসংখ্য ঘটনা আছে।' [২৪৪]

## প্রেমচাঁদ ভাসিন

মুসলিম সমাজে প্রচলিত নামাজের রীতি নীতি বিশষত : নামাজের মাধ্যমে যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের দৃশ্য পরিদৃস্ট হয় তা দেখে বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রেমচাঁদ ভাসিন বলেছেন :

"মুসলমানগণ নামাজের মাধ্যমে তাঁদের প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন। ঈদের দিন সারা পৃথিবীতে সমস্ত মুসলমানগণ একই রকম ভাবে একই সময়ে ঐ একই প্রার্থনা করে থাকেন। এই বিশাল সমাবেশ দেখে যুবকেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং তারই মাধ্যমে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি।

আমাদের হিন্দু সর্ব সাধারণের জন্য কোনো প্রার্থনা নেই এবং যদি কেহ একটি সাধারণ প্রার্থনা সংকলন করেন সমস্ত শ্রেণীর জন্য, তাহলে আমার মতে এই রকম একটি প্রচেষ্টা হিন্দুজাতি গঠনের পক্ষে ভিত্তি প্রস্তরের মতো হয়ে উঠবে।' [২৪৫]

## ডাক্তার গোষ্টেভ উইল

সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র এবং আড়ম্বরহীন জীবনাচরণ দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে জার্মানীর পণ্ডিতবর ডাক্তার গোষ্টেভ উইল বলেছেন :



www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে জনগণকে এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চরিত্র পবিত্র ও সরল ছিল। অসাধারণ আড়ম্বরড়হীনতা তাঁর পোষাকের ও তাঁর খাদ্যের বিশেষত্ব ছিল। তিনি এতদূর আড়ম্বরহীন ছিলেন যে, তাঁর সহচরদেরকে তাঁর প্রতি ভক্তি বিশেষ ভাব দেখাতে দিতেন না এবং তিনি নিজ হাতে যা করতে পারতেন সেটা কোনো ভৃত্যকে করতে দিতেন না। বহুবার তাঁকে বাজারে খাদ্য সামগ্রী কিনতে দেখা গেছে। বহুবার তাঁকে তাঁর ঘরে স্বীয় পোষাক সেলাই করতে ও নিজ প্রাঙ্গণে ছাগী দোহন করতে দেখা গেছে। সকল সময় সকলের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। তিনি পীড়িত ব্যাক্তিদেরকে দেখতে যেতেন এবং সকলের প্রতি সমভাবে সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। তাঁর জনহিতৈষণা ও বদান্যতা ছিল অপরিসীম এবং নিজ সম্প্রদায়ের হিতের জন্যও সমভাবে উদগ্রীব ছিলেন। তিনি চারদিক থেকে অবিরল ধারায় সংখ্যাতীত উপঢৌকন পেলেও তার যৎসামান্য রেখে গিয়েছিলেন এবং সেটাও সর্বসাধারণের সম্পত্তি মনে করতেন।' [২৪৬]

## ড. মার্কোস উড

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মহানবী (সা.) ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোন বিপদ ও নির্যাতন তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞা ও স্থির মনোবল থেকে সামন্যতম সরাতে সক্ষম হয়নি। হিমালয়সম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে স্বীয় কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. মার্কোস উড বলেছেন :

ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় মুহম্মদ (সা.) জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায় সম্পদ হারা হয়েছেন আত্মীয় স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন। ... কিন্তু কোনো প্রাচুর্যের মোহ, কোনো হুমকি কিংবা কোনো প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে নীরব করে দিতে পারেনি।'২৪৭

## হোরেস শিপ

রাসুল (সা.) এর আগমনের সময় আরবের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সেই আরবের কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সুন্দর বর্ণনা অতি অল্প কথায় দিয়েছেন বিদ্গ্ধ পণ্ডিত হোরেস শিপ। তিনি বলেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবকে পেয়েছিলেন প্রচীন পৌত্তলিকতা অধ্যুষিত, গোত্রে বিভক্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ শক্তির ভয়ে সদা আতংকিত। তিনি একে



www.nagorikpathagar.org

রেখে গেলেন ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং এক মহান ধর্মের ধারক হিসেবে। তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন বিপুল শক্তির আধার এক একত্ববাদী ধর্মকে। '[২৪৮]

## টি. এ্যান্ড্রে

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রেখে যাওয়া হাদীস তথা বাণী সম্পর্কে মনীষী টি, এ্যান্ড্রে বলেছেন : "আমরা মনে করি, তিনি যে সমস্ত বাণী রেখে গিয়েছেন, তা কোনো সাধারণ মানুষের কথা নয়। তাঁর কথা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বাস্তবতা হতে উৎসারিত আর এই বাস্তবতার কারণেই তিনি তাঁর অনুসারীদের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আছেন।" '[২৪৯]

## এম. এইচ. হিন্ডম্যান

ক্ষমতার মোহ মহানবী (সা.) কে কোনোদিন স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি এই প্রসঙ্গে মনীষী এম, এইচ, হিন্ডম্যান বলেছেন : তাঁহার মিশনের কোনো পর্যায়ে তিনি ক্ষমতা দাবী করেন নাই। আল্লাহর এই মানুষ নবী সর্ব প্রথম দীক্ষিত করেন তাঁহার পরিবারের মধ্য হইতে এবং তাঁহার সম্ভ্রান্ত গোত্রের লোকদের মধ্য হইতে। যাহারা তাহার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের সকলের উপরেই তাঁহার অবিস্মরণীয় ব্যক্তিগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভাব কি তাঁহার ক্ষুধা দারিদ্র ও শত্রুবেষ্টিত দুঃসময়ে কি তাঁহার সর্বাধিক সমৃদ্ধির সময়ে সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত ছিল। যাহারা একবার তাঁহার বিশ্বাসকে কবুল করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তিনি কি কখন বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছিলেন? নিজের উপর আস্থা এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস বিজিত শত্রুর উপর তাঁহার নিজের শর্ত আরোপ করিতে পারার মত পরিস্থিতি অপেক্ষা পরাজয় ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বরং আরও বেশী ছিল। মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার অনুসারী বন্ধু বান্ধব ও ভক্ত পরিবৃত্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু যেমন রহস্যময়তা বর্জিত তেমনি তাঁহার জীবন যাপনে ছিলোনা কোনো ছলনার আশ্রয়।"[২৫০]

## আরভিং ওয়াশিংটন

সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় সকল অবস্থাতেই মাহমানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন প্রণালী, আচার-আচরণ ছিল অপরিবর্তনীয়। তাইতো আরভিং ওয়াশিংটন বলতে বাধ্য হয়েছেন :



www.nagorikpathagar.org

"তাঁহার সামরিক বিজয়সমূহ তাঁহার মনে কোনো মিথ্যা অহংকার এবং গৌরবানুভূতি জাগ্রত করে নাই। কারণ এইগুলো তাঁহার নিজস্ব স্বার্থচিন্তাপ্রসূত ছিলনা। তাঁহার দুঃখ-কষ্টের দিনসমূহের মতো তিনি তাঁহার সর্বাধিক প্রতিপত্তির সময়ে ও স্বভাবে আচরণে সরলতা বজায় রাখিয়াছিলেন। বাস্তব তথ্য থেকে সরলতা বজায় রাখিয়াছিলেন। বাস্তব তথ্য থেকে যতটুকু জানা যায় তাঁহার নিকট আগমনকারী কোন অভ্যাগত অস্বাভাবিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি খুবই বিরক্ত হইতেন। তিনি যদি কোনো শাশ্বত রাজ্য কায়েম করিবার উদ্যোগ নিয়া থাকেন তবে তাহা ছিল ঈমানের রাজত্ব। পার্থিব বিধানে তাঁহার নিজ হাতে। যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে তিনি আড়ম্বরহীনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু নিজ পরিবারের সদস্যদিগের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।" [২৫১]

## ন্যাথেনিল স্মিথ

অধ্যাপক ন্যাথেনিল স্মিথ বলেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্রে প্রয়োজনীয় সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্নতোলা যায় না। পক্ষপাতহীন যে কোনো ঐতিহাসিক সমালোচনায় যদি তথ্যের উপর নিজস্ব মতামত চাপানো না হয়, বিশ্বস্ততার হানি না করা হয়, সকল প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে বিবেচনায় আনা হয়, পক্ষপাত-দুষ্টতা হইতে মুক্ত থাকে এবং শুধুমাত্র সত্যের অনুসন্ধানী হয় তবে তাঁর দাবী অনুযায়ী তাঁকে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে আগমণকারী অন্যান্য নবীর একজন হিসেবে স্বীকার করতে হবে। এই নবীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সকলেই নিরেট অথচ মহান সেই সত্যের বাণী উচ্চারণ করেছেন মানুষদেরকে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁরা এমন উন্নত জীবনাচরণের নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন যা মানুষ পূর্বে কখনও দেখে নি। তাঁরা নির্ভীক তাঁদের প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অন্তর্নিহিত এক দুর্বার শক্তি বন্ধনে তাঁদের অনুসারীদের সাথে আবদ্ধ হয়েছিলেন।"[২৫২]

## ল'টন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ইসলাম ধর্ম যে সকল ধর্মের সেরা এবং সকল দেশ ও সময়ের উপযোগী সেকথা অমুসলিম মনীষী 'ল'টন' বলেছেন :

"ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আফ্রিকার জন্য ধর্ম হিসাবে খৃষ্ট ধর্ম অপেক্ষা মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম অধিকতর উপযোগী। বস্তুতপক্ষে, আমি আরও



www.nagorikpathagar.org

বলিতে চাই যে, ইহা সমগ্র বিশ্বের জন্য আরও বেশী উপযোগী। ইহার গুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, এই ধর্ম মানুষকে যে ভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করে। তবে সে নিজে হইতে কোনো দেবতা তৈরী করিবেনা। মানুষের আচরণকে সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সে একজন ভালো প্রতিবেশী হইতে পারে।"[২৫৩]

## গ্রীনলেস

ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতা প্রসঙ্গে গ্রীনলেস বলেছেন :

"এই ধর্মের (ইসলাম ধর্মের) মহত্ত্ব ও ব্যাপক সহনশীলতা এতোই যে, পৃথিবীর সকল প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে স্বীকার করে। এই ধর্ম সব সময়ই মানব জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য হইবে। ইহার ভিত্তিতেই তৈরী করা যাইতে পারে পরিপূর্ণ বিশ্বধর্ম।" '[২৫৪]

## এইচ. এ. আর গীব

হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্ম ইসলামই একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম যার প্রয়োজনীয়তা আজও বর্তমান। এই প্রসঙ্গে এইচ, এ, আর গীব বলেছেন :

"কিন্তু মানবতার জন্য ইসলামের এখন অনেক কিছু করার আছে... আর কোনো সমাজ বিভিন্ন প্রকারের বিপুলসংখ্যক মানব গোষ্ঠীকে সমমর্যাদা, সমপরিমাণ সুযোগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। আফ্রিকা, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায় এমনকি সম্ভবত জাপানের ক্ষুদ্রতম মুসলিম সম্প্রদায় গুলোর বর্তমান অবস্থা হইতে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম এখনও জাতিসমূহের এবং ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের অমীমাংসিত বিষয় সমূহ মীমাংসা করার ক্ষমতা রাখে। যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বৃহত্তর সমাজের পারস্পরিক বিরোধের অবসান করিয়া সহযোগীতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয় তবে ইসলামের মধ্যস্থতা এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য।"[২৫৫]

## এ. জে. টয়েনবী

গোষ্ঠী প্রথা বিলুপ্তি এবং বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানে ইসলাম আজও যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম্ এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন এ, জে, টয়েনবী। তিনি বলেছেন :



www.nagorikpathagar.org

"মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার বিলুপ্তি ইসলামের একটি অনন্যসাধারণ অবদান এবং বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আদর্শের প্রচার করা আজিকার দিনে অপরিহার্য প্রয়োজন। [২৫৬]

## কর্ণেল ডোনাল্ড এস, রকওয়েল ইউ. এস. এ

কর্ণেল ডোনাল্ড এস, রকওয়েল বলেছেন : এই মক্কাবাসী মানুষটির (হযরত মুহাম্মদ সা.) শিক্ষা জীবনবাদী ধর্মের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মুহাম্মদ (সা.) কত সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ভাষায় কিরূপ অর্থবহ শব্দমালায় যথার্থরূপে সংক্ষেপিত করিয়া তাঁহার বক্তব্যকে পেশ করিয়াছেন; "আল্লাহর উপর আস্থা রাখো এবং উটকে বাঁধিয়া রাখো।" তিনি আমাদেরকে স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মের একটি ধর্ম ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, নিজস্ব সত্ত্বাতে অবজ্ঞা করিয়া কোনো অদেখা শক্তির জন্য অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলা হয় নাই।"[২৫৭]

## ইমাম গায্‌যালী (রহ.)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনাড়ম্বর জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম দার্শনিক, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আল গায্‌যালী (রহ.) বলেন : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) পালিত পশু-পাখীদের স্বহস্তে আহার করাতেন, ছাগল দোহন করতেন, গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন, ভৃত্যের সাথে একত্রে আহার করতেন, তাকে কাজে সহায়তা করতেন এবং বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে আনতেন। [২৫৮]

## ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.)

বিশিষ্ট পণ্ডিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী লেখকদের অন্যতম শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) বলেছেন : "পরিবেশ যখন শান্ত হলো, বিদায় নিল যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ, সর্বত্র নেমে এল শান্তির ছায়া। মানুষ পরস্পরে কথা বলার সুযোগ পেল মুসলমান-অমুসলমানের সাথে। মতো বিনিময় হলো, বাক-বিতণ্ডা হলো। দেখা গেছে ইসলাম সম্পর্কে যে-ই কিছু বলেছে-শুনেছে, ইসলাম কবুল করেছে। অল্প দিনেই ইসলামের সামিয়ানা ভরে উঠল। দ্বিগুন সদস্যে ভরে উঠল। বরং মানুষের ভীড় ছিল আরও বেশী।[২৫৯]

এই অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সফল রাজনীতিবিদ মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) কৃত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' সংঘটিত হওয়ার পর থেকে মক্কা



www.nagorikpathagar.org

বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা ছিল আরও চমৎকার। তখন তো দলে দলে ইসলাম কবুল করেছে অসংখ্য অমুসলিম। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অন্যত্র ইমাম যুহরী বলেছেন : "পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোনো বিবেচক লোক ছিল না যে, সে এই সময় (মক্কা বিজয়ের সময়) ইসলামের ছায়াতলে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি।" [২৬০]

## মাহ্বুবুল্লাহ

স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক মাহ্বুবুল্লাহ আলী হায়দার "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ" নামক প্রবন্ধে বলেছেন : "যদি তুমি ধনী হয়ে থাক তাহলে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালীর অনুগামী হও। যদি তুমি গরীব হয়ে থাক তাহলে আবু তালিব, গিরি সংকটের কয়েদী ও মদীনার প্রবাসী (হযরত মুহাম্মদ স.) অবস্থা শ্রবণ কর। যদি তুমি বাদশাহ্ হয়ে থাক তাহলে আরবের সুলতানের ইতিবৃত্ত পাঠ কর। যদি প্রজা হয়ে থাক তাহলে কুরাইশদের অধীনস্থকে এক নজর দেখ। যদি বিজয়ী হয়ে থাক তাহলে বদর ও হুনায়নের সিপাহ্সালারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাক তাহলে ওহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি তুমি শিক্ষক হও তাহলে সুফফার শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি ছাত্র হয়ে থাক তাহলে জিব্রাইলের সম্মুখে উপবেশনকারীর দিকে তাকাও। যদি বক্তৃতা ও উপদেশদানকারী হয়ে থাক তাহলে মদীনায় মসজিদে মিম্বারের উপর দণ্ডায়মান ব্যক্তির কথা শোন। যদি তুমি ইয়াতীম হয়ে থাক তাহলে আব্দুল্লাহ ও আমিনার কলিজার টুকরাকে ভুলনা। যদি শিশু হয়ে থাক তাহলে হালীমা সা'ঈদার আদরের দুলালকে দেখ। যদি তুমি স্বামী হয়ে থাক তাহলে খাদীজা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-র মহান স্বামীর পবিত্র জীবন অধ্যায়ন কর। যদি তুমি সন্তানের পিতা হয়ে থাক তাহলে ফাতেমার পিতা এবং হাসান ও হুসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞেস কর।

বস্তুত তুমি যাই হওনা কেন এবং যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার জীবনের জন্য আদর্শ, তোমার চরিত্রের সংশোধনের উপকরণ, তোমার অন্ধকার গৃহের জন্য আলোকবর্তিকা পথ নির্দেশক ব্যাপক ও গুণাবলীর পরিপূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনীতে রয়েছে।[২৬১]



www.nagorikpathagar.org

## খোদাবক্স

বিখ্যাত ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেছেন : "আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজের বিনাশ ও (তদস্থলে) ইসলামের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই মহানবী (সা.) এর শিক্ষার প্রত্যক্ষফল ।[২৬২]

অন্যত্র খোদাবক্স বলেছেন : "ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাঁত ভেঙ্গে গেল, তায়েফে পাথর নিক্ষেপ সহ্য করলেন এবং মসজিদে নামাজরত অবস্থায় গলায় পঁচা নাড়ি-ভূড়ি জড়ানো হলো, এখানেও তিনি চরম সহনশীলতার পরিচয় দেন ।"

ঐতিহাসিক খোদাবক্স আরও বলেছেন : "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং সাদা সিধা পোষাক পরতেন ।"

## আফযালুর রহমান

যে কারণে এবং যে ভাবে মহানবী (সা.) চরম সফলতা লাভ করেছিলেন, তার প্রধান চারটি কারণ চিহ্নিত করেছেন গবেষক ও চিন্তাবিদগণ । প্রখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতা আফযালুর রহমান লিখেছেন : "জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, যুক্তি ও স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচনকারী এই চারটি বিষয় ছিল তাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অতুলনীয় দান, যারা প্রসন্ন চিত্তে তা গ্রহণ করে মানুষের কল্যাণে জ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগিয়েছিলেন । স্পেন, দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলীতে মুসলমানদের যোগাযোগের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা এর কার্যকারিতা উপলব্ধি করেছিল ।[২৬৩]

## মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

বিখ্যাত রাজনীতিক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন : লিনকন-ইন আইন কলেজের প্রবেশ পথের উপরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান রচয়িতাগণের তালিকার মধ্যে মহানবী (সা.) এর (পয়গম্বর) নাম অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে আমি এই আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ।[২৬৪]

## গ্রীন লিনওয়ার্ড

মেজর আর্থার গ্রীন লিনওয়ার্ড বলেছেন : "আরববাসীদের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও মানুসিক উৎকর্ষ এবং তাহাদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হইলে ইউরোপ



www.nagorikpathagar.org

অদ্যাপি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিত। বিজেতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাহারা যে প্রকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। [২৬৫]

## ড. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন

খায়বার যুদ্ধে যেসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি তাওরাতের কপিও ছিল। তারা (ইয়াহুদীরা) দরখাস্ত করল যে, তা যেন অনুগ্রহপূর্বক ফেরৎ দেয়া হয়। মহানবী (সা.) তাওরাতের প্রাপ্ত সকল কপি ফেরৎ প্রদানের নির্দেশ দেন। ইয়াহুদী পণ্ডিত ড. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন এই ঘটনার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন : এই ঘটনা থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারি যে, এইসব ধর্মীয় সহীফার প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অন্তরে কোন পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর এই উদারতা ও সহনশীলতার বিরাট প্রভাব পড়ে ইয়াহুদীদের ওপর। তারা তাঁর এই বদান্যতা ভুলতে পারে না যে, তিনি তাদের পবিত্র ধর্ম পুস্তকের সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করেননি যদ্দারা তার অসম্মান হয়। এর বিপরীতে তাদের সেই ঘটনা বেশ ভালোই মনে আছে যখন রোমানরা জেরুজালেম খ্রি. পূ. ৭০ সনে জয় করে ঐ সব পবিত্র সহীফায় অগ্নি সংযোগ করে এবং সে সব পদদলিত করে। ঠিক তেমনি ঈর্ষাকাতর ও সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানরা স্পেনে ইয়াহুদীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানোকালীন তাওরাতের সহীফাগুলোকে আগুনে দগ্ধ করে। এই সেই বিরাট পার্থক্য যা ঐ সব বিজয়ী (যাদের কথা একটু ওপরে বলা হলো) এবং ইসলামের নবীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই।" [২৬৬]

## ওয়ারাকা ইবনে নওফেল

হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা ছিলেন পূর্বতন আসমানী কিতাবে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন একজন খৃস্টান পণ্ডিত। পার্থিব জ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। মহানবী (সা.) এর নিকট প্রথম ওহি আসলে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন হযরত খাদিজা (রা:) ওয়ারাকা বিন নওফেল এর নিকট রাসুল (সা.) কে নিয়ে গেলে সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :



www.nagorikpathagar.org

لجحت وكنت فى الذكرى لجوجا    لهم طالما بعث لنـتـيـجـا
ووصف من خديجه بـعـد وصـف    فقد طال انتظارى ياخديجة
بـبـطـن مـكـتـين عـلى رحـائـى    حديثك ان اوى منه خروجا
بمـا خـبرتـنـا مـن قـول قـس    من الرهبان اكره ان اعوجـا

"আমি অত্যন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্মরণ রেখে চলেছি, যা দীর্ঘদিন যাবৎ অনেককে ফুঁপিয়ে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করেছে। (সে বিষয়টির) অনেক বিবরণের পর নতুন করে খাদীজার কাছ থেকেও বিবরণ (পাওয়া গেল), বস্তুত : হে খাদীজা, আমার প্রতীক্ষা খুবই দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আমর প্রত্যাশা, মক্কার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির মধ্য থেকে তোমার কথার বাস্তব রূপ প্রতিভাত হওয়া দেখতে পাই, যে কথা তুমি ঈসায়ী ধর্মযাজকের বলে জানিয়েছ। বস্তুত : ধমযাজকদের কথা বিকৃত করা আমি পছন্দ করি না।"

بان محـمـدا سـيـود فـيـنا    ومخصيم من يكون له حجـجا
ويظهر فى البلاد ضياء نور    يـقـيـم به الـبـريـة ان تموجا
فيلقى من يحار به خسارا    ويلقى مـن يـسـالـه فـلـوجـا
فماليتى اِذًا ما كان زركم    شهدت فكـنت اَوْلَكُم ولـوجـا

"মুহাম্মাদ অচিরেই আমাদের সরদার ও নেতা হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীকে তিনি পরাজিত করবেন, আর দেশের সর্বত্র আলো ছড়াবেন, যে আলো দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে তিনি উদ্ভাসিত করে তুলবেন। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদেরকে তিনি পর্যুদস্ত করবেন। আর যারা তাঁর সাথে আপোষকামী হবে তারা হবে বিজয়ী। হায় আফসোস! যখন এসব ঘটনা ঘটবে তখন যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে তোমাদের সবার আগে আমিই তাঁর দলভুক্ত হতাম।" [২৬৭]



www.nagorikpathagar.org

## গুরুদত্ত সিং

### (বি.এল-বার এটল' লাহোর)

রাসুলে আরাবী গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক মি. গুরুদত্ত সিং একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তিনি উদার মন-মানসিকতা নিয়ে মহানবী (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। নিম্নে সেই মূল্যবান গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি পাঠক সমীপে তুলে ধরা হলো :

তিনি বলেছেন, সত্যের আলো ছড়াতে, পুণ্যের পথ দেখাতে এক মহামানবের আবির্ভাব হলো। তাঁর শুভ দর্শনে দৃষ্টি যাদের প্রেমমুগ্ধ হলো এবং হৃদয় যাদের ভালোবাসায় স্নিগ্ধ হলো জনম তাদের সার্থক হলো, জীবন-স্বপ্ন তাদের সফল হলো। এ পরশমণির পরশ-সৌভাগ্য যারা লাভ করলো, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি তারা হলো। এ স্বর্গ-পুষ্পের সান্নিধ্য-সৌরভ যারা পেলো বিশ্ব-বাগানে তারা গোলাবের খোশবু ছড়ালো।[২৬৮]

তিনি আরও বলেছেন, অজেয় হিমালয়ের তুষারশুভ্র হে গর্বিত চূড়া! তুমিই বলো না, কতশত ঋষির ধ্যানমগ্ন রজনী প্রভাত হয়েছে তোমার কোলে! কত সাধু, কত সাধক সিদ্ধি লাভ করেছে তোমার প্রেম-সরোবরে অবগাহন করে, তোমার হিম শীতল চরণে প্রাণ উৎসর্গ করে! কিন্তু বলো, সত্যি করে বলো; মরু মক্কার এতীম দুলালের সেই মোহিনী রূপ কখনো দেখেছো তুমি! প্রিয় মদীনার প্রিয়তমের সেই নূরানী দীপ্তি কোথাও নজরে পড়েছে তোমার! তাই বলি, কী আছে তোমার মাথা উঁচিয়ে গর্ব করার!

মহাকালের স্রোত প্রবাহের নিরব সাক্ষী হে গঙ্গা! তোমার তরঙ্গছন্দে বিমুগ্ধ কত ভক্ত পূজারী গঙ্গামন্ত্রযোগে প্রণাম করেছে তোমাকে। তাদের প্রেমতপ্ত হৃদয় শান্ত শীতল হয়েছে তোমারই পবিত্র জলে। কিন্তু বলো, সত্যি করে বলো; মরু মক্কার আবে-জমজম অধিপতি একবারও কি দাঁড়িয়েছিলেন তোমার তীরে এসে! আঁজলা ভরে জল কি পান করেছিলেন তোমার বুকে নেমে!

... হে দুর্ভাগিনী ভারতমাতা! ভগবানের অকৃপণ দানে, অশেষ আশীর্বাদে তুমি ধন্য, হিমালয় তোমার গর্ব; আগ্রা দিল্লী, আজমীর ও মুলতান তোমার গৌরব। ভগবানের অশেষ কৃপায় ধনে, জনে, সম্পদে, গর্বে কোনো কিছুতেই অপূর্ণতা নেই তোমার। কিন্তু মক্কা-মদীনার গৌরব তুমি পেলে না! জাবালে নূরের ঐশী নূর তো ভগবান তোমায় দিলেন না! ইসলাম ও মানবতার কাবা-কেবলা তো তোমার ভাগ্যে জুটলো না![২৬৯]

... প্রিয়তম! তোমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভে না হয় বঞ্চিত হলাম, তাই বলে স্বপ্নের বাতায়ন পথেও কি একবার নসীব হতে পারে না তোমার দীদার!



www.nagorikpathagar.org

হে মুহাম্মদ! তোমার দর্শন-সৌভাগ্য একবার যে লাভ করেছে, শুনেছি হৃদয় তার তোমাতেই চিরসমর্পিত হয়েছে। চোখে তোমার প্রেমের সুরমা একবার যে মেখেছে স্বর্গ-মর্তের সকল সৌন্দর্যের মোহ থেকে তার চিরমুক্তি ঘটেছে। পাথরও নাকি সোনা হতো তোমার পরশগুণে। পাষাণ হৃদয়ও নাকি মোম হতো তোমার 'দৃষ্টি' পেয়ে। তাহলে এদিকে হোক না একবার সে করুণা দৃষ্টি! তোমার নূরে তাজাল্লির একটুখানি 'প্রসাদ' লাভের আশায় দুয়ারে তোমার হাত পেতেছি হিন্দুস্তানী এ ভিখারী। দোহাই তোমার প্রেমের! বঞ্চনার দহনে আর দগ্ধ করো না এ অভাগাকে! ...তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি শোনো প্রিয়তম! এসো হে প্রিয়তম! তোমারই জন্য যে সাজিয়েছি আমার এ হৃদয় সিংহাসন! [২৭০]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, অবশেষে প্রতিশ্রুত শুভলগ্ন সমুপস্থিত হলো। সে সূর্যের উদয় হলো যাঁর স্বর্ণ-কিরণে পৃথিবী ঝলমল করে উঠলো, কিংবা বলো; সে চাঁদের উদয় হলো যাঁর স্নিগ্ধ জোছনায় পৃথিবী স্নাত হলো, জগতের আঁধার দূর হলো। বিবি আমেনার কোল জুড়ে এলো এক পুত্র সন্তান। এমন 'সুপুত্র', যাঁর আগমন-পুলকে আরশ জমিন পুলকিত হলো। সৃষ্টির প্রতিটি কণা হলো উদ্ভাসিত।২৭১

রাসুল (সা.) এর আল-আমীন উপাধী লাভ এবং তার সততায় মুগ্ধ হয়ে মি. সিং বলেন, 'মানুষ ও মনুষ্যত্বের সেই দুর্ভিক্ষকালে ধোকা, প্রতারণা ও মিথ্যাচারিতার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা এবং সততা, সত্যবাদিতা ও পবিত্রতার উপর অবিচল থেকে 'আল-আমীন' হওয়া কি সহজ কথা! তদুপরি কোনো সমাজে! আরবের অন্ধকার সমাজে, যেখানে জ্ঞানের আলো নেই, আকলের রোশনি নেই, নীতি ও বিবেকের বালাই নেই, সর্বত্র অনাচার ও পাপাচারের জয়জয়কার, ন্যায় ও মানবিকতার হাহাকার। সকলে যেন দুষ্টের সেরা, শয়তানের বাড়া। এমন সমাজে,এমন পরিবেশে, এমন লোকদের মাঝে সত্য ও সততার উজ্জ্বল তারকা হয়ে জ্বলজ্বল করা এবং জীবন, যৌবন ও নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরা মুহূর্তের কল্পনায়ও কি সম্ভব কারো জন্য! এমন বুকের পাটা দেখাতে পারে কোন্ আদমের বেটা!

সর্বোপরি কোন্ বয়সে! পঁচিশের টগবগে যৌবন, বিচ্যুতি ও পদস্খলনের সবচে' খতরনাক সময়কালে, উচ্চাভিলাষ ও উন্মাদনা যখন মানুষকে এমনই লাগামহীন ও বেপরোয়া করে তোলে যে, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কল্যাণ-অকল্যাণ ভেবে দেখারও অবকাশ থাকে না। সবকিছু ভেসে যায় পাশবিকতার প্রবল তোড়ে। 'মানব-পশুর' তখন একমাত্র ভাবনা, কোন পথে কোন্ উপায়ে প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করা যায়! উন্মাত্ত যৌবনের লালসা মেটানো যায়।



www.nagorikpathagar.org

যৌবনকাল বড় বিপজ্জনক কাল। যৌবন-সাগর এমনই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এবং প্রবৃত্তির ঝড়ো হাওয়ায় এমনই যে, বিবেক বুদ্ধি ও সংযম সাধনার রক্ষাপ্রাচীর একেবারে ভেঙ্গে যায়। মুহূর্তের অসতর্কতায় কত গুণী মহাগুণীর এবং কত ঋষি মহাঋষির নৌকা ডুবেছে এ উত্তাল দরিয়ায়– কে তার হিসাব রাখে! সুতরাং বয়সের এই নাযুকতম সময়কালে কথায় ও কাজে এবং জীবনের প্রতিটি আচরণে ও উচ্চারণে সততা ও পবিত্রতার এমন সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা নিঃসন্দেহে মানব সাধ্যের অতীত, এমন কি মানব-কল্পনারও অতীত। ...আল-আমীনের জ্যোতির্ময় রূপ অবলোকন করো। সৃষ্টির প্রতিটি কণায় 'আল-ছাদিকের' স্তুতি শ্রবণ করো। মুগ্ধ হও, অভিভূত হও, কিন্তু অবাক হয়ো না। তিনি তো আল-কোরআনের প্রতিধ্বনি, মানবকুলের মধ্যমণি এবং মানবতার সঞ্জীবনী।[২৭২]

অন্যত্র বলেছেন, হায় দুর্ভাগিনী ভারতমাতার দুর্ভাগা সন্তান! তোমার জন্ম যদি হতো চৌদ্দশ বছর পূর্বে, তোমার জীবন যদি হতো মুহূর্ত কালের, আর তা ব্যয় হতো হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন পবিত্র দৃশ্য অবলোকনে![২৭৩]

তিনি বলেছেন, হে আমেনার দুলাল! হে প্রিয়তম মুহাম্মদ! আপন-পর সকলকে এমন করে ভালোবাসতে পেরেছো তুমি, তাই তো স্রষ্টা তোমায় বলেছেন, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। হায়, পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় যদি তোমার মানব প্রেম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো![২৭৪]

আবু জেহেল কর্তৃক রাসুলকে হত্যার পরামর্শের ব্যাপারে বলেছেন, মূর্খের সেরা আবু জেহেল প্রস্তাব করলো– এককভাবে কোনো গোত্রের পক্ষে মুহাম্মদকে হত্যার ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। কেননা বনু হাশিম ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং মুহাম্মদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো, কোরেশের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সাহসী যুবক নির্বাচন করো। তারা একযোগে মুহাম্মদের উপর তলোয়ার চালাবে। এভাবে মুহাম্মদের রক্তের দায় কোরেশের সকল শাখার উপর বর্তাবে। আর একা বনু হাশিমের পক্ষে সম্মিলিত কোরেশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। এভাবে পথের কাঁটাও দূর হবে, আবার একটি অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধের হাত থেকেও আমরা রক্ষা পাবো।

বদমাশটার দুর্বুদ্ধির সত্যি তারিফ করতে হয়। হায়রে মূর্খ! একবার যদি ভেবে দেখতে, জগতে কত আবু জেহেল এসেছে আবার গায়েব হয়েছে, কে তাদের খোঁজ রাখে, কে তাদের নাম জানে? কিন্তু তুমি আবু জেহেল জগত-জোড়া পরিচয় লাভ করেছো আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে শত্রু সম্পর্কেরই সুবাদে। তা না হলে তোমার নাপাক নাম কি লেখা হতো আমাদের কলমের কালিতে!



www.nagorikpathagar.org

সুতরাং তুমিও হাবীবে খোদার নিকট চিরঋণে ঋণী এই ঋণটুকু যদি স্মরণ রাখতে তাহলে আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার দুর্বুদ্ধি অন্তত মাথায় আসতো না।[২৭৫]

রাসুল (সা.) এর আমানতদারীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, জগতে আর কোথাও কখনো কি ঘটেছে এমন আশ্চর্য ঘটনা! শত্রুর নিকট সম্পদ গচ্ছিত রাখা! তদুপরি জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে গচ্ছিত সম্পদ প্রত্যার্পণের এমন আশ্চর্য প্রয়াস! আহা, এমন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নির্বোধেরা যদি বন্ধুরূপে বরণ করে নিতো![২৭৬]

ইসলাম যে উগ্রবাদী ধর্ম নয় আর মুসলমানরাও যে সন্ত্রাসবাদী নয় এবং মুসলমানদের একমাত্র নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও যে কোনোদিন সন্ত্রাস লালন করেননি সে প্রসঙ্গে মি. সিং চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

নীতিগতভাবে ইসলাম যুদ্ধের পক্ষে নয়। তদুপরি লোকবল ও অস্ত্রবল কোনোদিক থেকেই মুসলমানদের তখন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অবস্থান ছিলো না। সুতরাং আল্লাহর রাসূলের নামে রাজ্য দখলের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের অপবাদ আরোপ করা অতি হাস্যকর। নিরস্ত্র ও অসহায় একটি ক্ষুদ্র দলের ভরসায় সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো আত্মঘাতী পদক্ষেপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্ত্রধারণ করা তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার অধিকার একটি স্বীকৃত মানবিক অধিকার। পৃথিবীর সব জুলুম অত্যাচারেরই একটা সীমা রয়েছে। সেই সীমা অতিক্রম করার পরও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকা মানবতা ও ভদ্রতা নয়; বরং ভীরুতা ও কাপুরুষতা। আগুনের তাপে শীতল পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়। মুসলমানদের অবস্থাও ছিলো সেই পানির ন্যায়। ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' যে ভয়াবহ জুলুম নির্যাতন মক্কার মুশরিকদের হাতে তারা ভোগ করেছেন তার নযীর পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির, অন্য কোন ধর্মের ইতিহাসে নেই। তদ্রুপ কোরেশের বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কোরবানীর পরিচয় তারা দিয়েছেন তাও অতুলনীয়। কিন্তু বর্বরতা ও পাশবিকতা যখন সকল সীমা অতিক্রম করে গেলো, অন্যদিকে আত্মরক্ষার নূন্যতম শক্তি মুসলমানদের অর্জিত হলো তখন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিলো। তবু ইতিহাস সাক্ষী, নবীজী ও তাঁর ছাহাবীদের সামরিক কার্যকলাপ ছিলো আগাগোড়া আত্মরক্ষামূলক। জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।[২৭৭]



www.nagorikpathagar.org

শ্রমের কথা বলতে গিয়ে রাসুল (সা.) এর সম্পর্কে গুরুদত্ত সিং বলেছেন, মেহনত ও শ্রমের ক্ষেত্রে কারো থেকে তিনি পিছিয়ে থাকতেন না, বরং সকলের সাথে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি জগতের সামনে এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন।[২৭৮]

মক্কা বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ...মুখে বিজয়ের হাসি নেই, আছে ক্ষমার সৌন্দর্য দীপ্তি। চোখে আছে অশ্রুর ঝিলিক, সে অশ্রু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার।

দেশের পর দেশ পদানত করে, জনপদের পর জনপদ ধ্বংস করে এবং রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে যারা বিজয়ের গর্ব করো– তারা মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদের সামনে অবনত মস্তকে একবার এসে দাঁড়াও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো, কেন যুদ্ধ করবে, কীভাবে যুদ্ধ করবে এবং দেশ জয়ের পর কীভাবে আত্মার উপর বিজয় লাভ করবে, তাহলে মানব সভ্যতার কলংক না হয়ে হতে পারবে তার গর্ব ও গৌরব।[২৭৯]

## অমর্ত্য সেন

সমগ্র বিশ্ব যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), মুসলিম জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরাম বিষোদগার করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যস্ত রয়েছে যারফলে বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে- প্রখ্যাত অমুসলিম গবেষক নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় পবিত্র ইসলাম ধর্মকে খাটো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে উস্কে দিয়ে ইসলাম যে শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম এমন ধারণাকে উল্টে দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রচার চলতে থাকলে, ভবিষ্যতে বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মক ধাক্কা খাবে। নিজের লেখা 'আইডেনটিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স : দ্যা ইল্যুশন' বইয়ের কলকাতা সংস্করণ উদ্বোধন করতে এসে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

অমর্ত্য সেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু হিংসা-দাঙ্গার কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম ধর্মের শান্তি শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ না করে, ইউরোপ-আমেরিকায় উল্টো প্রচার চালানো হচ্ছে। ইসলামকে খাটো করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এটা দুঃখজনক।

জনাব অমর্ত্য সেন তাঁর 'আইডেনটিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স : দ্যা ইল্যুশন' বইতে ইসলাম ধর্মের শান্তির রূপ এবং সম্প্রীতি চর্চা, মুসলিম নারী সমাজের



www.nagorikpathagar.org

কথাসহ ইসলামের সুদূর অতীত থেকে বর্তমান রূপের কথা বলেছেন। অমর্ত্য সেন স্পষ্ট করে বলেন, কোনো ধর্মকে খাটো করে নিজের ধর্মকে কেউ বড় করতে পারেন না। উদার দৃষ্টিভঙ্গিই পারে বিশ্বের অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে। এ মতের উল্টো হলে ফলাফল কোনো ধর্মের মানুষের জন্যই সুখকর হবে না বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।[২৮০]

## টি. এস. ইলিয়ট

ইংরেজ কবি টি,এস, ইলিয়ট তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) আজীবন অকাতরে কেবল দানই করেছেন কারো দান গ্রহণ করেননি।" [২৮১]

## দি হান্ড্রেড লিডার্স

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন অমুসলিম গবেষক যৌথ প্রচেষ্টায় পৃথিবীর একশত জন নেতাদের নিয়ে গবেষনণমূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন যার নাম 'THE HUNDRED LEADERS' গ্রন্থখানিতে ঐ অমুসলিম গবেষকগণ হযরত মুহাম্মদ (স.)কে পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ নেতা (GREATEST LEADER) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ হিসেবে তাঁরা লিখেছেন :

একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া পৃথিবীতে যত নেতার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের অনুসারীরা (FOLLOWERS) নেতাদের আদর্শের কথা নীতির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন, কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই একজন নেতা ছিলেন যাঁর মৃত্যুর চৌদ্দশত বছর পরেও তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। এমনকি এত বছর পরেও তাঁর অনুসারীরা যখনই তাঁর কোনো একটি ছোট-খাটো অভ্যাস বা আচরণের কথাও শোনেন সেই মুহূর্ত থেকে তারা তা পালন করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন। শুনেছি গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই উদ্বিগ্ন মহল তা প্রচারের সম্ভাব্য সমস্ত আয়োজন নস্যাৎ করে দিয়েছেন। [২৮২]

## রামকৃষ্ণ রাও

ভারতের মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের স্বনামধন্য প্রফেসর সুপণ্ডিত এস, কে, রামকৃষ্ণ রাও তাঁর 'THE PROPHET OF ISLAM' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন :



www.nagorikpathagar.org

"বিজ্ঞানের উদয় মুহাম্মদ (স.) থেকে লব্ধ। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে প্রকৃতি ও তার রীতি-নীতি অধ্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করান যাতে করে তারা বুঝতে পারে এবং মহানুভব আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতে পারে। কোরআনের বহুসংখ্যক আয়াত প্রকৃতি সম্পর্কে সুক্ষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য এবং অসংখ্যবার নামাজ, রোজা ও হজ্জ্ব সম্পর্কে আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানরা এর প্রভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। এরফলে বৈজ্ঞানিক মানস সৃষ্টি হয় যা গ্রীকদের অজানা ছিল।" [২৮৩]

মহান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এস, কে রামকৃষ্ণ রাও অন্যত্র বলেছেন :

তিনি (মুহাম্মদ স.) আরব দেশে জন্মগ্রহণকারী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। ধূ-ধূ বালিরাশির এ দেশের অতীতের সকল কবি ও নরপতিদের চেয়ে তিনি ছিলেন উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী।

তিনি যে সময় আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন তখন সেখানকার অবস্থা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে অধঃপতিত পর্যায়ে; মানুষের জীবন ছিল মরুভূমির মতোই ঊষর। মানুষের নৈতিকতা বলতে কিচ্ছু ছিল না। এ যুগকে বলা হতো আইয়্যামে জাহেলিয়াহ বা অন্ধকারের যুগ। মুহাম্মদ (স.) এর সুমহান আদর্শ ও গুণাবলীতে মরুভূমিতে জেগে উঠে আলোর প্রশ্রবণ। যুগের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে শুরু হয় নতুন জীবন, নতুন কৃষ্টি, নতুন সভ্যতা ও একটি নতুন রাষ্ট্রের জয়যাত্রা। পৃথিবীর প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা ছিল মরক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশের চিন্তা ধারা ও জীবন ব্যবস্থাকে ইসলাম গভীরভাবে প্রভাবিত করে ফেলে।" [২৮৪]

## জি. এম. রড ওয়েল

জি, এম, রড ওয়েল বলেন "বিশ্বস্ত সূত্রে প্রামাণিত হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) এর যাবতীয় কাজ এই মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত যে, মানবজাতি যেন অজ্ঞতা ও মূর্খতা এবং মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি পায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো নিগূঢ় সত্য তথা আল্লাহর একত্বের বহুল প্রচার।" [২৮৫]

## এডওয়ার্ড মুনন্ট

জেনেভা ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য অধ্যাপক এডওয়ার্ড মুনন্ট বলেছেন : চরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.) যে সাফল্য লাভ করেছেন তৎ প্রেক্ষিতে তাঁকে মানবতার মহান দরদী বলে বিশ্বাস করতে হয়। [২৮৬]



www.nagorikpathagar.org

## আল্লামা শিবলী নোমানী

আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত নবী জীবনী গ্রন্থ সীরাতুন্নবী (সা.) এ বলেছেন : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেই আঞ্জাম দিতেন। প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ করা, জিজিয়া আদায়কারীর নাম ঘোষণা করা, মোয়াজ্জিন নির্বাচন, ইমাম নির্ধারণ, যাকাত আদায়কারী নিয়োগ ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা মুসলমান গোত্রগুলোর মধ্যে জমি-জমা বন্টন করা, সেনাবাহিনী সজ্জিত করা, মামলা-মোকদ্দমা ফায়সালা করা, বিভিন্ন গোত্রের গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা, প্রতিনিধি দলের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা, ফরমান জারী করা, নও মুসলিমদের এন্তেজামাদি নিস্পন্ন করা, শরিয়তের মাসয়ালা সমূহের ফতোয়া দান করা, সাম্রাজ্যের বড়-বড় রাজনৈতিক সমস্যাবলীর অপনোদন ও শৃংখলা বিধান করা, বিভিন্ন পদের কর্মচারীদের উন্নয়ন ও পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা এবং দূর-দূরান্তের প্রদেশ গুলোতে সাহাবীদের মধ্য হতে গভর্নর বা ওয়ালী নিয়োগ করা। মোট কথা সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন। [২৮৭]

অন্যত্র আল্লামা শিবলী নোমানী বলেছেন : "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় বসবাসরত সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির জন্য 'মদীনা সনদ' নামে একটি প্রতিরক্ষা ও সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করেন।

## ড. শিবশক্তি মহারাজ (ইসলামুল হক)

বিখ্যাত ধর্মত্ত্ববিদ ড. শিবশক্তি মহারাজ হিন্দুদের কথিত ভগবান (ইসলামুল হক) তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : মানবীয় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। অন্য কোনো ধর্মের এ দুঃসাহস নেই। ইসলামের সৌন্দর্য ও মানবিকতা আমাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। [২৮৮]

## মি. এ. আলী

অধ্যাপক Md. A. Ali তাঁর Islam and The Mediaval World নামক গ্রন্থে A Life of Struggle অনুচ্ছেদে বলেছেন :

Abu Taleb was not rich like his ancestors, hence Muhammad, Sensitive ot the needs of the family of Abu Taleb.



www.nagorikpathagar.org

Used to tend sheep and goats of Makkah upon the nighbouring hills and valleys. This little job of the young lad not only enabled his to contribute something towards the found of his needy uncle, but it also helped him in observing the nature in its varied aspects. The dark blue sky. Twinkling stars, the limitless desert and solitary valleys and hills made him concious of that power which is all pervading and constrols every thing.

আবু তালিব তাঁর পূর্ব পুরুষদের ন্যায় ঐশ্বর্যবান ছিলেন না তাই কিশোর বালক মুহাম্মদ (স.) তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব পরিবারের অসচ্ছলতা সম্পর্কে বেশ সংবেদনশীল ছিলেন এবং তাঁদের সংসার পরিচালনার প্রয়োজনের তিনি মক্কার অদূরবর্তী পাহাড় ও উপত্যকায় ছাগল ও মেষপাল চরাতেন। এহেন কিশোর বালকের এই সামান্যতম কাজটি শুধুমাত্র তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের সংসারের অভাব মোচনের জন্য ব্যাপৃত ছিল না, বরঞ্চ তাঁকে প্রকৃতির বৈচিত্রময় রহস্য পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দান নীলাকাশ, মিটি-মিটি তারকাপুঞ্জের সমাহার সীমাহীন বিশাল-বিরাট মরু প্রান্তরে একপাল মেষ আর একজন মেষপালক। এই মেষপালক নীরব নিস্তব্ধ নির্জন পাহাড় ও উপত্যাকায় দাঁড়িয়ে গভীর ভাবের আবেগে তন্ময় হয়ে যেতেন। যে মহাশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বর্হিভূত সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন সেই মহাশক্তিই কিশোর বালককে আরও গভীরভাবে বিস্মিত করে সচেতন করে তুলতে থাকেন।"[২৮৯]

## ভক্ত তুলশীদাস

ভক্ত তুলশীদাস বলেছেন"আমি নিজের তরফ হতে পক্ষপাত

করে কিছুই বলবো না ; বরং যা বেদ ও পুরাণে লেখা আছে, তাই সত্য সত্য বলবো। আরব দেশে একটি মনোহর নক্ষত্রের আবির্ভাব হবে-অনেক স্মরণীয় অপূর্ব কীর্তি তিনি দেখাবেন। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে চারটি সূর্যের মত তিনি বিশেষ আলো প্রদান করবেন। তাঁর চারজন ভক্তানুচর থাকবেন। তাঁর বংশ খুব বৃদ্ধি পাবে। তাঁর ধর্মের প্রচারও হবে খুব দ্রুত। ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে মুহাম্মদ ব্যাতিত সম্ভব হবে না।

(বজ-ভা-ার, তুলশীদাসী রামায়ণ- ১২শ কা-, ২১১ মন্ত্র)।[২৯০]



www.nagorikpathagar.org

## প্রমাণপঞ্জী


১. মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিশ্বসভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করন ১৬ই মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২১৪/ হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯৯/ অগ্রপথিক (পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪১৮ সংখ্যা), জুলাই-১৯৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৩০৩/তারীখুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৯৮

২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ জুন ২০০১, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯

৩. GETTING MARRIED পুস্তকের ১৯২৯ সংস্করণ/এ কালেকশন অব রাইটিংস অর সাম অব দ্যা এমিনেন্ট স্কলারস, ওকিং মুসলিম মিশন, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৭৭/ আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ ডিসেম্বর-১৯৯০ পৃষ্ঠা-১১০-১১১

৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২১১

৫. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস ১২২

৬. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আল মারুফ, ইসলামিক ডায়েরি, ৪র্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৪

৭. ইসলাম প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা ২১৭

৮. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ফেব্রুয়ারী) ২০০২, পৃষ্ঠা ৬৮ রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড , জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০৮/অগ্রপথিক, জুলাই, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১

৯. অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৭ পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮

১০. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬৮

১১. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬৮

১২. মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, জগৎ গুরু মুহাম্মদ (দ.) সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ৩য় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১২৯

১৩. দৈনিক জং করাচি, ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৩ ইং

১৪. জগৎ গুরু মুহাম্মদ (দ.) ১৩০-১৩১

১৫. সহীহ্ বুখারী

১৬. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২০৬

১৭. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জগতের আদর্শ মহামানব/শাশ্বত নবী, সম্পাদনা অধ্যাপক আব্দুল গফুর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৭৯




www.nagorikpathagar.org

১৮. মাওলানা মোবারক করীম জওহর, নবী সম্রাট, খান ব্রাদার্স এ্যন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২য় প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৫৯
১৯. মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর নগরী, নবী শ্রেষ্ঠ (কুরআন তত্ত্ব : তৃতীয় খণ্ড ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ নভেম্বর-১৯৮১ পৃষ্ঠা ৩৫৩
২০. ভবেশ রায়, শত মনীষীর কথা, (১ম খণ্ড ) অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১
২১. নবীশ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা ৩৫৯/অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭
২২. এইচ, হার্ট, The 100-A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY. NEW YORK.1978,P,26-40/দৈনিক ইনকিলাব ০৫/০৬/২০০১ ইং।
২৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দ.) ১ম খণ্ড , মম প্রকাশ ঢাকা, ২য় মুদ্রণ মে ২০০৩ পৃষ্ঠা ২২
২৪. আহমদ দীদাত, আহমদ দীদাত রচনাবলী, অনুঃ ফজলে রাব্বী এবং মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-২০০১, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫
২৫. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৭৮
২৬. হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) আখেরী নবী, পৃষ্ঠা ২৬৮
২৭. মাওঃ আমীর হামজা, বিশ্বনবী (সা.) সম্বন্ধে মহামনীষীদের মন্তব্য, বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, সম্পাদনা মুহা. হারুন, রচনা বিভাগ, জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া ১৪০৯ হিজরী।
২৮. Quoted in the vindication of the prophet of islam. p. 26-27 /জগৎ গুরু মুহাম্মদ (দ.) ১২৭-১২৮
২৯. ইসলাম প্রসঙ্গ, ২১১-২১২/
৩০. জগৎগুরু মুহাম্মদ (সা.) পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬
৩১. নবী সম্রাট পৃষ্ঠা-২০৩
৩২. মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওয়াহ তিরমিযী (রহ.), শামায়েলে তিরমিযী, অনুবাদ- মাওঃ মতিউর রহমান ও মাও: আব্দুল্লাহ মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, হাদীস নং ৯, পৃষ্ঠা-১৪
৩৩. স্বামী বিবেকনান্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খ , পৃষ্ঠা-৩৩৭-৩৩৮ নবী সম্রাট-১৯৫
৩৪. SWAMI VIVEKANANDA'S WORKS VOL-IV, THE GREAT TEACHER OF THE WORLD. P. 129-130
৩৫. স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃষ্ঠা-১১৭-১১৯ গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ- ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২০
৩৬. ইসলাম প্রসঙ্গ-২১১


www.nagorikpathagar.org

৩৭. প্রাগুক্ত-২১১
৩৮. আবদুর রহমান আযযাম, মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, অনুবাদ, আবু জাফর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১
৩৯. নবীশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠা-৩৫৮
৪০. BONPARTE ETL, ISLAM, CHERFILS, PARIS, P-105-125
৪১. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.), ১২১
৪২. নবী সম্রাট পৃষ্ঠা-২০০
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪
৪৪. STANLEY LANE POOLE, THE SPEECHES AND TABLE TAIK OF THE PROPHET MUHAMMAD, KITAB BHAVAN NEW DELHI. SECOND EDITION-1981
৪৫. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৫
৪৬. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৭৭
৪৭. প্রাগুক্ত London. 1882 P. 46-47
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. বিশ্ব সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, পৃষ্ঠা-২১১
৫০. নবী সম্রাট-১৯২
৫১. বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দ.) ৩য় খণ্ড , পৃষ্ঠা-১০০
৫২. আহমদ দীদাত রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৭৭/শাশ্বত নবী, পৃষ্ঠা-৭৯
৫৩. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃষ্ঠা-১৩৩
৫৪. ALFRED DE LAMARTINE, HISTORY DELA TURQUIE, PARIS, 1858, VOL-II P, 276-277
৫৫. বিশ্ব সভ্যতার মহানবীর (সা.) অবদান, পৃষ্ঠা-২১১-২১২
৫৬. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২১৪/দৈনিক ইত্তেফাক, ১ লা শ্রাবণ ১৩৮১ বাংলা, ঢাকা।
৫৭. DRAPER, A HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF EUROPE, LONDON, 1875, P-330. হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৭১, পৃষ্ঠা-২৩৬
৫৮. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) ১২৪
৫৯. মাসিক তাহ্‌জীব, চৈত্র ১৩৭৯ বাংলা, সফর- রবিউল আওয়াল ১৩৯৩ হিজরী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৮
৬০. THIS IS THE TRUTH, ইহা সত্য (বিংশ শতাব্দীর ১৪ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল কোরআন সত্য) সম্পাদনায় খোন্দকার মো. মহীউদ্দীন, আল কুরআন গবেষণা সেন্টার, ঢাকা-৯ ই মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯
৬১. MOHAMET AND CHARLEMAGNE, 1968



www.nagorikpathagar.org

৬২. THE ORIGIN OF ISLAM IN THE CHRISTIAN ENVIRONMENT. 1926

৬৩. মহানবী স্মরণীকা, ৯৮ ইং ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৬

৬৪. P. K. HITTI, HISTORY OF THE ARABS, MACMILLAN AND CO. LIMITED. LONDON, 1953, P-215

৬৫. P. K. HITTI. THE ARABS : A SHORT HISTORY, অনুবাদ-খুররম হোসাইন, সম্পাদনা কে, এম, মোজাম্মেল হক, ক্যাবকো বিসিক শিল্প নগরী, টাঙ্গাইল, ২০০১/পৃষ্ঠা-৫৬

৬৬. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৯-৪০

৬৭. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৮

৬৮. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৪৫

৬৯. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮

৭০. P. K. HITTI. HISTORY OF THE ARABS/তারীখুল ইসলাম পৃষ্ঠা-27

৭১. P. K. HITTI. HISTORY OF THE ARABS/হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের, ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬১

৭২. HISTORY OF THE ARABS, P.121-122

৭৩. প্রাগুক্ত এবং হাসান আলী চৌধুরী ইসলামের ইতিহাস-১০৩

৭৪. "সিরাজুম মুনীরা" ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৯ ইং, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২৯

৭৫. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯

৭৬. মাসিক অগ্রপথিক, জুলাই/৯৭, পৃষ্ঠা-২৬০

৭৭. মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর নগরী, হযরতের আদর্শ চরিত্র ইসলাম : মনীষার আলোকে, সম্পাদনা : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-১১৪

৭৮. অগ্রপথিক, জুলাই, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৫৩

৭৯. ANHIC BESANT, THE LIFE AND TEACHING OF MOHAMMAD, MADRAS, 1932 P-4

৮০. নবী সম্রাট পৃষ্ঠা-২০৪-২০৫

৮১. প্রাগুক্ত ১৯৭-১৯৮

৮২. অগ্রপথিক জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৮



www.nagorikpathagar.org

৮৩. জে. এইচ. ডেনিসন EMOTIONS AS THE BASES OF THE CIVILIZATION, LONDON, 1928, P. 265-269.
৮৪. জেমস মিসেনার, ইসলাম : দ্য মিসআন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন ইন দ্য রিডার্স ডাইজেষ্ট (আমেরিকান সংস্করন) মে-১৯৫৫, পৃষ্ঠা-৬৮-৭০/আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (সা.) : জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড ) সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২৪৯
৮৫. এইচ, জি, ওয়েলস, AN OUTLINE OF THE HISTORY
৮৬. প্রাগুক্ত, সীরাত স্মরণিকা, ঢাকা ১৯৭৪, জগৎগুরু মুহাম্মদ (সা.) ১২৬.
৮৭. নবী সম্রাট, পৃষ্ঠা-২০৬-২০৭
৮৮. নবীশ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৫৬
৮৯. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৮
৯০. ইসলাম : মনীষার আলোকে, পৃষ্ঠা-৮৫
৯১. প্রাগুক্ত, ১০২-১০৩/নবী সম্রাট, ১৮৯-১৯০
৯২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১১১
৯৩. SIR, WILLIAM MUIR, LIFE OF MOHAMET, VOL-2, LONDON, 1858, P.228
৯৪. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৫০৯
৯৫. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৫০৯
৯৬. WILLIAM MUIR, MOHAMET AND ISLAM, LONDON, 1895, P-246
৯৭. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৯
৯৮. মরুভাস্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-২৪২
৯৯. হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (দ.) আখেরী নবী, পৃষ্ঠা-২৬৯
১০০. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৬৯-২৭০
১০১. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৮
১০২. মরু ভাস্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-২৪৪
১০৩. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.), ১২৯-১৩০ অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৭ পৃষ্ঠা-৬৭-৭০
১০৪. নবী সম্রাট, ২১০-২১২
১০৫. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃষ্ঠা-১২৯/মাসিক তাহজীব, আশ্বিন ১৩৮০ বাংলা, শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরী, পৃষ্ঠা-৫৭
১০৬. R.V.C. BODLEY. THE MESSENGER THE LIFE OF MUHAMMAD. LONDON 1946 PAGE 202, 203.
১০৭. R.V.C BODLEY, THE MESSENGER, 1954 P-33/নবী সম্রাট-২৩০ পৃষ্ঠা



www.nagorikpathagar.org

১০৮. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২০৯
১০৯. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) ১২৮-১২৯
১১০. JOHN DAVENPORT, APOLOGY FOR MUHAMMAD. ১৮৭০. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, নবী চিরন্তন, অনু : মাওঃ আবদুল্লাহ-বিন-সাঈদ জালালাবাদী, বুক সোসাইটি, ঢাকা
১১১. মৌলভী মুহাম্মদ মুছলেহুদ্দীন, বিশ্বনবীর মহান আদর্শ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ৭ম মুদ্রণ-জুন-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৩০
১১২. ইসলাম : মনীষার আলোকে, পৃষ্ঠা-১১০
১১৩. APOLOGY FOR QURAN AND MUHAMMAD/ বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.) ৩য় খণ্ড, ১০০-১০১
১১৪. JOHN DAVENPORT, MOHAMMAD AND THE KORAN. চ-৫৪, ৬৯, ৭৯, ১৩৩ ইসলাম : মনীষার আলোকে, ১০৮, ১০৯/বিশ্বনবীর সহান আদর্শ ১২৯-১৩০
১১৫. আবু জাফর, রাসুল মুহাম্মদ (সা.), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পূণমূদ্রণ,২০০২, পৃষ্ঠা-২৫
১১৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩
১১৭. সামায়েলে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩২, পৃষ্ঠা-৩৬৫
১১৮. অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৭৮
১১৯. মরুভাস্কর, হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-২৩৬
১২০. অগ্রপথিক, জুলাই, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩০২
১২১. নবী সম্রাট, পৃষ্ঠা-২০২/জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.), ১২৪
১২২. আহমদ দীদাত রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৭৬/বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, পৃষ্ঠা-১২১
১২৩. এডওয়ার্ড গীবন, দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডেক্লিন এ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার, লন্ডন, ৫ম খ , পৃষ্ঠা-৫৩৫ আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮৯ পৃষ্ঠা-২৪৭
১২৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ, ১ম খ পৃষ্ঠা-২৫২
১২৫. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, পৃষ্ঠা-২৮৩
১২৬. নবী চিরন্তন, পৃষ্ঠা-৫৭
১২৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ) তাফসীরে মা আরেফুল কোরআন (১ম খ ), অনুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-১৯৮০, পৃষ্ঠা-১৭৬
১২৮. নবী শ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩৪৪-৩৪৫



www.nagorikpathagar.org

১২৯. SYED AMEER ALI, THE SPIRIT OF ISLAM, LONDON 1949, P-XVIII
১৩০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৯
১৩১. অগ্রপথিক, জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৫৬
১৩২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, ১০৮
১৩৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৮৯
১৩৪. আহমদ দীদাত রচনাবলী, ১৬১/মাসিক মদিনা সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ঢাকা, পৃষ্ঠ-৫৩
১৩৫. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯/বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, পৃষ্ঠা-১২০
১৩৬. অগ্রপথিক জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫২
১৩৭. মহাজন সমাচার, পৃষ্ঠা-১২৯/চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯
১৩৮.BOSWARTH SMITH, MOHAMMED AND MOHAMMEDANISM LONDON-1874, P-340 আহমদ দীদাত রচনাবলী, ৭৭
১৩৯. MOHAMMED AND MOHAMMEDANISM, LONDON, 1858, P-105
১৪০. বিশ্ব সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, পৃষ্ঠা-২১২
১৪১. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২১১/বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দ.) ৩য় খ , ৮২
১৪২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস পৃষ্ঠা-১০৪
১৪৩. মরু ভাষ্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-২৪০
১৪৪. MOHAMMED AND MOHAMMEDANISM, LONDON, 1858, P-343
১৪৫. THOMAS CARLYLE, ON HEROES, HERO-WORSHIP AND THE HEROIC IN HISTORY; THE HERO AS PROPHET, EDINBURGH. ১৮৪০/ইসলাম প্রসঙ্গ-২০৮-২০৯
১৪৬. প্রাগুক্ত LONDON, চ-২৮৭-২৯২
১৪৭. ইসলাম প্রসঙ্গ, ২০৭/আহমদ দীদাত রচনাবলী, ১৩০-১৩১
১৪৮. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃষ্ঠা-১২১
১৪৯. আহমদ দীদাত রচনাবলী, ১৬১-১৬২
১৫০. প্রাগুক্ত ১৬২
১৫১. মহানবী স্মরনীকা ৯৮, ঢাকা পৃষ্ঠা-৬৬
১৫২. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-১১১
১৫৩. প্রাগুক্ত-১১৫
১৫৪. বিশ্বনবীর মহান আদর্শ, ১২৫-১২৬
১৫৫. আবু জাফর রসুল মুহাম্মদ (সা.), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনমুদ্রণ-২০০২ পৃষ্ঠা ২৬
১৫৬. বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, পৃষ্ঠা-১২১



www.nagorikpathagar.org

১৫৭. প্রাগুক্ত, ১২২-১২৫
১৫৮. প্রাগুক্ত, ১৩০-১৩২
১৫৯. প্রাগুক্ত, ১৩২
১৬০. আর্থার গিলম্যান, THE SARACENS, LONDON, 1887, P-148-185
১৬১. চেপে রাখা ইতিহাস ১৮-১৯
১৬২. MAJOR, A, G. LEONARD, ISLAM HER MORAL AND SPIRITUAL VALUE, LONDON, ১৯২৭ জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.), ১২৪
১৬৩. MAJOR A.' G. LEONARD, ISLAM HER MORAL AND SPIRITUAL VALUE, LONDON, 1927 P-20-21
১৬৪. প্রাগুক্ত
১৬৫. চেপে রাখা ইতিহাস, ১৮
১৬৬. ISLAM HER MORAL AND SPIRITUAL VALUE, P-48-49
১৬৭. বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, পৃ-২১২-২১৩
১৬৮. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.), পৃ-১২৮
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২
১৭০. হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, পৃ-২০৬
১৭১. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃ-১৩২
১৭২. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ (পাকিস্তান), সুন্নতে রাসুল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, (৪র্থ খণ্ড ) অনু : ও সম্পাদনা, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আল কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ-২২০-২২১
১৭৩. বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ-১২১
১৭৪. প্রাগুক্ত, ১২১
১৭৫. আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না, পৃ-১১২
১৭৬. বিশ্বনবীর মহান আদর্শ, ১২৭, ভূপ্রদক্ষিণ-৫২৫, চেপে রাখা ইতিহাস, পৃ-১৯
১৭৭. সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড ), হযরত মুহাম্মদ (সা.), ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০২, পৃষ্ঠা-১২
১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২
১৭৯. মাসিক তাহজীব, শাওয়াল-১৩৯৩ হিজরী, পৃ-৫৭-৫৮
১৮০. THE MAKING OF HUMANITY, P-190-191 হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান পৃ-৩১৮
১৮১. নবী সম্রাট, পৃ-২০৯
১৮২. অগ্রপথিক, জুলাই-১৯৯৭, পৃ-১৫৩
১৮৩. রামপ্রানগুপ্ত-ইছলাম কাহিনী, নবী শ্রেষ্ঠ, পৃ-৩৩৬, নবী সম্রাট-১৮৭
১৮৪. মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, পৃ-১৭



www.nagorikpathagar.org

১৮৫. মরু ভাস্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃ-২৩৬

১৮৬. ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি- পৃ-১৭ নবীশ্রেষ্ঠ-৩৩৫, নবী সম্রাট-১৮৭

১৮৭. মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শেষ পয়গম্বর/নবী শ্রেষ্ঠ-৩৩৬, নবীসম্রাট-১৮৭

১৮৮. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ-১০৬-১০৭

১৮৯. PROF, NIHCOLSON, LITERARY HISTORY OF THE ARABS, P-174/ বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দ.) তয় খণ্ড -১৫৯

১৯০. মাসিক তাহজীব, চৈত্র-১৩৭৯ বাংলা, পৃ-৩৮-৪২

১৯১. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) ১২২, নবীসম্রাট-২০২

১৯২. প্রাগুক্ত ১২২, প্রাগুক্ত ২০২

১৯৩. প্রাগুক্ত ১২২, প্রাগুক্ত ২০২

১৯৪. প্রাগুক্ত ১২২, সীরাত স্মরণিকা, ১৯৭৪, ঢাকা, নবীসম্রাট-২০১

১৯৫. প্রাগুক্ত/ডি, জি, হোগার্থ A HISTORY OF ARABIA অক্সফোর্ড, ১৯২২, পৃ-৫২

১৯৬. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃ-১৩০

১৯৭. চেপে রাখা ইতিহাস, ১৯, নবীসম্রাট-২০৩

১৯৮. জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃ-১৩৫

১৯৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ), তাফসীরে মা, আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) অনুবাদ-মুহিউদ্দীনখান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-১৯৮০ পৃ-১৭৫

২০০. আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী, আল ইসলাম আসরুহু ফিল হাজারা ওয়া ফাজলুহু আ'লাল ইনসানিয়াত, পৃষ্ঠা-৩৯

২০১. মরু ভাস্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃষ্ঠা-২৩৬

২০২. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম,অনুবাদ. আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা- দশম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২ পৃষ্ঠা - ৪২-৪৩ ।

২০৩. হযরত মোহাম্মদ রালুল্লাহ (সা.) আখেরী নবী, পৃষ্ঠা-২৬৯ এবং নবী সম্রাট, পৃষ্ঠা-২০৯

২০৪. নবী শ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২৯১

২০৫. বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, পৃষ্ঠা-১২২

২০৬. উইলিয়াম এ, ডি, উইট এবং স্যামুয়েল নিসেনসন, শত জীবনের কথা, অনুবাদ-মতিন উদ্দীন আহমদ, এশিয়া বুক হাউস বাংলা বাজার, ঢাকা, জুন-১৯৫৯, পৃষ্ঠা-৪

২০৭. WESTERN VIEWS OF ISLAM AND MIDDLE AGES PUB-1992

২০৮. THIS IS THE TRUTH, ইহা সত্য, পৃষ্ঠা-৬




www.nagorikpathagar.org

২০৯. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৯
২১০. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৬-২৭
২১১. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৫
২১২. শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ (সা.), মাসিক আল ইসলাম, জৈষ্ঠ, ১৩২২ বাংলা।
২১৩. ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, পৃষ্ঠা-১৭ ইসলাম : মনীষীর আলোকে, পৃষ্ঠা-১০১-১০২
২১৪. ইসলাম : মনীষার আলোকে-১১৩
২১৫. নবীশ্রেষ্ঠ, ১২৩-১২৪
২১৬. প্রাগুক্ত, ২৯১
২১৭. প্রাগুক্ত, ২৯০/T.W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM, LONDON, 1913, P-44
২১৮. T. W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM, LONDON, 1913, P-413-414
২১৯. নবী সম্রাট-২০৮
২২০. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, ২১৩
২২১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড -২৪৬ নবী সম্রাট-২০৭
২২২. সীরাত বিশ্বকোষ বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড ) হযরত মুহাম্মদ (সা.), পৃষ্ঠা-৭
২২৩. EMERSON, MAN THE REFORMER, চ-৩৭০ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান পৃষ্ঠা-২৬১
২২৪. ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ১৮ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান-১০৬
২২৫. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান-২৪৫
২২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০১
২২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪২
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৬
২২৯. সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড ) হযরত মুহাম্মদ (সা.), পৃষ্ঠা-১৫ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান-১০৩
২৩০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, হযরতের প্রাক-নবুয়ত সমাজ সেবা শাশ্বত নবী, পৃষ্ঠা-৩৫
২৩১. সীরাতে রসূলে আকরাম (সা.) পৃষ্ঠা-২৭
২৩২. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২০৯/আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না, পৃষ্ঠা-১১৩
২৩৩. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, নবী চিরন্তন, বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান পৃষ্ঠা-২১৩



www.nagorikpathagar.org

২৩৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড , পৃষ্ঠা-২৫৭
২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭
২৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০১
২৩৭. অধ্যাপক আমীর হোসেন, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১ম, ২য় ও ৩য় পত্র একত্রে) সাহিত্য কুটির বগুড়া, জানুয়ারি, ১৯৭১ পৃষ্ঠা ২৬১
২৩৮. বিশ্ব নবীর মহান আদর্শ পৃষ্ঠা-১২৮
২৩৯. নবী সম্রাট-১৮৮/ইসলাম : মনীষার আলোকে ১০০-১০১
২৪০. নবী সম্রাট-২০৭
২৪১. প্রাগুক্ত-২০৭
২৪২. প্রাগুক্ত-২০৭
২৪৩. প্রাগুক্ত-২০৭
২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ২০৮-২০৯
২৪৫. প্রাগুক্ত, ২০৯
২৪৬. প্রাগুক্ত, ১৯০-১৯১
২৪৭. প্রাগুক্ত, ২০১
২৪৮. প্রাগুক্ত, ২০১/ইসলাম : মনীষার আলোকে, ১৮/নবীশ্রেষ্ঠ ৩৪২
২৪৯. টি, এ্যান্ড্রে, মুহাম্মদ, লন্ডন, ১৯৩৬ পৃ-২৪৭ হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড /পৃ-২৪৫)
২৫০. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), পৃ-২৪৭
২৫১. আরভিং ওয়াশিংটন, MOHAMET AND HIS SUCCESSOR'S, 250. LONDON, 1909, P. 192-199
২৫২. THE NEW INTERNATIONAL ENCYCLOPADIA, 1916, VOL.16, P.72
২৫৩. হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) পৃ-২৫১-২৫২
২৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫২
২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৩
২৫৬. প্রাগুক্ত, ২৫৩
২৫৭. প্রাগুক্ত, ২৫৬-২৫৭
২৫৮. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১২১
২৫৯. মাসিক অগ্রপথিক, জুলাই/৯৭, পৃষ্ঠা ২৮১
২৬০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৬
২৬১. মাসিক অগ্রপথিক, জুলাই/৯৭, পৃষ্ঠা ২৭৭
২৬২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১০৭
২৬৩. আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৪০০



www.nagorikpathagar.org

২৬৪. জগৎ গুরু মুহাম্মদ (দ.) পৃষ্ঠা-১২৮
২৬৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮
২৬৬. সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী, নবীয়ে রহমত (সা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ জুন, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৩
২৬৭. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম। অনুবাদ : আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা। ১০ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২। পৃষ্ঠা-৪৮
২৬৮. গুরুদত্ত সিং, রাসুলে আরাবী, অনুবাদ, মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ, (অনূদিত গ্রন্থের নাম, তোমাকে ভালোবাসি হে নবী), দারুল কলম প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১
২৬৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২-৩
২৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪
২৭১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮
২৭২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬-১৭
২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭
২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫
২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১
২৭৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২
২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯
২৭৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০
২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৭
২৮০. দৈনিক সোনালী সংবাদ, ২৫ মার্চ ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা ১ ও ২।
২৮১. মাসিক মদীনা, সীরাত সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪৪
২৮২. মাসিক মদীনা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১০৯
২৮৩. প্রাগুক্ত, ১০৩ পৃষ্ঠা
২৮৪. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ঢাকা, ২৩-২৯ জুন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৩৮
২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮
২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮
২৮৭. মাসিক মদীনা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭৮
২৮৮. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৩৭
২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১১
২৯০. ফজলুর রহমান খান, শান্তির নবী, ঢাকা পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৯।



www.nagorikpathagar.org

# তৃতীয় অধ্যায়

## মহানবী (সা) কর্তৃক নারী, শিশু এবং দাস-দাসীদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে খ্যাতিমানদের মন্তব্য

পৃথিবীর ইতিহাসে 'নারী জাতি যখন ছিল সবচেয়ে মূল্যহীন, গুরুত্বহীন ও অবাঞ্ছিত, যখন নারীদের অধিকার বলে কিছুই ছিল না, এমনকি অনেক জ্ঞানী গুণীও যখন ভাবতেন নারী মানুষ কি না তার আত্মা বলে কিছু আছে কিনা!!! যখন মানুষরা নিজ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রথিত করতো, যখন একজন পুরুষ যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো, কারণ ছাড়াই আবার পরিত্যাগ করতেও পারতো, যখন কন্যা সন্তানের জন্ম হলে পিতা-মাতার মুখ কালো হয়ে যেত, যখন নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি তথা ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো-[১] যখন ইহুদী সম্প্রদায় নারীদের "Woman Is A Root Of All Evil" তথা 'নারী হচ্ছে সকল পাপের উৎস মূল' বলে ঘৃণা করতো, যখন খৃষ্টান পণ্ডিতেরা "WOMAN IS A DOOR OF HELL" তথা নারী হচ্ছে নরকের দ্বার "ORGAN OF THE DEVIL" শয়তানের যন্ত্র, কামড় দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত বিচ্ছু "A SCORPION EVER READY TO STING" কিংবা বিষাক্ত বোলতা "THE POISONOUS ASP."[2] এসব কটুক্তিসহ তারা নারীকে মানুষের সকল দুঃখ-দূর্দশার কারণ বলে চিহ্নিত করতো ঠিক তখনই নারীজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের ত্রানকর্তা ও রহমত হিসেবে আবির্ভূত হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তিনিই সর্ব প্রথম বিশ্ববাসীকে অবহিত করলেন "জান্নাত জননীর চরণের তলে"[৩]

তিনি বিশ্ববাসীকে আরও অবাক করে জানিয়ে দিলেন "পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অধিক সম্মান, মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মা'।[৪]

অন্যত্র তিনি বলেছেন : "পৃথিবীর নেয়ামত সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই ।[৫]

নারীদের ব্যাপারে রাসূল (স.) এর উদার নীতি গ্রহণ এবং তাদের অধিকার প্রদান দেখে মনে হয় নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) সম্যক অবগত ছিলেন যে, "THEY (MAN AND WOMAM) ARE TWO WHEELS OF THE SAME CARRIEGE AND THE CARRIEGE CAN NOT TRAVEL WITHOUT EITHER." তাইতো নারী পুরুষের মধ্যে সাম্যের দৃষ্টান্ত তিনি



www.nagorikpathagar.org

এভাবে দিয়েছেন তিনি বলেছেন : "তোমরা কেউ আল্লাহর দাস ব্যতীত একে অপরকে অন্য কারো দাস বলে ডেকোনা। কারণ তোমরা সকলেই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের প্রত্যেক স্ত্রী লোকই আল্লাহর দাসী।[৬]

কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : যদি কারো কন্যা সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে এবং সে তাদের প্রতিপালন করে তবে তারা তারজন্য জাহান্নামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।[৭]

এমন অসংখ্য বর্ণনা দেয়া যায় সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয় ভিন্ন হওয়াই আর অগ্রসর না হয়ে মহানবী (সা.) কর্তৃক নারী স্বাধীনতা ও তার অধিকার প্রদান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন তা আমরা খ্যাতিমান মনীষীদের অমূল্য বাণী থেকে জানার চেষ্টা করব।

## স্যার সৈয়দ আমীর আলী

প্রখ্যাত জাস্টিস, ঐতিহাসিক, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃত মনীষী স্যার সৈয়দ আমীর আলী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক দাসদের মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন : "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই ৭০ (সত্তর) জন দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ মর্যাদায় ভূষিত করেন।"

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নারীর সম্মতি প্রদানের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন : "বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে মহানবী (সা.) দিয়েছেন নারীর স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। তাই বিবাহে কণের সম্মতি প্রদান অপরিহার্য শর্ত।" যে সময় ও সমাজে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ও সমাজে দাস-দাসীদের অবস্থা ছিল নিতান্তই করুণ। মনিবের মর্জির উপর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এমন কি তাদের বাঁচা-মরাও নির্ভর করত। স্বাধীন সত্ত্বা বলে দাস-দাসীর কোনো মূল্যায়নতো হতোই না, এমনকি তারা যে মানুষ, তাদেরও যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, তথা আনন্দ কষ্ট থাকতে পারে তা যেন তৎকালীন সমাজের মনিবদের নিকট ছিল অকল্পনীয়। এই প্রসঙ্গে স্যার আমীর আলী বলেছেন :

"ভৃত্যই হউক আর ভূমিদাসই হউক তাহাদের ভাগ্যে ক্ষীণ আশা বা এক কণা সূর্য রশ্মিও কবরের একদিকে অর্থাৎ ইহজীবনে জুটিত না।[৮]



www.nagorikpathagar.org

## ডা. মারিয়াহ

মার্কিন মহিলা ডা. মারিয়াহ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : ইসলাম নারী জাতিকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীতে বিরল । [৯]

## জেমস মিসেনার

ISLAM IS THE MIS UNDERSTOOD RELIGION. গ্রন্থে জেমস মিসেনার বলেছেন : ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সা.) আরবের এমন একটি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন যারা পুতুল পূজা করতো । জন্ম থেকেই এতীম মুহাম্মদ (সা.) সব সময় গরীব, অভাব গ্রস্থ বিধবা এবং এতীমদেরকে দান এবং ক্রীতদাস ও নিগৃহীতদের পক্ষে কথা বলেছেন ।[১০]

## ড. গুস্টভি উইল

ড. গুষ্টভি উইল বলেছেন : "তিনি (মুহাম্মদ স.) রক্তপিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন । তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি ক্রীতদাসের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও এতীমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন ।[১১]

## TITUS

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় আজকের দাস পরবর্তী সময়ের রাজাধিরাজ মহান সম্রাট । এই দৃশ্য ইসলামের ইতিহাস ছাড়া অন্যত্র কল্পনাও করা যায় না । উদাহরণ স্বরূপ গজনী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯৭ খ্রি.) ছিলেন একজন দাস । ভারতে মুসলিম শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কুতুব উদ্দীন আইবেক ও (১২০৬-১২১০ খ্রি.) একজন দাস ছিলেন । তাঁরা তাঁদের মেধা ও যোগ্যতা বলে ক্ষমতার শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিলেন । শুধু তাই নয় মুসলিম দাসগণ আপন প্রতিভা দিয়ে DYNASTY পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন । তাইতো প্রখ্যাত গবেষক, মনীষী TITUS বলেছেন : "ইসলামের দাস প্রথা কোনো বাণিজ্য নয়; এটি একটি প্রতিষ্ঠান । গতকালকের একজন দাস আজ হতে পারে জামাতা আগামীকাল উত্তরাধিকারী এবং তারপরদিন সম্রাট । [১২]


www.nagorikpathagar.org

## রুবেন লেভী

ইসলামের সমালোচনা করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ইসলামের পক্ষেই কথা বলে ফেলেছেন তুখোড় সমালোচক রুবেন লেভী। তিনি বলেছেন : "ক্রীতদাসদের প্রতি মনুষোচিত ব্যবহার করার জন্য এবং তাদেরকে মুক্ত বা আযাদ করা প্রশংসনীয় কাজ বলে যে নির্দেশ (মহানবী সা.) তিনি দান করেছিলেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন কিংবা হাদীসের কোথাও নেই যে, ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ তাঁর লক্ষ্য ছিল। ইসলাম কবুল করলে ইসলামী আদর্শ অনুসারে সব মুসলমান সমান হয়ে যায়। এর দ্বারা কেবল একথাই বুঝানো হয়েছে যে, হযরতের সময়ের মুসলমানরা তাদের বংশ মর্যাদার জন্য আর গর্ব করবে না, কিন্তু তথাপি এটাও সত্য যে, কালক্রমে যখন ইসলাম প্রাচীনত্ব লাভ করতে থাকল, দাসদের প্রতি যে অসম্মানবোধ ছিল তা ক্রমান্বয়ে অন্তর্হিত হতে লাগল।"[১৩]

## পি. কে. হিট্টি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মহানুভব ও মানবিক আদর্শের মাধ্যমে ক্রীতদাসদের অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পি, কে, হিট্টি বলেন : "ইসলাম দাস প্রথার প্রাচীন সেমিটিক পদ্ধতি লালন করে যার বৈধতা ওল্ড টেষ্টামেন্ট স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ইসলাম দাসদের অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে।"[১৪]

অন্যত্র অধ্যাপক পি, কে, হিট্টি বলেছেন : "ক্রীতদাস, এতিম, দুর্বল ও অসহায় মানুষদের জন্য তিনি (হযরত মুহাম্মদ সা.) যে আইন রেখে গেছেন তা সারা পৃথিবীতে বিরল।"[১৫]

অন্যত্র তিনি ক্রীতদাস, এতিম, মুসাফিরদের ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর চমৎকার ব্যবহারের নির্দেশের প্রশংসা করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন ক্রীতদাস মুক্তকরাকে উদ্বুদ্ধ করণের। তিনি (পি, কে, হিট্টি) বলেছেন : "ক্রীতদাস, এতিম ও মুসাফিরদের প্রতি যে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। ক্রীতদাস মুক্ত করার ব্যাপারে এই বলে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, "ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সন্তুষ্টির ব্যাপার। আর এতে করে বহু পাপের ক্ষমা লাভ করা যায়।[১৬]


www.nagorikpathagar.org

## টি, ডব্লিউ আরনল্ড

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রসঙ্গে টি, ডব্লিউ আরনল্ড বলেছেন : "ইসলামে নারী কেবল ধর্মবেত্তা ও প্রচারকের মর্যাদাই পায়না, পরন্ত নারী ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে থাকে।"[১৭]

## বসওয়ার্থ স্মীথ

মহানবী (সা.) পরবর্তী সময়ে যে সব বিবাহ সাদী করেছেন সে সব লক্ষ্য করে এবং এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপসহ চমৎকার মন্তব্য করেছেন মনীষী বসওয়ার্থ স্মীথ। তিনি বলেছেন : "ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) নারীগণের শোচনীয় অবস্থায় দয়া প্রণোদিত হইয়া অধিকাংশ বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার পত্নীগণ প্রায় সকলেই বিধবা ছিলেন কেহই সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ছিলেন। এই তত্ত্ব এবং তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হযরত খাদিজার (রা:) মৃত্যু পর্যন্ত কেবল খাদিজার (রা:) প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগ আমাদিগকে কি অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদান করে না যে, তাঁহার বিরুদ্ধে জয়নাব সংক্রান্ত কাহিনী ভুল ধারনা সম্ভূত অথবা হিংসা প্রসূত।"[১৮]

## জন ডেভেন পোর্ট

রাসূল (সা.) এর পরবর্তী বিবাহসমূহ লক্ষ্য করে পণ্ডিতপ্রবর জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন : "তিনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলেন; এবং এই পত্নীর পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই। এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য, বহুবিবাহ যে দেশের প্রচলিত প্রথা, সেই দেশে একজন অতীব ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি আপনার অপেক্ষা পঞ্চদশ বর্ষ অধিক বয়স্কা একটি মাত্র স্ত্রীতে পঁচিশ বৎসর পরিতৃপ্ত থাকিবেন। ইহা কি সম্ভবপর?" [১৯]

## এ্যানি বেসান্ত

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল অমুসলিম নারী ড. এ্যানি বেসান্ত সত্যের খাতিরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলাম নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ও চমৎকার মন্তব্য প্রদান



www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তিনি বলেছেন : “ইসলাম ধর্মে নর-নারীকে যথাযথ সমমর্যাদার অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের প্রচলন সমর্থিত বলে বলা হয়। ঠিক তাই। তবে ইসলামকে এই নিরিখে বিচার করতে হলে দুটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, ইতিহাস। যাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক মানুষই ছিল যথেচ্ছা যৌনাসক্ত; যৌনাদর্শ তাদের মধ্যে ছিলোইনা বলা চলে, অতএব তাদের মধ্যে এক বিবাহের প্রথার প্রচলন করা অসম্ভবই হতো।

দ্বিতীয়ত তৎকালীন প্রায় প্রতিটি সভ্যদেশে পুরুষ ও রমণীর সম্পর্ক। একটি পুরুষের সঙ্গে একটি মাত্র রমণীর যৌন সম্পর্কই সঠিক এবং ন্যায়সিদ্ধ অনেক দেশে আদর্শ বলে প্রচারিত হতো। কিন্তু কার্যত কোথাও তা অনুসৃত হতো না। ইসলাম বহু বিবাহ সমর্থন করে। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মে এর সমর্থন মেলে না বটে, তবে আকারে ইঙ্গিতে একে সমর্থন করা হয় এই বলে যে, আইনত একাধিক সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্য মুলুকে এক বিবাহের ভাবনাই শুধু বর্তমান, অথচ বাস্তবিক পক্ষে দায়িত্বহীন বহুবিবাহ সেখানে প্রচলিত। পুরুষটি যখন ভরণপোষণে অপারগ হয়ে পড়ে, তখন ঘরের বউটি ত্যাগ করা হয় এবং ফলস্বরূপ সেই নারীটি ক্রমশ পাপ কার্যে লিপ্ত হতে হতে পথের বণিতায় পরিণত হয়। তার ভবিষ্যতের জন্য প্রথম ভালোবাসার পাত্রটির কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না, ফলে সে বহু বিবাহ প্রথাযুক্ত পরিবারের বিপর্যস্ত স্ত্রী এবং মাতার চেয়ে শতগুণ হীন অবস্থার শিকার হয়ে থাকে। পশ্চিমের শহরগুলোর পথে পথে রাতের অন্ধকারে যখন শত শত অসহায় নারীদের ভীড় করে এসে দাঁড়ায়, তখন নিশ্চয়ই আমরা অনুভব করি যে, ইসলামের বহু বিবাহকে ভর্ৎসনা করা পশ্চিমের মুখে শোভা পায়না। ভ্রষ্টা, পথে বিবর্জিতা হয়ত বা অবাঞ্ছিত সন্তানসহ আশ্রয়হীনা, উপেক্ষিতা এবং রাতের পর রাত যে কোনো পথচারীর লালসার শিকার হয়ে ঘৃণ্য জীবন যাপনের চেয়ে ইসলাম স্বীকৃত একাধিক স্বপত্নীর সঙ্গে একটি স্বামীর গৃহে আইন সিদ্ধ সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে স্বসম্মানে বাস করা অনেক শ্রেয়। সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বেশ্যাগৃহে গমনের মতো লজ্জাকর মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এক বিবাহ আদর্শ ও পবিত্রকারক পন্থা হতে পারে। কিন্তু এক বিবাহকে সেখানে কখনই অনুসৃত আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায় না, যেখানে ঘরে একটি বর্তমান অথচ গোপনে আইন বিরুদ্ধ যৌন সম্পর্ক যথারীতি চলে।

প্রাচ্যে স্বীকৃত বহুবিবাহ প্রথা পাশ্চাত্যের অস্বীকৃত বিবাহের প্রচলন সামাজিক চেতনাকে অধিক মাত্রায় অসম্মানকরভাবে আঘাত করে। পাপকে



www.nagorikpathagar.org

ভণ্ডামীর পোষাকে পুণ্যের পর্যায়ে উন্নীত করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে পূর্বোল্লিখিত ইসলামী প্রথার স্ত্রীলোকের মুখ ও সম্মানের হানী দ্বিতীয় ইউরোপীয় ব্যবস্থার চেয়ে অনেক কম। ইউরোপীয় দেশে প্রায়শই যেমন দেখা যায় তেমন একজন মুসলমান একটি স্ত্রী বর্তমানে আর একটি উপপত্নী রাখেন, তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে উপ-পত্নীকে মুসলমান ভদ্রলোক বিবাহ করারও সমীচীন মনে করেন এবং সন্তানদের বৈধ অধিকারের সুযোগ করে দেন। ফলে তাদের অবর্তমানে জারজ বা মৃত সৈনিকদের সন্তানেরা সমাজে বিশিষ্টতা লাভ করতে পারে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অবিবাহিতা মাতা' এ বিশেষণের কোনো মহিলার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

এছাড়াও পশ্চিমা সমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজের মহিলারা অনেক ভালো আইনানুগ ব্যবহার পেয়ে থাকেন। ইসলামের আইন অনুসারে মহিলার সম্পত্তি সুরক্ষিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃষ্টীয় আইনের একজন খৃষ্টান রমণী এরূপ পূর্ণ সুযোগ পান না।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে, খৃষ্টীয় অনুশাসনের চেয়ে ইসলামী অনুশাসনে একটি নারী অনেক বেশি স্বাধীন। যে ধর্মীয় বিশ্বাসে এক বিবাহ প্রথা সমর্থিত, তার চেয়ে ইসলাম ধর্মে মহিলারা অধিকতর ভাবে সুরক্ষিত।" [২০]

## এইচ. এ. আর গীব

এইচ. এ. আর গীব বলেছেন : "আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে, মুহাম্মদ (সা.) নারীদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।" [২১]

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সঞ্চয়' গ্রন্থে 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে 'সমাজ' গ্রন্থের 'প্রাচ্য-সমাজ' প্রবন্ধে এবং তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনা পর্যায়ে 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত'-এ লিখেছেন : মুহম্মদের (সা.) আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে সময় আরব সমাজে যে উচ্ছৃংখলতা ছিল তাহাই যথা সম্ভব সংযত করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পূর্বে বহু বিবাহ, দাসী সংসর্গ ও যথেচ্ছা স্ত্রী পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না। তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য পদবীতে



www.nagorikpathagar.org

আরোপণ করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন স্ত্রী বর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্তই অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যও ছিল না। এজন্য তিনি স্ত্রী বর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলো গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন। ভারত বর্ষের পরিবেশে বহুতর খণ্ড বিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মুহম্মদের (সা.) প্রচণ্ড আকর্ষণে একীভূত হইয়া এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল।" [২২]

## রেভারেন্ড ক্যাননা আইজ্যাক টেলার

ইসলামে সমর্থিত বহু বিবাহ প্রথার সুফল ও কুফল প্রসঙ্গে রেভারেন্ড ক্যানন আইজ্যাক টেলার বলেছেন : "বহু বিবাহের প্রশ্নটি একটি জটিল সমস্যা। মুসা (আ:) ইহা নিষেধ করেন নাই। দাউদ (আ:) বহু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিউ টেষ্টামেন্টে ইহা প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধও হয় নাই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বহু বিবাহের যথেচ্ছার সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইসলামে বহু বিবাহ আইন নহে ব্যতিক্রম মাত্র। তুরস্ক, আলজিরিয়া, মিশর প্রভৃতি সভ্য দেশসমূহে বহু বিবাহের কুফল অপেক্ষা সুফল অনেক বেশি।" [২৩]

## স্নাউক হারগ্রোনজে

LEYDEN বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্নাউক হারগোনজে তাঁর "MOHAMMADANISM" নামক গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে দাস-দাসীদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে সারগর্ভ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন : "ইসলামী আইন যথেষ্ট ন্যায়বিচারের সহিত দাসদের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে যে সমস্ত লোক তাঁহাদের জীবনের একাংশ কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত ভুরিভুরি সাক্ষ্যসমূহ সেই সমস্ত দেশে দাসেরা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে যে উদার ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রমাণিত করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অনেক পাশ্চাত্য দেশে অথবা পশ্চিমী শক্তির অধীনস্থ দেশে জনসংখ্যার বিরাট অংশ যে অবস্থার মধ্যে বাস করে তাহার তুলনায় মুসলমানদের অধীনস্থ দাসদের অবস্থা ভালো।

যুদ্ধবন্দী হওয়া অথবা দাস পিতা মাতার ঘরে জন্ম হওয়াই ইসলামের অধীনে দাসত্বের একমাত্র কারণ। ইসলামের শত্রুদের বন্দীদশা সব সময় তাহাদের দাসত্বের কারণ হয় না, কারণ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অন্যভাবেও এমনকি বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা অনুসারেও মুক্তিদান করিতে



www.nagorikpathagar.org

পারেন। ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ সার্থক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর সংখ্যাও হ্রাস পাইবে এবং মানুষকে দাসত্বে বরণ করার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। দাসদের মুক্তিদান ইসলামের একটি পুণ্য কর্ম এবং অনেক ধর্মীয় আইন লংঘনের ইহা একটি সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। ইসলামের নীতি অনুসারে দাসত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইতে বাধ্য।" [২৪]

## PIERRE CRABITE

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা ইসলামে যে নারী অধিকার প্রদান করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে PIERRE CRABITE বলেছেন : "পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মদ (সা.) ই হইলেন নারী অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।" [২৫]

## মারগুলিউল

বিশিষ্ট ইউরোপিয়ান লেখক প্রফেসর ডি, এস, মারগুলিউল LIFE OF MOHAMMAD PBUH নামক গ্রন্থে মহানবী (সা.) সম্পর্কে মনগড়া অভিযোগের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় লিখেছেন : "অজ্ঞানতার যুগে আরবগণ ছাড়াও ইহুদী খ্রিস্ট কেহই কোনোদিন এটা কল্পনা করেনি যে, নারীরাও ইজ্জত, সম্মান ও ধন-সম্পদের অধিকারিনী হতে পারে। এই ধর্ম গুলো নারীদেরকে তো অনুমতি দেয়নি যে, নারীরা কোনো জীবিকা আবলম্বন করে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাবে। ঐ সমস্ত ধর্ম, কৃষ্টি ও সমাজে একেকজন নারী ছিল একেকজন ক্রীতদাসী। ধর্মসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) এসে নারীকে স্বাধীনতা স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতা দান করেছেন।" [২৬]

## মানসিউরিফল

বিশিষ্ট বিদ্বান মানসিউরিফল বলেছেন : "ইসলামের নবীর যুগের দিকে মনোনিবেশ করলে মনে হয়, তিনিই নারীর জন্য কল্যাণকর বিধি, বিধান প্রনয়ণ করেন, অন্য কেউ করেননি। নারীর উপর তাঁর অনুগ্রহ অনেক। কুরআনে নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনেক উচ্চাঙ্গের আয়াত আছে।

কতিপয় আয়াতে নারীদেরকে ভোগ করার অবৈধ দিকগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। আর কিছু আয়াতে তাদের সাথে কিরূপ সম্মানজনক আচরণ করতে হবে, তা আলোচনা করা হয়েছে।" [২৭]



www.nagorikpathagar.org

## আইউর মন্‌ঘন

আইউর মন্‌ঘন লিখেছেন : "একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা আরবদের জীবন এবং এর প্রথম বিষয় হল ইতিপূর্বে নারীদের যে সম্মান ছিলো না তা মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষায় তারা পেয়েছে। দেহ ব্যবসা সাময়িক বিবাহ, অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইতিপূর্বে বাঁদীরা মনিবের শুধু ভোগ্যপণ্য হিসেবে পরিগণিত হতো, ইসলাম তাদেরকে অধিকার প্রদান করেছে, মনিবকে তাদের প্রতি সদয় হতে বলেছে।" [২৮]

## আই ব্লাইডন

আই ব্লাইডন বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) আনীত সত্য ও মূল ইসলাম নারী সমাজকে যে অধিকার প্রদান করেছে ইতিপূর্বে কোথাও নারীদেরকে এমন অধিকার প্রদানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।" [২৯]

## ডব্লিউ কিশ

ডব্লিউ কিশ লিখেন : "ইসলামই সর্ব প্রথম নারী সমাজকে মানবাধিকার প্রদান করেছে এবং তাদেরকে তালাকের অধিকার দিয়েছে।" [৩০]

## ডব্লিউ লাইটার

ডব্লিউ লাইটার লিখেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) নারীকে যে সম্মানের আসনে আসীন করেছেন তা পাশ্চাত্য সমাজ ও অন্যান্য ধর্মে ছিল না। (MOHAMMADANISM IN RELIGIOUS SYSTEMS OF THE ISLAM)[৩১]

## রামকৃষ্ণ রাও

"MOHAMMAD THE PROPHET OF ISLAM" গ্রন্থে লিখেছেন : "ইসলাম নারীকে পুরুষের দাসত্ব করা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, মানুষ পূর্বপুরুষের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাক। পুরুষ-নারী একই মৌল উপাদান থেকে সৃষ্ট উভয়ের একইরকম আত্মা এবং মানসিক ও চারিত্রিক যোগ্যতা সমান হয়ে থাকে।"



www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো লিখেন আরবের এক শিকড় গাড়া রীতি ছিল বর্শা ও তলোয়ার ব্যবহার করতে সক্ষমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারবে। কিন্তু ইসলাম দুর্বল-অসহায়দের পক্ষালম্বন করেছে। নারীকে পিতা-মাতার সম্পদের মালিকানায় অধিকার দিয়েছে। তাঁর ১৩শত বছর অতীত হওয়ার পর ১৮৮১ ইং সালে গণতন্ত্রের জনক ইংল্যান্ড ইসলামের সে নীতি আঁকড়ে ধরেছে এবং সে নীতিকে "বিবাহিত নারীর আইন" নামকরণ করে নিজেদের আইনের অন্তর্ভূক্ত করেছে। মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম অনেক পূর্বেই ঘোষণা করেছে "নারী পুরুষের অর্ধাংশ পাবে, নারীর অধিকার পবিত্র, তা থেকে নারী যেন বঞ্চিত না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।[৩২]

## গোস্বামী লাকশমন প্রাসাদ

বিশিষ্ট হিন্দু সাহিত্যিক, সীরাত রচয়িতা গোস্বামী লাকশমন প্রাসাদ 'আরব কা চান্দ' গ্রন্থে ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেন : "মানুষ পাশবিকতার রঙ্গে নিজেকে রঞ্জিত করেছে। নারীর সাথে গোলাম সুলভ আচরণ করা বৈধ ছিল। পাঁচ-সাত বছরের পুষ্প সদৃশ কন্যাকে পানাহার করিয়ে নবসাজে সজ্জিত করে বাইরের কোনো গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া অন্যায়-অত্যাচারের এক সামান্য রূপ ছিল।"[৩৩]

## আইরিনা মেডমক্স

আইরিনা মেডমক্স বলেছেন : "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনটি জিনিসকে নিজের প্রিয়তম বস্তু বলে উল্লেখ করেছেন, নামাজ, খোশবু ও নারী। নারী তাঁর কাছে সম্মানিত। যে সমাজে পুরুষরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত, সেখানে মুহাম্মদ সা. নারীকে জীবন ধারণের অধিকার প্রদান করেছেন।[৩৪]

## মেরি ক্রাবাইটস

মেরি ক্রাবাইটস (সাবেক আমেরিকান জর্জ) মুহাম্মদ (সা.) নারীদের জন্য কি করেছেন শিরোণামের এক প্রবন্ধে লিখেছেন : "নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা.) এর সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কর্মসূচী হলো নারীকে স্বত্ব প্রদান। আইনের দৃষ্টিতে স্বামীর যে মর্যাদা স্ত্রীরও সেই মর্যাদা।



www.nagorikpathagar.org

মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মুসলমান নারীর অধিকার এতদূর বিস্তৃত যে, মালিকানাভূক্ত সম্পদের ব্যবহারে তার স্বাধীনতার তুলনা হলো আকাশে মুক্তভাবে বিচরণশীল পাখির স্বাধীনতার অনুরূপ। ইসলামী আইন এ নিশ্চয়তা দিয়েছে, নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরিকেই নিজস্ব সম্পদ যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।"[৩৫]

## মি, রাজেন্দ্র সজর

দিল্লী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ রাজেন্দ্র সজর নয়া দিল্লীর কোনো এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন : "ইতিহাসের আলোকে নারীকে সত্ত্ব প্রদান করা নিঃসন্দেহে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিপন্থির পরিচায়ক।

১৯৫৬ খ্রি. হিন্দু জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নারীদের সহায় সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই মুসলিম রমণীদের সে অধিকর প্রদান করেছে।" [৩৬]

## এস. টপ

এস, টপ লিখেছেন : "অতীতের এক দীর্ঘ সময়ে পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তিতে পশ্চিমা নারীরা কোনো অংশ পেতনা। তাদেরকে আইনগতভাবেই সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখনো ইউরোপের অনেক দেশে পিতৃ বিয়োগের পর পরিত্যক্ত সম্পদে নারীকে অংশীদার বিবেচনা করা হয় না। তবে পিতা যদি দান পত্র (WILL) করে যান তাহলে সে উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতে পারে। মুহাম্মদ (সা.) আইনগতভাবেই নারীকে পিতার সম্পদের মালিকানা দান করেছেন।" [৩৭]

## এস স্কাট

এস, স্কাট বলেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) এমন একজন আইন প্রণেতা যিনি সর্বপ্রথম নারী জাতির জন্য আইন প্রণয়ন করেন এবং সেই আইনে নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করেন। ইতিপূর্বে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে নিঃসম্বল, অসহায় করে রেখেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরকে বিন্দুমাত্র মূল্যায়ণ করা হতো না। মুহাম্মদ (সা.) বহু বিবাহকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় অনুমোদন করে আইন প্রনয়ণ করেন এবং নারীকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন।" [৩৮]



www.nagorikpathagar.org

## পিটার ক্রিপটাস

মিঃ ক্রিপটাস বর্ণনা করেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) নারীদের অধিকার যেমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তেমনটি অতীতে কেউ করেনি। আইনগতভাবে তিনি তাদের স্বত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ফলে তারা ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারিণী রমণীরা জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় যে অধিকার পেয়েছে, বিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষিতা, স্বাধীন খৃষ্টান নারীরাও তা পায়নি। [৩৯]

## জানবেগ

জানবেগ (জেনারেল গোলাপ পাশা) দীর্ঘ সময় আরব বিশ্বে অবস্থান করে সীরাতে রাসূল (সা.) বিষয়ক "THE LIFE AND TIMES OF MOHAMMAD" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি লিখেছেন : "মুহাম্মদ (সা.) অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীকে পৈতৃক সম্পত্তির নির্দিষ্ট এক অংশের মালিকানা দিয়ে সহায়তা করেছেন, নারীকে মাতা-পিতার উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে শুধু ছেলে সন্তানই পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো।" [৪০]

## জান বাগেট

স্যার জান বাগেট ইসলামী সমাজে নারীর উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ সমূহ পর্যালোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন : "নারীর উপর মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ শুধু চারিত্রিক বিষয়াবলীতে সীমিত। এতে নারীকে হেয় করা, নারীর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কিংবা নির্দয় আচরণের নিদর্শনও নেই। মুহাম্মদ (সা.) তো নারীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যত্র তিনি বলেছেন : নারীর উপর মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ কঠোর প্রকৃতির নয়; বরং এ বিধি-নিষেধ তাদের জীবন চলার পথ সহজসাধ্য ও সুগম করেছে।

তিনি আরও বলেছেন : "ইসলাম জীবন কাঠামোর অবয়বে স্বতন্ত্র সীমারেখা টেনে নারী-পুরষের দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক করেছে। জীবনের বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে তাদের মধ্যকার পার্থক্যকে বিবেচনায় এনেছে। একথা সত্য, নারী তার দৈহিক স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে এবং পুরুষ নারীর এ সহায়তাকে কর্মক্ষেত্রে গ্রহণও করে। পশ্চিমা জগত মুসলিম সমাজে



www.nagorikpathagar.org

নারীর প্রকৃত অবস্থান ভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করেছে হেতু তারা মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে।[৪১]

## গোসতাওলী বান

ফ্রান্সের এক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডা. গোসতাওলী বান প্রাচ্যের নারীদের উপর ইসলামের প্রভাব শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন : "ইসলাম নারীদের কৃষ্টির উপর অত্যন্ত সার্থক ও সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। ইসলাম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়েছে। কম বেশী সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থাকে উন্নততর করেছে। কুরআন বর্ণিত উত্তরাধিকার আইন ও নারীর অধিকারসমূহ ইউরোপীয় উত্তরাধিকার ও নারী অধিকার সংক্রান্ত আইনের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণকর। জীবনের এক একটি ক্ষেত্রকে আইনের সীমানায় আনয়নের দিক থেকে এর ব্যাপকতা বেশী এবং নারীর প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।"[৪২]

## গুরুদত্ত সিং

দাস-দাসীদের ব্যাপারে হযরতের সীমাহীন মমতা ও দরদের কথা মি. সিং এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, যায়দ নামক অল্পবয়স্ক একটি দাস বিবি খাদিজার নিকট ছিল। তার প্রতি বিবি খাদিজার যত্নের ত্রুটি ছিল না। তবু দাসত্বের মাধ্যমে স্বাধীন মানব সত্তার অবমাননায় হযরতের মানব দরদী হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি ভাবলেন, আদমের সন্তান কেন দাসত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াবে! এর কি কোনো প্রতিকার নেই! অবশেষে একদিন দাস যায়দকে তিনি বিবি খাদিজা থেকে চেয়ে নিলেন এবং আযাদ করে দিলেন। কিন্তু বিধাতার কী রহস্যলীলা! দাসত্বের শেকল থেকে মুক্তি পেয়ে স্নেহ-ভালোবাসার শেকলে সে এমনই বন্দী হলো যে, মনিব মুহাম্মদের পদ-সেবা ছেড়ে সে অন্য কোথাও যেতে চাইল না। এমন কি তাকে নিতে আসা বাবা ও চাচার সাথেও যেতে রাজী হলো না।

হযরতের হৃদয়ে, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার মর্যাদা ছিল সবকিছুর উপরে। তাই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রতিদানরূপে যায়দকে তিনি কাবা চত্তরে দাঁড়িয়ে পুত্রের মর্যাদা দান করলেন এবং হাশেমী কন্যা যয়নবকে



www.nagorikpathagar.org

তার সাথে বিবাহ দিলেন। ক্রীতদাসকে পুত্রের মর্যাদায় তুলে আনার মাধ্যমে মানব মুহাম্মদের 'দেবতা-চরিত্রের' যে অনুপম প্রকাশ ঘটল তার তুলনা পিছনের ইতিহাসে কিংবা আজকের সভ্য সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৪৩]

## আর. ভি. সি বোডলে

বিশিষ্ট সীরাত রচয়িতা আর,ভি,সি বোডলে ইসলাম, বর্তমান সভ্যতা এবং বিভিন্ন মতবাদে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন : এই সমস্ত নীতিমালা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় আরবদেশে নারীর মান-সম্মান অনেক বৃদ্ধি করেছে। আজকেও মূলত একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রীর সম্পদে এতটুকু অধিকার নেই, যে পরিমাণ অধিকার স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর। অধিকাংশ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে রয়েছে। আজ থেকে ১৩শত বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে সম্পদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে।

তিনি আরও লিখেন, "মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আণীত এ ধরনের বিধি-বিধান কেউ অধ্যায়ন করলে, তাঁর বদনামকারীদের অবিচারসমূহ দেখে বিস্ময়াপন্ন হবে। মনে হবে তারা যেন ইসলামী নারী শিক্ষার সমালোচনা করে এবং মুসলিম রমণীদেরকে অন্যান্য মহিলাদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।"[৪৪]



www.nagorikpathagar.org

## প্রমাণপঞ্জী


১. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, ১৮৯

২. বিশ্বনবী (সা.) পৃষ্ঠা-৫১৫

৩. আহ্‌মদ, নাসাঈ, বায়হাকী শরীফ

৪. বুখারী ও মুসলিম এবং মিশকাত শরীফের ৪৬৯২ নং হাদীস

৫. ইবনে মাজাহ্‌, নাসাঈ

৬. সহীহ্‌ মুসলিম

৭. নাসাঈ শরীফ

৮. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ-৩০

৯. ছাত্র সংবাদ, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ-১৩

১০. প্রাগুক্ত পৃ-১১

১১. সীরাত স্মরণিকা/১৯৭৪, ঢাকা

১২. TITUS, SLAVERY IN INDIA AND PAKISTAN Y.C.A. CALCUTTA, 1965, P.64

১৩. RUBEN, LEVEY; SOCIAL STRUCTURE OF ISLAM. অনু : ড. গোলাম রসুল, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকতা-১৯৯৫, প্রথম অধ্যায় পৃ-২৩-২৪

১৪. P.K. HITTI. HISTORY OF THE ARABS. XEDN. MALAYSIA-1970, CHAPTER-XX, P-235

১৫. P.K. HITTI. THE ARABS, A SHORT HISTORY. অনু : খুররম হোসাইন, সম্পাদনা, কে, এম, মোজাম্মেল হক, ক্যাবকো, টাঙ্গাইল, ফেব্রুয়ারী-২০০১, পৃ-৩৮

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩

১৭. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, মানবজীবন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মে-১৯৮০, পৃ-১২৪

১৮. BOSWARTH SMITH, MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM ইসলাম : মনীষার আলোকে, পৃ-৮৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪

২০. নবী সম্রাট, ২০৫-২০৬/হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ২২৩ দৈনিক ইনকিলাব ০৫.০৬.২০০১, পৃ-১০ অগ্রপথিক, অক্টোবর, ২০০২, পৃ-১৪

২১. নবী সম্রাট-২০৭




www.nagorikpathagar.org

২২. প্রাগুক্ত,-২১৬

২৩. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, পৃ-২২৭

২৪. প্রাগুক্ত, ২৩৫

২৫. সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃষ্ঠা ১৫

২৬. সুন্নতে রাসুল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান (৩য় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৮৮

২৭. প্রাগুক্ত, ৮৯

২৮. প্রাগুক্ত, ৮৯

২৯. প্রাগুক্ত ৮৯

৩০. প্রাগুক্ত, ৮৯

৩১. প্রাগুক্ত, ৮৯

৩২. প্রাগুক্ত, ৮৯-৯০

৩৩. প্রাগুক্ত, ৯১

৩৪. প্রাগুক্ত, ৯১

৩৫. প্রাগুক্ত, ৯২

৩৬. প্রাগুক্ত, ৯২

৩৭. প্রাগুক্ত, ৯২

৩৮. প্রাগুক্ত, ৯৩

৩৯. প্রাগুক্ত, ৯৩

৪০. প্রাগুক্ত, ৯৩

৪১. প্রাগুক্ত, ৯৪

৪২. প্রাগুক্ত, ৮৬

৪৩. রাসুলে আরাবী, পৃষ্ঠা-২৪

৪৪. সুন্নতে রাসুল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-৯০



www.nagorikpathagar.org

# চতুর্থ অধ্যায়

# শেষ কথা

আলোচনার ক্রান্তিলগ্নে এসে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁর জীবনী সর্বাধিক লেখা হয়েছে, পড়া হয়েছে, অনুসন্ধান-গবেষণা আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে-হচ্ছে এবং যিনি সর্ববিদগ্ধজন কর্তৃক সংবর্ধিত ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেই সাথে যাঁর সম্পর্কে সর্বোচ্চ সম্মানজনক অসংখ্য মন্তব্য করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সর্বকালের 'সর্বযুগের' সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যাঁর প্রমান খ্যাতিমান মনীষীদের মন্তব্য সমূহে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আপনাকে সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অন্যত্র বলা হয়েছে :

অর্থাৎ- আপনাকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের প্রতীকরূপে প্রেরণ করেছি।[২]

আরও বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনের মধ্যে তোমাদের (সকল মানুষের) জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।[৩]

এই মহামানবের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى
النَّبِىِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ এবং আমার ফেরেস্তামণ্ডলী নবী করিম (সা.) এর উপর সালাম প্রেরণ করে থাকি অতএব হে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো।[৪]



www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র বলা হয়েছে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ- হে রাসূল (সা.)! লোকদের বলে দিন, তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তাহলে আমার অনুসরণ করে ।[৫]

আল্লাহ্ আর ও বলেছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

“হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মানো এবং রাসুলের আনুগত্য করো ।” ৬

এই জাতীয় আরও অনেক নির্দেশ আল্লাহ তাঁর রাসুলের শানে নাযিল করে তাঁকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ তথা আনুগত্য বাধ্যতামূলক হিসেবে নির্দেশ করেছেন ।

চির অনুসরণযোগ্য এই মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মতো সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কখনও কোনোদিন আসেননি এবং নিঃসন্দেহে আসবেনও না । তিনি এমনই মহোত্তম ও উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, যার প্রভাব তাঁর জীবদ্দশায় যেমন তৎকালীন বিশ্ব অনুভব করেছে তেমনিভাবে ১৪ শতাব্দী পরেও বর্তমানের আধুনিক যুগের বিশ্বজুড়েও অনুভূত হচ্ছে । তিনি এমনই এক মহামানব, যিনি কখনও পুরাতন হন না, অনুপযোগী হন না, নিঃশেষ হয়ে যান না, তাঁর আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা কখনও ফুরিয়ে যায় না । তিনি সকল কিছুকে ছাড়িয়ে স্থান, কাল-পাত্রের উর্ধ্বে উঠেছেন; চিন্তায়, কর্মে, অনুভবে, বিশ্বাসে, সর্বত্র-সর্বব্যাপী সকল ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়, তাঁর অপরিহার্যতা অনিবার্য হয়ে সতত বিরাজ করছে সুশীল মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে । তিনি ছিলেন সত্যিকারার্থে যুগবিজয়ী, কালবিজয়ী ও বিশ্ববিজয়ী একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি অতুলনীয়, অনুপম ও বেনজীর । যিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম, সুন্দরতম, মহোত্তম কল্যাণকামী, মাহবুবে খোদা, সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নারীয়্যীন শাফিউল মুজনেবীন,



www.nagorikpathagar.org

আনিসুল গারিবীন, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অসংখ্য সত্য-সন্ধানী, বিদগ্ধপণ্ডিত এবং খ্যাতীমান মনীষীগণ যে সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য প্রদান করেছেন তন্মধ্যে থেকে অমুসলিম মনীষীদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সামান্য ক'জন মুসলিম মনীষীর যৎকিঞ্চিত মন্তব্যসহ প্রত্যেক মনীষীর নামের পাশে তাঁদের মন্তব্যগুলো ক্রমান্বয়ে সংকলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই সংকলিত মন্তব্যের সার নির্যাস হিসেবে যে সত্যটি সন্দেহাতীতভাবে বেরিয়ে এসেছে তা হলো : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ কালজয়ী ও বিশ্বজয়ী তা চিরন্তন। তাঁদের মন্তব্য আরও প্রমাণ করে যে, বর্তমান ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির কপোত উড়াতে চাইলে রাসুল (সা.) এর আদর্শের কোন বিকল্প নেই। কারণ তাঁর আদর্শ যেমন কালজয়ী তেমনি সর্বজনীন। ফলে তাঁর আদর্শ কখনই অনুপযোগী কিংবা গ্রহণযোগ্যতা হারায় না।

সবচেয়ে মজার ও বিস্ময়কর ব্যাপার হিসেবে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, এই একটি মাত্র মানুষের মাঝেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক জীবনের চমৎকার ও সঠিক দিক নির্দেশনা বিরাজমান।

কিন্তু বড় আফসোসের বিষয় আমরা যারা তাঁর অনুসারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি, তারা পূর্ণরূপে আজও তাঁর আদর্শের অনুগামী নই।

সমগ্র বিশ্ব জানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাওহীদ তথা একত্ত্ববাদের উজ্জ্বলতম মশাল নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর অনুসারীর দাবীদার হয়েও তাদের অধিকাংশ আজ শিরক ও কুফুরিতে নিমগ্ন। যিনি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর অনুসারীরা আজ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। যিনি সাম্য-মৈত্রীর পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন তাঁর অনুসারীরা আজ বিভেদ-বৈসাম্যের ঘৃণ্য বেড়াজালে আবদ্ধ। যিনি ঐক্যের অগ্রদূত হয়ে এসেছিলেন, তাঁর অনুসারীরা আজ শতধা... বিচ্ছিন্ন। যাঁর অনুগামীরা এককালে দুনিয়ার মানুষকে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল, তাঁর উত্তরসূরিরা আজ সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার, দিশেহারা মজলুম। যাঁদের সমগ্র বিশ্ব একদিন শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাত, আজ তারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, অপমানিত ও অপদস্ত। যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আদল-ইনসাফে, শৌর্য-বীর্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল তারা আজ সর্বজাতির পশ্চাতে, সকলের করুণা-ভিখারী। অথচ সংখ্যায় তারা প্রায় ১৫০ কোটিরও উপর, দেশ তাদের অর্ধশতাধিক সম্পদও রয়েছে তাদের অঢেল-অফুরন্ত। তারপরেও তারা আজ লাঞ্ছিত-



www.nagorikpathagar.org

অপমানিত কারণ মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা, আদর্শ এবং অনুসরণ থেকে আমরা বহুদূরে সরে গিয়েছি। সেই আদর্শে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই, কল্যাণ নেই। একমাত্র তাঁর আদর্শ ধারণ করেই সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম দার্শনিক, মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল মহান আল্লাহর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

"কি মুহাম্মদ (সা.) সে ওয়াফা তুনে তু হাম তেরে হ্যাঁয়
ইয়ে জমীন চিজ হ্যায় কেয়া লওহ-কলম তেরে হ্যাঁয়।"

"মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে সম্পর্ক পূনঃস্থাপন করলে ভূমণ্ডল কোনো ছার, নভোমণ্ডলের কর্তৃত্বও এসে যাবে তোমার কব্জায়।" [৭]

অতএব, হে উম্মতে মুসলিমা! আর কালক্ষেপণ নয়, ফিরে আসুন সত্যের পথে, সুন্দরের পথে, চিরকল্যাণ ও মুক্তির পথে। আর অন্ধ অনুকরণ নয়-নয় কোনো ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসরণ, বরং সরল-সঠিক পথের দিকে, বিশৃংখলা পরিহার করে শৃংখলা ও ঐক্যের দিকে, মহান আল্লাহর নির্দেশিত সর্বোত্তম আদর্শের দিকে, সিরাত্বাল মুস্তাকিমের পানে; যে পথ দেখিয়েছেন স্বয়ং নবী সম্রাট, সারোয়ারে দোজাঁহা হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। তবেই মিলবে মুক্তি, পাব কল্যাণ ইহ ও পরকালে, ফিরে পাব শক্তি এবং সেই খোলাফায়ে রাশেদার হৃত গৌরব ও সম্মান। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকেই সেই চিরকল্যাণময় পথের শ্রেষ্ঠতম যাত্রী হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন॥



www.nagorikpathagar.org

# প্রমাণপঞ্জী

১. আল কোরআন, সুরা ক্বালাম, আয়াত ৪
২. আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭
৩. আল কোরআন, সুরা আহ্যাব, আয়াত ২১
৪. আল কোরআন, সুরা আহ্যাব, আয়াত-৫৬
৫. আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১
৬. আল কোরআন, সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৩
৭. রুহুল আমীন খান, ঈদে মিলাদুন্নবীর পয়গাম, দৈনিক ইনকিলাব, ০৫/০৬/২০০১, ঢাকা পৃষ্ঠা-৯

www.nagorikpathagar.org

## পরিশিষ্ট-ক

# সহায়ক গ্রন্থসমূহ


১. আল কুরাআন : সুরা আলে ইমরান-৩১ নং আয়াত, সুরা আল মায়িদাহ ৩, সুরা বনী ইসরাইল ০১,৮১, সুরা আম্বিয়া-১০৭, সুরা আহযাব ২১, ৫৬ সুরা মুহাম্মদ ৩৩, সুরা আল ফাতাহ্ ০১ এবং সুরা ক্বালাম ০৪ আয়াত।

২. হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহ.) সহীহ বুখারী, অনুবাদ : মাওলানা এম, এন, এম, ইমদাদুল্লাহ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানঢ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯

৩. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ্ মুসলিম, রশিদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী, ভারত, ১৩৭৬ হিজরী।

৪. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, আততিবরিযী, মিশকাত শরীফ, কিতাবুল আদাব, সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, আরাফাত পাবলিকেশন্স ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০০

৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, জুন-১৯৯৫

৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), সীরাতে রসুলে আকরাম (সা.) অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষনা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৭

৭. হাফেজ মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ তিরমিযী, শামায়েলে তিরমিযী অনু : মাওঃ মতিউর রহমান ও মাওঃ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা, হাদীস নং ৩৩২, পৃ ৩৬৫

৮. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (সা.) আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, উনবিংশতি মুদ্রণ-এপ্রিল-১৯৮৪

৯. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ : ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ভারত, ডিসেম্বর-১৯৮৯

১০. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুবাদ : হাবিব আহসান, প্রকাশনায় মল্লিক ব্রাদার্স কলিকাতা, ভারত, আগষ্ট ১৯৯২

১১. হাসান আলী চৌধুরী ইসলামের ইতিহাস আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা দ্বাদশ সংস্করণ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪




www.nagorikpathagar.org

১২. সীরাত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-২০০২
১৩. মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সা.) অবদান, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৬ মে ১৯৭৮
১৪. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ৩য় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯০
১৫. সৈয়দ বদরুদ্দোজা হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০২
১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৭০
১৭. মাওলানা মোবারক করীম জওহর, নবী সম্রাট খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২য় প্রকাশ ফেব্রু : ২০০০
১৮. মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর নগরী, নবীশ্রেষ্ঠ (কুরআন তত্ত্ব : ৩য় খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ নভেম্বর-১৯৮১
১৯. আবদুর রহমান আযযাম, মহানবীর শাশ্বত পয়গাম অনুবাদ : আবু জাফর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
২০. আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮৯
২১. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, নবী চিরন্তন অনুবাদ, মাওলানা আবদুল্লাহ-বিন-সাঈদ জালালাবাদী বুক সোসাইটি, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৫
২২. মৌলভী মুহাম্মদ মুছলেহুদ্দীন, বিশ্বনবীর মহান আদর্শ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ৭ম মুদ্রণ, জুন-১৯৯৭
২৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ), তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম, খণ্ড) অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-১৯৮০
২৪. মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৭
২৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, মানব জীবন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-১৯৮০
২৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, (অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, অক্টোবর, ১৯৮৯



www.nagorikpathagar.org

২৭. আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (রহ.), সীরাতে মুস্তফা (সা.) (১ম খণ্ড) অনুবাদ : হাফেজ ফজলুল হক শাহ্ সীরাত গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, জুন-২০০২

২৮. আহ্মদ বদরুদ্দিন খান, সীরাত এলবাম, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬

২৯. শেখ লুৎফর রহমান, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, (পূণর্মূদ্রণ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা, জুন-১৯৮৪

৩০. অধ্যাপক কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশান্স, ঢাকা, দশম সংস্করন-১৯৮৭

৩১. জালালুদ্দীন আবদুর রহমান, সিয়ুতী (রাহঃ), খাসায়েমল কুবরা (১ম খণ্ড), অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষনা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, জুলাই-১৯৯৮

৩২. নাজিম উদ্দীন আহ্মদ, হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) আখেরী নবী, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল মে-১৯৬৯

৩৩. আব্দুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন (২য় খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করন, জুন-১৯৯১

৩৪. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আল মারুফ, ইসলামিক ডায়েরি, প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০২

৩৫. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, জগৎ গুরু মুহাম্মদ (দ.) সাহিত্য কুটির বগুড়া, ৩য় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর-১৯৮১

৩৬. ভবেশ রায়, শত মনীষীর কথা (১ম খণ্ড ), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯৫ (ফেব্রুয়ারী) ১৯৮৯

৩৭. আহমদ দীদাত রচনাবলী, অনুবাদ : ফজলে রাব্বী এবং মুহাম্মদ গোলাম মোস্ত ফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-২০০১

৩৮. মুহাম্মদ নূরল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.) ১ম খণ্ড মম প্রকাশ, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, মে-২০০৩

৩৯. মুহাম্মদ নূরল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.) ৩য় খণ্ড , মম প্রকাশ, ঢাকা, জুন ২০০০

৪০. আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, তারীখুল ইসলাম, দারুল উলূম পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৩

৪১. গোলাম আহ্মদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭ম সংস্করণ,জানুয়ারি-১৯৯৮



www.nagorikpathagar.org

৪২. ডা. মুহম্মদ তারেক মাহমুদ (পাকিস্তান) সুন্নতে রাসূল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান (৪র্থ খণ্ড) অনুবাদ ও সম্পাদনা : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আল কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০

৪৩. উইলিয়াম এ, ডি, উইট এবং স্যামুয়েল নিসেনসন শত জীবনের কথা, অনুবাদ : মতিন উদ্দীন আহ্মদ, এশিয়া বুক হাউস, ঢাকা জুন ১৯৫৯

৪৪. অধ্যাপক আমীর হোসেন, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১ম, ২য় ও ৩য় পত্র একত্রে) সাহিত্য কুটির বগুড়া, জানুয়ারি-১৯৭১

৪৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্ম শত বার্ষিকী সংস্করণ।

৪৬. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুবাদ- আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, দশম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা-৪৮।

৪৭. সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী, নবীয়ে রহমত (সা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ- জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩৩৩।

৪৮. আবু জাফর, রসূল মুহাম্মদ (সা.), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ- ২০০২; পৃষ্ঠা ২৬।

৪৯. গুরুদত্ত সিং, রাসূলে আরাবী, অনুবাদ, মওলানা আবু তাহের মিছবাহ, (অনূদিত গ্রন্থের নাম, তোমাকে ভালোবাসি হে নবী), দারুল কলম প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২।

৫০. R. V. C. BODLEY, THE MESSENGER THE LIFE OF MUHAMMAD. LONDON, 1946, P. 202-203.

৫১. এইচ, হার্ট THE 100-ARANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, NEW YORK, 1978

৫২. QUOTED IN THE VINDICATION OF THE PROPHET OF ISLAM.

৫৩. BONPARTE ETL. ISLAM, CHERFILS, PARIS.

৫৪. STANLEY LANE POOLE, THE SPEECHES AND TABLE TAIK OF THE PROPHET MUHAMMAD, KITAB BHAVAN NEW DILHI. SECOND EDITION-1981

৫৫. ALFRED DE LAMATINE, HISTORY DE LATURQUIE, PARIS, 1858, VOL II

৫৬. A HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF EUROPE, LONDON. 1875

৫৭. MOHMMET AND CHARLEMAGNE-1968



www.nagorikpathagar.org

৫৮. THE ORIGIN OF ISLAM IN THE CHRISTIAN ENVIRONMENT-1926

৫৯. P.K. HITTI. HISTORY OF THE ARABS, MACMILLAN AND CO. LIMITED. LONDON. 1953

৬০. P.K. HITTI. THE ARABS. A SHORT HISTORY অনুবাদ : খুররম হোসাইন, সম্পাদনা, কে. এম মোজাম্মেল হক, ক্যাবকো বিসিক শিল্প নগরী, টাঙ্গাইল, ২০০১

৬১. DR. ANHIC BESANT, THE LIFE AND TECCHING OF MOHAMMAD. MADRAS, 1932

৬২. জে. এইচ. ডেনিসন, EMOTION AS THE BASES OF THE CIVILIZATION, LONDON, 1928

৬৩. SIR. WILLIAM MUIR, LIFE OF MOHAMET, VOL-2, LONDON-1858

৬৪. WILLIAM MUIR, MOHAMET AND ISLAM, LONDON 1895.

৬৫. JHON DEVENPORT. APOLOGY FOR MUHAMMAD 1870

৬৬. SYED AMEER ALI. THE SPIRIT OF ISLAM LONDON. 1949

৬৭. BOSWARTH SMITH. MOHAMMED AND MOHAMMEDNISM, LONDON, 1858

৬৮. THOMAS CARLYLE, ON HEROES, HERO WORSHIP AND THE HEROIC IN HISTORY; THE HERO AS PROPHET. EDINBURGH, 1840

৬৯. MAJOR A. G. LEONARD, ISLAM HER MORAL AND SPIRITUAL VALUE. LONDON 1927

৭০. T. W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM LONDON 1913

৭১. আরভিং ওয়াশিংটন MOHAMET AND HIS SUCCESSORS LONDON 1909

৭২. THE NEW INTERNATIONAL ENCYCLOPIDIA, VOL-16 PUB 1916

৭৩. TITUS. SLAVERY IN INDIA AND PAKISTAN Y.C.A. CALCUTTA. 1965

৭৪. ফজলুর রহমান খান, শান্তির নবী, ঢাকা পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৯ ।



www.nagorikpathagar.org

## পরিশিষ্ট-খ

# প্রবন্ধগ্রন্থ

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জগতের আদর্শ মহামানব শাশ্বত নবী, সম্পাদনা, অধ্যাপক আবদুল গফুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর-১৯৮২

২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, হযরতের প্রাক-নবুয়ত সমাজ সেবা শাশ্বত নবী, সম্পাদনা অধ্যাপক আবদুল গফুর।

৩. মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঁগীর নগরী, হযরতের আদর্শ চরিত্র, ইসলাম : মনীষার আলোকে, সম্পাদনা, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৭৮

৪. হবীবুল্লাহ বাহার, মরুভাস্কর, হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৭১

৫. THIS IS THE TRUTH. ইহা সত্য, (বিংশ শতাব্দীর ১৪ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল কোরআন সত্য) সম্পাদনায় খোন্দকার মো: মহীউদ্দিন, আল-কুরআন গবেষণা সেন্টার, ঢাকা, ৯ই মার্চ ১৯৯৯

৬. মহানবী স্মরণিকা, ৯৮, ঢাকা

৭. মাওঃ আমীর হামযা, বিশ্বনবী (সা.) সম্বন্ধে মহামনীষীদের মন্তব্য, বিশ্বনবী ও তাঁর সার্বজনীন আদর্শ, প্রকাশনায়, রচনা বিভাগ, জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া ১৪০৯ হিজরী।

৮. সীরাত স্মরণিকা, ঢাকা-১৯৭৪



www.nagorikpathagar.org

# পরিশিষ্ট-গ

## প্রত্র-পত্রিকা

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১লা শ্রাবণ ১৩৮১ বাংলা

২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ০৫/০৬/২০০১

৩. দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী ২৫ মার্চ ২০০৬

৪. মাসিক অগ্রপথিক, জুলাই, ১৯৯৭, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

৫. মাসিক অগ্রপথিক, ঢাকা, অক্টোবর ২০০২

৬. মাসিক আল-ফুরকান, (হিজবুল কুররা বাংলাদেশ এর মাসিক মুখপত্র), ঢাকা, ডিসেম্বর-১৯৮৯

৭. মাসিক ছাত্র সংবাদ, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ঢাকা জুন ১৯৯৮

৮. মাসিক তাহ্জীব (ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা) ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ঢাকা, সফর, রবিউল আওয়াল ১৩৯৩ হিজরী

৯. মাসিক তাহ্জীব, ঢাকা, শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরী

১০. মাসিক আল-ইসলাম, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বাংলা

১১. ত্রৈমাসিক সিরাজুম মুনীরা, ঢাকা, জানুয়ারি, মার্চ ১৯৮৯

১২. মাসিক মদীনা, সীরাত সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

১৩. মাসিক মদীনা, সীরাত সংখ্যা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৭

১৪. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, সীরাত সংখ্যা, ঢাকা, ২৩-২৯ জুন, ১৯৯৯

---

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com